নূতন আকারে
২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

রাতন আব রে
১১ খণ্ড, সংখ্যা

# চিকিৎসা-সম্মিলনী।

## চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।

টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্,

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৯০৬-৭

কবিরাজ শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত,
২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, সিমলা, কলিকাতা।

কলিকাতা,
১২ নং সিম্লা ষ্ট্রীট্ বাই লেন, "কবিরত্ন" যন্ত্রালয়ে
শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

১৯

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

ISSUE(S) MISSING
1-9
NOT AVAILABLE

## সূচীপত্র।


| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| গ্রহণীর স্থান কোথায় ? ... ... ... | ১ |
| শরীরোৎপত্তি ... ... ... ... | ৪ |
| উপদ্রব-চিকিৎসা ... ... ... ... | ৮ |
| ঔষধ প্রস্তুতি ও প্রয়োগ-প্রণালী ... ... | ১২ |
| প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ... ... ... | ১৪ |
| পথ্য প্রকরণ ... ... ... ... | ১৬ |
| পিত্তের ব্যবহার ... ... ... ... | ১৭ |
| স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানতত্ত্ব ... ... ... ... | ২১ |
| আর্দ্রক—শুণ্ঠী ... ... ... ... | ২৫ |
| আমলকী ... ... ... ... | ২৬ |
| বিসূচিকা-দর্পণ ... ... ... ... | ২৯ |


# চিকিৎসা-সম্মিলনী।


নূতন আকারে
২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

পুরাতন আকারে
১১শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।


## গ্রহণীর স্থান কোথায় ?


লেখক শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি।


অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী নাড়ীকে গ্রহণী কহে। এই অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী নাড়ী অন্নকে গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী হইয়াছে। দেহের মধ্যে আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থ যে 'পিত্তধরা কলা' আছে, তাহাকে গ্রহণী বলা হয়। আহারের পরিপাকক্রিয়া আমাশয়েও হয়, পক্বাশয়েও হয়। আমাশয়ে অধিকাংশ অন্ন আম অর্থাৎ অপক্বাবস্থায় থাকে বলিয়া ইহার নাম আমাশয়। পক্বাশয়ের অনেক স্থলে অন্নের পরিপাক হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম পক্বাশয়। এই আমাশয়কে ইংরাজীতে Stomach বলে এবং পক্বাশয়কে Small Intestine বলে। আমাশয়ের ও পক্বাশয়ের ভিতর পিত্তধরাকলা আছে এবং আমাশয় ও পক্বাশয় উভয়ের মধ্য হইতেই রস গৃহীত হয়। Deodenumকে গ্রহণী বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিশেষ বিবেচ্য। প্রত্যেক লোকেরই Deodenum নাড়ীর অংশ আপনার হাতের দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমিত। এই দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমিতস্থান আমাশয়ের (Stomachএর) শেষ প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া Jejunumasএ শেষ হইয়াছে। এই Deodenum এর মধ্যে পিত্তনিঃসরণমার্গ অর্থাৎ যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া এই স্থলে আসিয়া পড়ে; Pancreas হইতেও ঐ যন্ত্রের রস আসিয়া এই Deodenumএ আসিয়া মিলিত হয়।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ু দ্বারা রস প্রেরিত হইয়া গ্রহণীতে উপনীত হয়। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পাচকাখ্য পিত্তের দ্বারা আহার পরিপাক প্রাপ্ত হয়। পাচকাখ্য পিত্তই অগ্নির অধিষ্ঠান সেই পিত্তকে ধারণ করে বলিয়া গ্রহণীকে পিত্তধরাকলা কহে। ইংরাজী শাস্ত্রমতে Gastric juice,

Pancreatic juice, পিত্ত (Bile) এবং ক্ষুদ্রান্তের রস,—এই কয়প্রকার পদার্থ হইতে অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়। যে যে স্থান হইতে এই সকল রস নিস্থত হয়; সেই সেই স্থানকেই আয়ুর্ব্বেদে পিত্তধরাকলা বা গ্রহণী কহে।

"ষষ্ঠী পিত্তধরানাম্ন যাকলা পরিকীর্ত্তিতা।
পক্বামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
গ্রহণী বলমগ্নির্হি সা চাপিগ্রহণীমতা।
তস্মাদগ্নৌ প্রদুষ্টেতু গ্রহণ্যপি প্রদুষ্যতি॥"

(সুশ্রুতসংহিতা।)

সুশ্রুতসংহিতার মতে আমাদের দেহে সাত প্রকার কলা আছে; তন্মধ্যে পিত্তধরা নামক কলাকে গ্রহণী কহে। ইহা আমাশয় ও পক্বাশয়মধ্যস্থা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি। গ্রহণীস্থ পরিপাক করিবার শক্তিরূপ অগ্নিকেও গ্রহণী কহে। পাচকাগ্নি প্রদুষ্ট হইলে গ্রহণীও প্রদুষ্ট হয়। সুশ্রুতে পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায়,—"ষষ্ঠী পিত্তধরানাম, যা চতুর্ব্বিধং অন্নুপানমুপযুক্তং আমাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্বাশয়োপস্থিতং ধারয়তি।" এই পিত্তধরাকলা চতুর্ব্বিধ—চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি প্রকার ভুক্তপদার্থ যখন আমাশয় হইতে নির্গত হইয়া পক্বাশয়ে আসিয়া পড়ে, তখন এই সকলের সম্যক্ পরিপাক হওয়া পর্য্যন্ত পিত্তধরাকলা ধারণ করিয়া রাখে; পরে এই বিপক্ক আহারের সারভাগের যে রস, তাহা সমান বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হৃদয়ে যায় এবং গ্রহণীস্থ অবশিষ্ট ভাগ মলদ্রব বলিয়া অভিহিত হয়। সেই মলদ্রবের জলভাগ বস্তিতে নীত হইয়া মূত্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অবশিষ্ট কিট্ট অর্থাৎ মলভাগ পুরীষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই পুরীষ সমান বায়ু কর্ত্তৃক নীত হইয়া মলাশয়ে (Large Intestineএ) গিয়া উপস্থিত হয়।

"অগ্ন্যধিষ্ঠানমন্নস্য গ্রহণাদ্‌গ্রহণীমতা।
নাভেরুপরি সা হ্যগ্নিবলোপস্তম্ভবৃংহিতা॥
অপক্বং ধারয়ত্যন্নং পক্বং ত্যজতি চাপ্যধঃ॥"

(চরকসংহিতা।)

গ্রহণী অগ্নির অধিষ্ঠান অন্নকে গ্রহণ করে বলিয়া ইহার নাম গ্রহণী; ইহা নাভির উপরে অবস্থিত, পাচকাগ্নি ও বলের আশ্রয়, অপক্ক অন্নকে ধারণ করে এবং



পক্ক অন্নকে অধোদিকে প্রেরণ করে। চরক ও সুশ্রুতের মতে গ্রহণী পিত্তধরাকলা অর্থাৎ পাচকাগ্নির স্থান। এই কলাকে আশ্রয় করিয়া জীবের পরিপাকশক্তি (বৈশ্বানর-অগ্নি) রহিয়াছে।

অন্ন গ্রহণ করা গ্রহণীর একটী ক্রিয়া। এই ক্রিয়া আমাশয় এবং পক্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দ্বারা সাধিত হয়, অর্থাৎ এই ঝিল্লীতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবাহিনী শিরা (Lacteals) এবং Portal Veinএর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা রস গৃহীত হইয়া সমান বায়ুর দ্বারা হৃদয়ে নীত হয়। দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত Deodenumকে গ্রহণী কহিলে চরক ও সুশ্রুতের কোনও মতের সহিতই মিল রাখা যায় না। আমাশয় এবং পক্বাশয় এই উভয় স্থলেই অন্ন পরিপাক হয় এবং এই উভয় স্থল হইতেই অন্নরস গৃহীত হয়। যদি Deodenumএ সমস্ত পরিপাকের কার্য্য হইত এবং এই Deodenumই যদি আহারের অসার অংশকে মল ও মূত্রভাবে অধঃপাতিত করিতে পারিত, তাহা হইলেও না হয় Deodenumকে গ্রহণী বলা শোভা পাইত। কেহ কেহ আমাশয়ের Pyloric প্রান্তকে প্রমাদবশতঃ গ্রহণী বলেন। এই স্থান সমস্ত পাচক পিত্তের আধার এই কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? চরকের মতে গ্রহণী অন্নরস গ্রহণ করে,—তাহা কি কেবল এই Pyloric প্রান্ত হইতে হয়, না, সমস্ত আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে হয়? সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে আমাশয় ও পক্বাশয় এই উভয় স্থল হইতেই অন্নের সার ভাগ অর্থাৎ রস গৃহীত হয়। গ্রহণী অপক্ক অন্নকে ধারণ করে এবং পক্ক অন্নকে অধোদিকে প্রেরণ করে। চরকের বাক্যে এই বুঝায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন সম্যক্ পরিপক্ক না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অপক্ক অন্নকে আমাশয় ও পক্বাশয়ের ঝিল্লীর সংস্পর্শে গ্রহণী ধারণ করিয়া রাখে। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে,—অন্ন গ্রহণীস্থ পাচকাগ্নির প্রভাবে পরিপক্ক হয় এবং পরিপাকের পর সারাংশ গৃহীত হইয়া অসারাংশ অধোদিকে প্রেরিত হয়। অন্ন পরিপাক করা, সারাংশ গ্রহণ করা এবং অসারাংশকে অধোদিকে প্রেরণ করা—এ সমস্তই গ্রহণীর কার্য্য। গ্রহণীতে যে বায়ু ক্রিয়া করে, তাহার নাম সমান বায়ু। যে ধমনীমণ্ডলীতে সমান বায়ুর ক্রিয়া প্রকাশ পায়, ইংরাজীতে তাহাকে Solar-plexces কহে।

———

কোথাও বা রূপান্তরিত হইয়া কঠিন হয়। যে আদি পদার্থের উল্লেখ করা হইল, তাহা যদৃচ্ছভাবে মিলিত হইয়া, শরীরোৎপাদন করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদি পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘরের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া অবস্থান করে।

মধুকোষবৎ (মৌমাছির চাকের ঘরের ন্যায়) এক একটী উক্ত ঘরকে কোষ কহে। শরীরের সকল স্থান এইরূপ কোষ বিনির্ম্মিত। কোথাও ইহা গোলাকার, কোথাও বা অণ্ডবৎ। প্রত্যেক কোষের (Cell) অভ্যন্তরে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে, একটী ক্ষুদ্রতম কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে কোষবিন্দু বলে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে ইহাই প্রকৃত ও অপরিবর্ত্তিত পদার্থ।

আমিবার জীবনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীববৃন্দের জীবনকার্য্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, পাশ্চাত্যনরশরীরবিধানশাস্ত্রে আমিবার জীবনক্রিয়াগুলি বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

আমিবার সঙ্কোচন শক্তি আছে (Contractile property)। স্বেচ্ছা বা পরের উত্তেজনায় আমিবা সঙ্কুচিত হয়। শ্রেষ্ঠ জীবগণের শরীরও এই নিমিত্ত সঙ্কোচন শক্তিবিশিষ্ট। আমিবা, পোষণের জন্য, স্বীয় শরীরের সহিত খাদ্যদ্রব্য সম্মিলন করিয়া লয়, এবং তাহা পাক হইয়া শরীরের পোষণ বর্দ্ধন করে। শ্রেষ্ঠ জীবদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। নূতন খাদ্যদ্রব্য সমীকৃত হইয়া যেমন শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে, সেইরূপ পুরাতন বা অসার পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। জীব মাত্রেরই শরীরে অবিরাম এই ত্যাগগ্রহণাত্মক-কর্ম্মলীলা চলিতেছে। একটী আমিবা বর্দ্ধিত এবং অবশেষে বিভক্ত হইয়া, দুইটী, তাহার পর তিনটী এইরূপে ক্রমে একটী আমিবা হইতে অনেকগুলি আমিবার উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীব মাত্রেই এই বংশ বৃদ্ধিকরী শক্তি বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জীবের উচ্চাবচকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাব আমিবার সংখ্যার তারতম্যের অধীন। একটী আমিবা হইতে দুইটীর মিলনে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীবের আবির্ভাব হয়; এই প্রকার যত অধিক সংখ্যক আমিবার সম্মিলন হইবে তত উৎকৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হইবে।

জীবন রক্ষার জন্য যে সকল কার্য্য প্রয়োজনীয়, শ্রেষ্ঠ জীবদেহে যে সমস্ত জৈবকার্য্য বিবিধ যন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অনন্য সহায় একটী সূক্ষ্ম আমিবা দ্বারাই তত্তৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। উচ্চতর জীব সকল বহু আমিবার সমষ্টি, সুতরাং তৎসমষ্টির মধ্যে কার্য্যের বিভাগ হওয়াই সম্ভব। পোষণ পরিচালনাদি বিবিধ কার্য্য সম্পাদনের জন্য জীবদেহে বিবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইবার ইহাই কারণ। আমিবাকে আদি পদার্থ এবং জীবদেহের সকল যন্ত্রকেই উক্ত পদার্থের বিকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।



এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আমিবার প্রথমোৎপত্তি কোথা হইতে হয়? এতৎ প্রশ্নের উত্তরে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন একটী আমিবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একটী আমিবা হইতে সমুৎপন্ন হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আমিবা পর পর আমিবার কারণ, কোন আমিবাই স্বয়ং সিদ্ধ নূতন পদার্থ নহে।* (অতএব অনাদি বলিলেই চলিত।)

উচ্চতর জীবশরীর অসংখ্য আমিবার সমষ্টি ও তাহার জীবন কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যন্ত্রদ্বারা (যন্ত্র ও আমিবার সংহতি) নির্ব্বাহ হইয়া থাকে বটে, এক একটী কোষই যে এক একটী যন্ত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা ইতরেতর সাহায্য সাপেক্ষ অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, কোন যন্ত্র কার্য্য করিতে পারে না।†

**শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় এবং পাশ্চাত্য মতের তুলনা**—শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে যে উপদেশ পাওয়া গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে, লিঙ্গদেহাধিষ্ঠিত আত্মা, পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগার্থ শুক্রযোগে স্ত্রীগর্ভে প্রবেশ করে, জীবাত্মাবস্থিত শুক্রশোণিত, পঞ্চভূত দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া যখন অঙ্গোপাঙ্গ সংযুক্ত হয়, তখন ইহার শরীর, এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ভোগকার্য্য, ভোক্তৃ ভোগ্যের সম্বন্ধ ব্যতীত নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কর্ম্মমাত্রেই কর্ত্তৃ-করণ-কর্ম্ম, এই তিনের পরস্পর সংযোগে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়), ইহাদের সাধারণ নামকরণ, কর্ত্তা ইহাদিগের দ্বারা ভোগ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া, সঞ্চিত কর্ম্মফল উপভোগ করেন। আত্মার সহিত অর্থ বা বিষয়ের

---

* "Ever since Schwann discovered the cellular nature of animals, and established the analogy between animal and vegetable cells, there has been a gradually increasing conviction amongst physiologists, which has now become an universally accepted physiological and pathological doctrine, that the cell is the seat of nutrition and function; and further that each individual cell is itself an independent organism, endowed with those properties, and capable of exhibiting those active changes which are characteristic of life. Every organised part of the body is either cellular or is derived from cells, and the cells themselves originate from pre-existing cells and under no circumstances do they originate de novo."—GREEN'S PATHOLOGY, p. 5.

† "Whilst therefore the whole body is made up of cells, or of substances derived from cells and the cell is itself the ultimate morphological element which is capable of exhibiting manifestations of life, it must be borne in mind that in a complex organism, the phenomena of life are the result of the continued activity of innumerable cells, many of which possess distinct and peculiar functions, and that by their combination they become endowed with new powers, and exhibit new forces, so that although each individual unit possesses an independent activity, it is in a state of constant dependence upon others with which it is more or less intimately associated."—GREEN'S PATHOLOGY, p. 5-6.

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না। অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত মন এবং মনের সহিত আত্মা*, এইরূপে পূর্ব্বটী পরবর্ত্তীর সহিত পরস্পর সম্বন্ধ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও পুরুষ সকল প্রকার সৃষ্টির মূলকারণ। ব্যাপক দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন, প্রকৃতি পরমাত্মারই গুণ বা শক্তি, শক্তি ও শক্তিমান স্বরূপতঃ ভিন্ন নন্। পরমাত্মার দুই অবস্থা—দ্বিবিধ ভাব, একটী সন্মাত্রাবস্থা—কারণাত্মভাব; দুই প্রকার ভাবই নিত্য, তবে একটী ধ্রুব, কূটস্থনিত্য, অন্যটী প্রবাহরূপে নিত্য। উৎপত্তি বিনাশশীল জগৎ তাঁহার কার্য্যাবস্থা। প্রকৃতি কার্য্যাবস্থাতেই পুরুষ বা শক্তিমান্ হইতে পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। একাকী কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, কেবল ভোক্তৃশক্তি হইতে ভোগকার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, কর্ম্মের রূপ ভাবিতে গেলে, কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণের মিলিত মূর্ত্তি হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবেই। সংযোগ ব্যতীত যখন কোন কার্য্য হয় না এবং একটী ভাব হইতে যখন সংযোগ হইতে পারে না, তখন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থই ভাবিতে হইবে।

---

# উপদ্রব-চিকিৎসা।

## ( জ্বরের উপদ্রব-চিকিৎসা। )

### কাস।

১১শ ও ১২শ খণ্ডের ৪২০ পৃষ্ঠার পর।

বাতশ্লেষ্মজ এবং সন্নিপাত জ্বরে কোন কোন রোগীর শ্বাসনলীর এবং শ্বাসনলীর শাখা-প্রশাখার অভ্যন্তরে বিপুল শ্লেষ্মা আবদ্ধ রহিয়া অতি প্রবল ঔপদ্রবিক কাসের সৃষ্টি করে। কফাবৃত ফুসফুস্ কোষ্ঠে প্রাণবায়ু অব্যাহতভাবে গমনাগমন করিতে পারে না তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ক্রুদ্ধ বায়ু কুপিত শ্লেষ্মার সহিত যোগ দিয়া, অন্যতর পার্শ্বদেশে অথবা উভয় পার্শ্বে, বক্ষঃস্থলে কি পৃষ্ঠদেশে কিম্বা তত্তৎ প্রদেশের

* "নৈক প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাপ্নুতে ফলম্
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চন।
নহ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্য হেতুকঃ॥
চরকসংহিতা।



সর্ব্বত্র বেদনার সঞ্চার করে; সময়ে সময়ে সেই বেদনা অতি প্রবল ও কষ্টকর হইয়া উঠে এবং শরীরের দুষ্টরক্ত সংশোধনের ব্যাঘাত ঘটে। এই সকল কারণে রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে এবং ক্রমশঃ মন্দাবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। সুতরাং যে উপায় অবলম্বন করিলে হৃদয়স্থিত বদ্ধ শ্লেষ্মা অক্লেশে ও অচিরে উঠিয়া যায় সর্ব্ব প্রযত্নে সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত।

নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে সত্বর সুফল পাওয়া যায়।

স্থূল অথচ সরল কদলী-শাখা—কলার বেগো, বাগ্‌লো বা বাগ্‌ড়ো—১৷৷০ হাত লম্বা রাখিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ৫।৬ গণ্ডা সংগ্রহ করিতে হইবে। একটী সরল বাঁশের বা লোহার শলাকাদ্বারা, প্রত্যেক খণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক একটী সরল ছিদ্র করিবে। শাখা-খণ্ডের এক প্রান্ত ওষ্ঠপুটাভ্যন্তরে রাখিয়া ফুৎকার দিলে অপর প্রান্তের ছিদ্র দিয়া অবাধে বাতাস বাহির হইয়া যাইতে পারে এরূপ ভাবে ছিদ্র করা উচিত।

একটী হাঁড়ীতে, গামলায়, কটাহে বা মালসায় কাঠের কয়লার আগুণ বা গুলের আগুণ রাখিয়া ৫।৬ খানি উক্ত কৃতচ্ছিদ্র কদলী-শাখা-খণ্ড সাজাইয়া রাখিবে। শাখা-খণ্ডগুলি অগ্নিস্পৃষ্ট না হয় অথচ আগুণের তাপে উত্তপ্ত হয়, এরূপ ভাবে সাজাইতে হয়।

ঐরূপ আয়োজন হইলে, পুরাতন ঘৃত আর আদার স্বরস সমান ভাগে মিশাইয়া তাহাতে কিছু কর্পূর চূর্ণ যোগ করিয়া, রোগীর পার্শ্বদেশে এবং বক্ষঃস্থলে লাগাইয়া দিবে এবং তদুপরি আকন্দের পাতা কি ভেরেণ্ডার পাতা বিছাইয়া দিবে। তারপর একখানি উত্তপ্ত কদলী-শাখা-খণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহার এক প্রান্ত, স্বেদ্য স্থানের নিকট রাখিয়া অপর প্রান্তে সবলে ফুৎকার দিতে হইবে। ফুৎকার বলে উত্তপ্ত বাষ্প বাহির হইয়া পত্রব্যবহিত স্বেদ্য স্থানে লাগিবে। একখানি শাখা বাষ্প-শূন্য হইলে, অপর একখানি লইয়া ঐ ভাবে বাষ্প স্বেদ দিবে, বাষ্পশূন্য খণ্ড পুনরপি তপ্ত করিতে দিতে হইবে। গৃহীত শাখা-খণ্ডগুলি নীরস হইলে আরও কয়েক খণ্ড লইয়া উত্তপ্ত করিবে এবং স্বেদ দিবে।

২ ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিকালে স্বেদ দেওয়া উচিত। বলবৎ প্রয়োজন হইলে অন্য সময়েও স্বেদ দেওয়া যায়।

উক্তরূপে স্বেদ প্রদান করিলে, বদ্ধ শ্লেষ্মা তরল হয়, অবসাদগ্রস্ত ফুসফুস বল

লাভ করে এবং উত্তেজিত হইয়া উঠে। সুতরাং অক্লেশে সঞ্চিত কফ নিঃসৃত হইয়া যায়।

যে জ্বরে কাস বিদ্যমান থাকে, সেই জ্বরের যে অবস্থায় যে ঔষধ প্রয়োগ করা বিবেচনা সিদ্ধ হয়, সেই ঔষধের সহযোগে কি অনুপানরূপে কাসঘ্ন মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। নিম্নে কতকগুলি কাসঘ্ন অনুপান লিখিত হইল।

১। কাল তুলসী পাতার স্বরস ২ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ ৩ রতি এবং পেঁপুল চূর্ণ ২ রতি।

২। ছাঁচি পানের রস ২ তোলা, পেঁপুল চূর্ণ ২ রতি এবং মধু ।০ এক সিকি।

৩। ছাঁচি পান, কাল তুলসী এবং আদা একত্র পেষণ করত রস গ্রহণ করিবে; সেই রস ২ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ২ রতি এবং কর্পূর ॥০ অর্দ্ধ রতি।

৪। বৃহতী, বেকুড় বা তিত বেকুড় নামে পরিচিত। বৃহতী গাছের সরু শিকড় বা বড় শিকড়ের ছাল, গাছের ছাল, পাতা, ফল এবং ফুল এক সঙ্গে কিঞ্চিত জল দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। সেই পেষণ করা কল্ক, কলার পাতায় বাঁধিয়া আঙ্গারের আগুণে তপ্ত করত রস গ্রহণ করিবে। সেই রস ২ তোলা এবং মধু ॥০ আধ তোলা।

৫। বহেড়ার বীজের শাঁস ৫।৬ রতি, পেঁপুল চূর্ণ ২।৩ রতি এবং মধু।

৬। টাট্‌কা অথচ শুষ্ক কণ্টকারী ২ ভরি, উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করিবে। ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ॥০ আধ তোলা মধু যোগে পান করিলে উপকার পাওয়া যায়। ঔষধের সঙ্গে বা অনুপান রূপেও প্রয়োগ করা যায়।

৭। বাসকের মূলের ছাল ১ ভরি, অনন্তমূল ।০ এক সিকি, যষ্টিমধু ।০ এক সিকি, তেজপত্র ।০ এক সিকি এবং মনেক্কা বা কিস্‌মিস্ ।০ এক সিকি। দ্রব্যগুলি একত্র পেষণ করত ৩২ ভরি জলের সঙ্গে পাক করিবে, ৮ ভরি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার করা যায়।

নিম্নলিখিত দ্রব্য পঞ্চক যোগে বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে কষায় কল্পনা করিবে। সেই কষায়ে যে পরিমিত মিছিরি দ্রব হইতে পারে, সেই পরিমাণের মিছিরি দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিলে নানা প্রকার কাস আরোগ্য হয়।

বাসকমূলের কাঁচা ছাল /॥০ আধ সের, যষ্টিমধু /৵০ আধ পোয়া, অনন্তমূল /৵০ আধ পোয়া, তেজপত্র /৵০ আধ পোয়া এবং মনেক্কা বা কিস্‌মিস্ /৵০ আধ পোয়া। দ্রব্যগুলি উৎকৃষ্ট এবং উত্তম পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে কুটিয়া



/৮ সের জলের সঙ্গে পাক করিতে থাকিবে। এদিকে একটা পাথরের খোরায় বা মেটে গামলায় /২॥০ সের মিছিরি রাখিয়া দিবে। আট সের জলের /৬ সের ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে নামাইয়া একখানি পুরু পরিষ্কার কাপড়ে ছাকিয়া পাত্রস্থিত মিছিরির উপর ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। সমস্ত মিছিরি গুলিয়া গেলে পুনরপি ছাকিয়া বোতলে পুরিয়া উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। এই ঔষধকে বাসা শার্করীর বলা যাইতে পারে।

বাসা শার্করায়, কাস, শ্বাস, শ্বাস-কাস, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয় কাসের পরমৌষধ। সজ্বর ও বিজ্বর কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়। গর্ভিণী স্ত্রীকে নির্ভয়ে পান করিতে দেওয়া যায়। একান্ত শিশুকেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিবার কোন বাধা নাই।

মাত্রা ২ ভরি। দিবসে ২।৩ বার দেওয়া যায়। শিশুদিগকে অর্দ্ধ মাত্রায়, অত্যল্প বয়স্ক বালকদিগকে ৬০ বিন্দু মাত্রায় পান করিতে দিবে।

## মূর্চ্ছা।

মূর্চ্ছা রোগ বিশেষ। এই পীড়ার অপর নাম মোহ। যে সময়ে মানস দোষ তমোগুণ, রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভব করিয়া প্রবল হইয়া উঠে এবং শারীরদোষের মধ্যে পিত্ত প্রবল হয়, সেই সময়ে যদি শ্লেষ্মানুগ প্রকুপিত বায়ু সেই উদীর্ণ পিত্তকে লইয়া সংজ্ঞাবহা নাড়ী সমস্তকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে জ্ঞান বাহিনী ধমনী সমূহ নিষ্ক্রিয় হয় সুতরাং মনুষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

মূর্চ্ছা কখন স্বতন্ত্রভাবে কখন বা অন্য রোগের উপদ্রবরূপে আবির্ভূত হয়।

জ্বর বিশেষে মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে, পরম যত্নে অতি সাবধানে মূর্চ্ছা অপনয়নের চেষ্টা করা উচিত। রোগী বহুক্ষণ মোহগ্রস্ত হইয়া রহিলে, সংজ্ঞা বহাধমনী সমস্ত সম্যক্ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তখন চৈতন্যোদয়ের আর আশা থাকে না।

ক্রমশঃ—

# ঔষধ প্রস্তুতি ও প্রয়োগ প্রণালী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

## কজ্জলী।

শোধিত পারদ অথবা হিঙ্গুলোত্থ রস এবং শোধন করা গন্ধক, তুল্য পরিমাণে লইয়া, উপযুক্ত প্রস্তর ভাজনে রাখিয়া প্রস্তর দণ্ড বা পাথরের নোড়া দিয়া বহুক্ষণ মাড়িলে পারদ ও গন্ধক স্বীয় স্বীয় বর্ণ পরিহার করিয়া যে অপূর্ব্ব কজ্জলবৎ পদার্থে পরিণত হয়, তাহাকে কজ্জলী বলে।

কজ্জলী, একটী স্বতন্ত্র মহৌষধ এবং নানাবিধ ঔষধের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

সুদৃঢ় এবং সু-পরিষ্কৃত পাথরের খলে বা পাথরে, প্রস্তর দণ্ড বা লোড়া দিয়া, প্রয়োজনোপযোগী শোধিত গন্ধক চূর্ণ করিতে হইবে। গন্ধক উত্তমরূপে গুঁড়া করা হইলে, তাহার তুল্য পরিমিত শোধিত বা হিঙ্গুলোত্থ পারদ মিশাইয়া ধীরে ধীরে বহুক্ষণ মাড়িতে হইবে। মাড়িবার সময় একখানি খুন্তী দিয়া আশপাশের গন্ধক গুছাইয়া আনিয়া মাড়িতে হইবে। মাড়িতে মাড়িতে যখন কাজলের মত হইয়া আসিবে, কণামাত্রও পারা দৃষ্টিগোচর হইবে না, আঙ্গুলে ঘর্ষণ করিলে বেশ কোমল স্পর্শ বোধ হইবে এবং মাড়িবার সময় খলে কি পাথরে চট্ ধরিতে থাকিবে তখন বুঝিবে যে কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রস্তুত কজ্জলী নিঃশেষে উঠাইয়া একটা শিশির মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করত রাখিয়া দিবে। অনেক দিনের কজ্জলী অবব্যহার্য্য। বিশেষতঃ পর্পটী প্রস্তুত করিতে হইলে, অবশ্যই অভিনব কজ্জলী ব্যবহার করিতে হয়। অনেক দিনের তৈয়ার করা কজ্জলী ভাল গলে না সুতরাং পর্পটী হয় না বা ভাল হয় না।

সর্ব্বতোভদ্র এবং পঞ্চামৃতপর্পটী প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত করিতে দ্বিগুণ গন্ধকের কজ্জলীর প্রয়োজন হয়। তত্তৎস্থলে প্রস্তুতীকৃত কজ্জলীর সহিত আর এক ভাগ গন্ধক মিশাইয়া মাড়িয়া মাড়িয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে।

কজ্জলী হাম ও বসন্ত রোগের পরমৌষধ। ১২ রতি কজ্জলী করল্লার পাতার রসের সহিত হাম জ্বরে প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। দিবসে ২ বার প্রয়োগ করিতে হয়।



বসন্ত রোগে তুলসীর রসের সঙ্গে প্রয়োগ করিবে। মাত্রা ১২ রতি। দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করা উচিত।

সন্নিপাত প্রভৃতি জ্বরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু হইয়া আসিলে নাড়ীর অবস্থা অতি ক্ষীণ হয়। সেই সময়ে কজ্জলী সেবন করাইলে উপকার পাওয়া যায়। কজ্জলী ৩ রতি এবং ত্রিকটু—শুঁট, পেঁপুল ও মরিচ চূর্ণ ৩ রতি এক সঙ্গে মিশাইয়া পানের রসের সঙ্গে সেবন করিতে দিবে। দিবসে ৪ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কজ্জলী, পুরাতন ঘৃতে মিশাইয়া দাদের উপর প্রলেপ দিলে অতি কদর্য্য দদ্রুও ভাল হয়। দিবসে ৩।৪ বার লাগাইতে হয়। ৪।৫ দিনেই আরোগ্য হইতে পারে।

## তাম্র।

তামার জরি অথবা তামার খুব পাতলা পাত কিনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার তামা পটীতে ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়। ভাল তামা পাত করিয়া লইলেও হয়। তামার পাত বা জরি আধ পোয়া কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া লইয়া, গাই গরুর চোণার সঙ্গে মিশাইয়া ১ প্রহর ( ৩ ঘণ্টা ) কাল, আগুণের জ্বালে পাক করিবে। মেটে পাত্রে পাক করাই উচিত। তার পর বেশ করিয়া ধুইয়া জল শূন্য করিয়া লইবে। শেষে তামার দুই গুণ গন্ধকের গুঁড়া যে কোন প্রকার লেবুর রস দিয়া মাড়িয়া কাদার ন্যায় করিতে হইবে। তাহার সঙ্গে শোধন করা এবং কুটি কুটি করিয়া কাটা তামা উত্তমরূপে মিশাইয়া একটী গোলা তৈয়ার করিবে।

একটী ভাল হাঁড়ীর মধ্যভাগ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইয়া, হাঁড়ীর তলদেশে উক্ত গোলকটী রাখিয়া, একটি শরা দিয়া সেই গোলকটী আচ্ছাদন করিতে হইবে। শরার আর হাঁড়ীর সন্ধিস্থল ভাল আঠাল কাদা দিয়া লেপিয়া দিবে। তারপর সমস্ত হাঁড়ীটী ভাল বালি দিয়া পূরণ করিবে। হাঁড়ীর মুখেও একটি শরা রাখিয়া, হাঁড়ীর মুখের ও শরার সন্ধিস্থল আঠাল কাদা দিয়া লেপিয়া দেওয়া উচিত।

উক্তরূপে তৈয়ার করা হাঁড়ীটী চুলার উপর স্থাপন করিয়া, চারি প্রহরকাল তীব্র জ্বাল দিতে হইবে। চারি প্রহরকাল জ্বাল দেওয়া হইলে, আর জ্বাল দিবে না; কিন্তু হাঁড়ীটী চুলার উপরই রহিবে। আপনা আপনি শীতল হইলে হাঁড়ী নামাইয়া, হাঁড়ীর মধ্যস্থিত সমস্ত বালি নিঃশেষে উঠাইয়া লইবে। হাঁড়ী ও শরার সন্ধিস্থানের লেপটীও নিঃশেষে উঠাইতে হইবে, হাঁড়ীর মধ্যে বালি কি মাটির লেশ মাত্রও থাকিবে না। তারপর ঢাকা দেওয়া শরাটী উঠাইয়া তলস্থিত তামা গ্রহণ করিবে। একখানি লোহার খলে, লোহার দণ্ড দিয়া সেই তামা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, ওল

TIGHT BINDING

ছেঁচিয়া তাহার রস লইয়া, সেই রসের সঙ্গে মাড়িয়া আবার একটী গোলক বাঁধি
গোলকটী রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

একটি সুগোল ওলের মুখ কাটিয়া, মুখুটী রাখিয়া, ওলের অভ্যন্তরে উ
গোলকটীর স্থান হয় এরূপ একটি গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে গোলাটী রাখিয়া মুখুটী দি
মুখ বন্ধ করিবে। তারপর আঠাল কাদা দিয়া ওলটীর সর্ব্বত্র ২ আঙ্গুল
লেপ দিবে।

ভূমিতলে ২ হাত গভীর একটি গর্ত্ত খনন করিতে হইবে; গর্ত্তের মুখের
তিন হাত হওয়া চাই। সেই গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ ভাল ঘুঁটে দিয়া পুরাইয়া, মধ্যস্থ
লেপা ওলটী রাখিয়া, সেই স্থানে আগুণ দিবে তারপর সমস্ত গর্ত্তটী ঘুঁটে দি
পুরাইয়া দিবে।

সমস্ত ঘুঁটে নিঃশেষে পুড়িয়া গেলে, যে যন্ত্রটী পোড়াইতে দেওয়া হইয়াছি
সেটি সুশীতল হইলে, সাবধানে উঠাইয়া লইবে। তারপর যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থিত ত
গোলক বাহির করিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে—যদি ওল পোড়ার ছ
কিছু থাকে তাহা ফুঁ দিয়া কি পাখার বাতাস দিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, অ
যে টুকু তুঁতে হইয়া গিয়াছে সে টুকু বাছিয়া ফেলিবে। তদনন্তর ভস্মীভূত ত
লোহার খলে, লোহার ডাঁটি দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া কেয়াফুলের মধ্যস্থিত ধূলির
করিয়া লইবে। যদি লোহার খল না পাওয়া যায় তাহা হইলে একখানি পরিষ্
লোহার কড়ায় মাড়িয়া লইতে হইবে।

---

# প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

## বাহ্যার্শে।

শরীরের কোন স্থানে ক্ষুদ্র জলৌকামুখসদৃশ মাংসাঙ্কুর উদ্গত হইয়া, বে
রক্তস্রাব হইতে থাকে। ইহাকে বাহ্যার্শ কহে।

পেঁয়াজের খোসা ভস্ম ও পানের বোঁটা এই দুইটী দ্রব্য থু থু দিয়া বাটিয়া,
মাংসাঙ্কুরের মুখে লাগাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হয়। এবং ক্রমশঃ অঙ্কুর
বিলীন হইয়া যায়। যদি লোমকূপ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে, এই ঔষধ প্রয়ে
করিলে তাহাও বিদূরিত হয়।



## শিরঃশূলে।

সমুদ্র ফেন, কালজীরা, মুচুকুন্দ ফুল, সুল্‌টেবীজ, দারুচিনি, কর্পূর ও ঘৃষ্ট হরিণ
এই কয়েক দ্রব্য একত্র সুল্‌টে পাতার রস সহ উত্তমরূপে বাটিয়া কপালে, দুই
ও ব্রহ্মরন্ধ্রে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে শিরঃশূল বিনষ্ট হয়।
ঘৃষ্ট বকুল বীজ শস্য ও ঘৃষ্ট শ্বেত চন্দন এই উভয় দ্রব্য তকত্র মিশ্রিত করিয়া,
কে টানিলে ক্রূর শ্লেষ্মা, মাথাধরা প্রভৃতি ভাল হয়।

## শ্বাস কৃচ্ছ্র।

এক ছটাক কাঁচা হরিদ্রার রস মিছরি সহ অগ্নি সন্তাপে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ
ষ্ণ থাকিতে পান করিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাস কষ্ট দূর হয়।
কাঁচা হরিদ্রার রস সহ সোহাগার খৈ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শ্লেষ্মা তরল
ইয়া উঠিয়া যায়।

## সাধারণ অম্লপিত্ত ও কোষ্ঠ বদ্ধে।

অর্দ্ধসের জাঙ্গী হরীতকী পূর্ব্ব দিন প্রাতঃকালে প্রস্তর, কাচ কিম্বা মৃদ্ভাজনে
মজ্জন যোগ্য গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে গোমূত্র হইতে
রীতকীগুলি উঠাইয়া রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া পরিষ্কার শিলাতলে থেঁৎলাইয়া
ইবে। উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ⁄।০ এক পোয়া মৃৎ কটাহে রাখিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে
াল দিতে দিতে নিশ্চল, নিষ্ফেন ও বিরত শব্দ হইলে ঐ হরীতকীগুলি তাহাতে
ক্ষেপ করিয়া ভাজিবে। সাবধান যেন হরীতকীগুলি পুড়িয়া না যায়। উত্তম-
পে ভাজা হইলে, নামাইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাহাতে অর্দ্ধ চূর্ণিত যমানী ৪ তোলা,
চূর্ণিত সৈন্ধব লবণ ও বিট্ লবণ প্রত্যেক ২ তোলা এবং সুচূর্ণিত সোণামুখীর পাতা
তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত
ইলে কটাহ নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া শিশি পূর্ণ করিয়া
াখিয়া দিবে। সাধারণ অম্লপিত্তে ও কোষ্ঠবদ্ধতায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা
সিকি তোলা হইতে ॥০ অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। এই ঔষধ রুচি অনুসারে চর্ব্বণ
রিয়া কিম্বা পেষণ করিয়া জলে গুলিয়া সেব্য।

গজের কুটী
পোঃ, আঃ, নাওডাঙ্গা,
রঙ্গপুর।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।
কবিরাজ।

TIGHT BINDING

# পথ্য প্রকরণ।

## যব মণ্ড।

যব, সুবিদিত শস্য এবং যব নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। সুতরাং যবের স্বরূপ বর্ণনা অনাবশ্যক। সংবৎসরাতীত যব লঘু পথ্য কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইলে পথ্যরূপে ব্যবহার করা চলে না।

যবে জল মাখিয়া, ঢেকীতে বা উদূখলে খুসিলে খোসা ছাড়াইয়া যায়। তারপর রৌদ্রে শুকাইয়া ঝাড়িয়া লইলে খোসা উড়িয়া যায়, যবের চাউল অবশিষ্ট থাকে।

ঈষৎ কুট্টিত যবের চাউল ৵০ আধ পোয়া, /২ দুই সের জলের সঙ্গে পাক করিতে হইবে। এক পোয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এইরূপে প্রস্তুত করা মাড়ের নাম যব-মণ্ড।

প্রয়োজনোপযোগী নির্ম্মল জল মিশাইয়া যবের মণ্ড তরল করিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে কাগজি লেবুর রস এবং মিছরি বা ইক্ষুচিনি মিশাইয়া পথ্য দেওয়া যায়।

যবের মণ্ড—পিত্তজ্বরে, বাতপিত্তজ্বরে এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে অতি সুপথ্য। ব্রণ অর্থাৎ ক্ষতরোগে যবের মণ্ডের ন্যায় সুপথ্য অতি দুর্লভ। পাতলা যবের মণ্ড দাহঘ্ন ও পিপাসা নাশক।

## যব-পটোল।

ঈষৎ কুট্টিত যবের চাউল ৵০ আধ পোয়া, পটোল পত্র দুই তোলা /১ এক সের জলের সঙ্গে পাক করিয়া ৵০ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া পান করিলে, পেটজ্বালা, বিবমিষা অর্থাৎ বমনপ্রবৃত্তি, দাহ এবং তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। পিত্তজ্বরে যব-পটোল হিতকর।

## মুগের যূষ।

সোণামুগ কলাই রৌদ্রে শুকাইয়া যাঁতায় ভাঙ্গিয়া ডাইল প্রস্তুত করিবে। উত্তম রূপে সেই ডাইলের খোসা উঠাইয়া লইতে হইবে। প্রয়োজনানুরূপ জল দিয়া ডাইল সিদ্ধ করত, কাপড়ে ছাকিয়া যূষ গ্রহণ করিতে হয়। সৈন্ধব এবং কাগজি লেবুর রসযোগে মুগের যূষ ব্যবহার করা যাইতে পারে।



উদরাময় সংসৃষ্ট জ্বর ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরে মুগের যূষ পথ্য দেওয়া যায়।

সোণামুগ কলাই ভিজাইয়া রাখিবে। অঙ্কুরোদ্গত হইলে নিরাম জ্বরে পথ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

---

# পিত্তের ব্যবহার।

ভারতবর্ষে অনেক জন্তুর পিত্ত ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল রোগে রক্ত বা যকৃৎ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় সেই সকল স্থলে বহুকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা ঔষধের সহিত পিত্ত ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। অনেক বীর্য্যবান্ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে রোহিত মৎস্য, মহিষ, ছাগ, ময়ূর এবং বন্য শূকরের পিত্ত ব্যবহার করিবার বিধি আছে। এই পাঁচ প্রকার পিত্তকে পঞ্চ-পিত্ত কহে। "রসরত্ন সমুচ্চয়" নামক গ্রন্থে মহামতি বাগ্‌ভট কৃষ্ণ সর্পের পিত্ত ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে সর্পদষ্ট রোগীকে ময়ূরের, মার্জ্জারের, নকুলের, রোহিত মৎস্যের, এবং মহিষের পিত্ত, অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। হিন্দুরা সর্পবিষ এবং অন্যান্য উপাদানের সহিত নানাপ্রকারই পিত্ত মিশাইয়া অনেক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। পিত্ত মিশ্রিত করিলে সর্পবিষের বিষক্রিয়া অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

**পিত্তের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের বিধি**—মরিচ কিম্বা পিঁপুল রোহিত মৎস্য কিম্বা ছাগের পিত্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রের উত্তাপে রাখিলে পিত্তের জলীয়াংশ বাষ্প হইয়া চলিয়া যায় এবং কঠিন অংশ মরিচ বা পিঁপুলে লাগিয়া রহে। এই পিত্ত সংযুক্ত মরিচ বা পিঁপুল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া এক রতি কি দুই রতি মাত্রায় দুগ্ধের সহিত আহান্তে ব্যবহার করিলে যকৃৎ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বিলাত হইতে পিত্তের চাক্তি (Tabloid) আইসে, এই Tabloid গুলিতে Keratin (কিরেটীন) নামক এক প্রকার আবরণ থাকে। এই Keratin কিম্বা Salol (স্যালল্) নামক ঔষধের আবরণ থাকিলে পিত্ত আমাশয়ে (Stomachএ) বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় না। পক্বাশয়ে উপস্থিত হইলে পিত্তের আবরণ দ্রবীভূত হয়। এবং পিত্ত পক্বাশয়ের Alkaline (ক্ষারযুক্ত) স্রাবে মিশ্রিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ক্রিয়া করে। আমার বিশ্বাস যে, বিলাতী পরিষ্কৃত শূকর বা বলীবর্দ্দের পিত্তের পরিবর্ত্তে টাট্‌কা রোহিত মৎস্য বা ছাগের পিত্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানে ব্যবহার করিলেও বেশ সুফল পাওয়া যায়।

**জ্বরে পিত্তের ব্যবহার**—অনেক চিকিৎসকেরা জানেন যে, ভারতবর্ষের অনেক কঠিন জ্বরেই যকৃতের দোষ ঘটে। এই সকল জ্বরে চক্ষে প্রায়ই কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ পরিলক্ষিত হয়। এবং এই সকল জ্বরগ্রস্থ-রোগিগণ প্রায়ই পিত্তজনিত গাত্রদাহে কষ্ট পায়। এই সকল জ্বরে এবং এতদ্ব্যতীত যে সকল জ্বরে পিত্তের স্রাব ভালরূপ হয় না। সেই সেই স্থলে আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিত্ত ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। পিত্ত ঘটিত ঔষধ ব্যবহার কালীন রোগীকে স্নান করাইলে এবং অন্য শীত ক্রিয়া করাইলে ফল লাভ হয়। এই সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ উক্ত আছে—

যে রসাঃ পিত্ত সংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বত্র শম্ভুনা।
জল সেকাবগাহাদ্যৈবলিনস্তে তু নান্যথা॥
রস জনিত বিদাহে শীত তোয়াভিষেকো
মলয়জ ঘনসারালেপনং মন্দবাতঃ।
তরুণ দধি সিতাঢ্যং নারিকেলীফলাম্ভঃ
মধুর শিশির পানং শীত মন্যচ্চ শস্তম্॥

অনেক যকৃৎ সংক্রান্ত রোগে পিত্তের নিঃসরণ ভাল হয় না, অথবা পিত্ত নিঃসরণ মার্গে শ্লেষ্মা জমিলে পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়া বাধা পায়। পিত্ত পক্বাশয়ে (Small Intestinesএ) আসিতে না পাইলে সেই পিত্ত সর্ব্বাঙ্গে রক্তের সহিত ব্যাপিয়া পড়ে। এই জন্য চক্ষুতে এবং গাত্রে হরিদ্রাবর্ণ পরিলক্ষিত হয়। পক্বাশয়ে পিত্ত না আসিলে বা কম পরিমাণে আসিলে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। মলে পীতবর্ণ পরিলক্ষিত না হইয়া মৃত্তিকারবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি পিত্তের অভাব জনিত অনেক বর্ণ দেখা যায়। পক্বাশয়ে পিত্তের অভাব হইলে দুগ্ধ, বসা, প্রভৃতি পদার্থ পরিপাক পায় না এবং পিত্তের লবণ নিবারক যে শক্তি আছে, তাহার অভাবে উদরাভ্যন্তরে অত্যন্ত দুর্গন্ধ গ্যাস্ উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জন্য মলেও অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। যে সকল রোগে পক্বাশয়ে এইরূপ পিত্তের অভাব জনিত লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়, সেই সেই স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিত্ত ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আধুনিক দেহ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়া বর্দ্ধন করিতে হইলে পিত্তের Salt আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে যেরূপ পিত্ত নিঃসরণ হয় এইরূপ কোন ঔষধেই হয় না। পিত্ত প্রয়োগ করিলে দুগ্ধ বসা তৈল প্রভৃতি পদার্থ পরিপাক



প্রাপ্ত হয় এবং কোষ্ঠ বদ্ধতা দূর হয়। পক্বাশয়ে লবণ নিবারণ করিবার শক্তি পিত্তে বিশেষরূপে আছে। পিত্ত জনিত Remitent fever দূর করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদে উদকমঞ্জরী রসের ন্যায় পিত্ত ঘটিত অনেক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। উদকমঞ্জরী রসের ন্যায় পিত্ত ঘটিত ঔষধ সেবনে রোগীর যদি অত্যন্ত গাত্রদাহ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শীত ক্রিয়া করিতে হয়, অর্থাৎ অঙ্গে তিল তৈলাদি মর্দ্দন, মস্তকে শীতল জল সেচন নারিকেল জল পান প্রভৃতি ব্যবস্থা করিতে হয়।

## যকৃৎ রোগে পিত্তের ব্যবহার।

ডাক্তার Richardson লিখিয়াছেন পিত্ত ঘনীভূত হইয়া যে অশ্মরী হয় সেই অশ্মরী দ্রবীভূত করিতে পিত্ত হইতে প্রাপ্ত লবণই (Salt) শ্রেষ্ঠ। যকৃতের ক্রিয়া উত্তেজিত করিতে এবং রক্ত পরিষ্কার করিতে পিত্তের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। ভারতবর্ষে অনেক শিশু, যকৃৎ রোগে মারা পড়ে; অনেক স্থলে অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ পানই এইরূপ বিপদ সংঘটন করে। পীড়িত গাভীর দুগ্ধ বা পীড়িত মাতার দুগ্ধ বা ফুঁকো দেওয়া দুধ পান করাইলে বালকের প্রথমে অম্লপিত্ত রোগ জন্মায়। দুগ্ধ ভালরূপ পরিপাক না পাইলে, আমাশয়ে দুগ্ধ উৎসিক্ত (Farmented হইয়া Lactic Acid, Butyric Acid প্রভৃতি Acid জন্মায়। প্রথমে এই সব Acid নির্গত করিবার জন্য প্রকৃতি শিশুটীর বমি (দুধ তোলা) এবং উদরাময় উৎপাদন করে। প্রকৃতির এই সকল চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া যদি শিশুর অত্যন্ত দুগ্ধ সেবন না বন্ধ করা হয়, তাহা হইলে, পরিপাক না হইবার জন্য যে সকল বিষ উৎপন্ন হয় সেই সকল বিষ যকৃৎ মধ্যে প্রবেশ করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ যকৃতে প্রবেশ করিয়া ঘোর যকৃৎ রোগ উৎপাদন করে। অতিরিক্ত সুরা পান করিলে কিম্বা অত্যন্ত ম্যালিরিয়ার বিষ যকৃতে প্রবেশ করিলে যেরূপ যকৃৎ রোগ হয়, শিশুদের দুগ্ধ জীর্ণ না হইলেও সেই জাতীয় বিষ যকৃৎ প্রদাহ উৎপাদন করে। শিশুর অজীর্ণ হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারা অতি সহজ। দুগ্ধ বমন করিলে তাহাতে টক্‌গন্ধ এবং মলে দুগ্ধের ছানা এবং টক্‌গন্ধ থাকিলে বুঝা উচিত যে শিশুর পরিপাক শক্তি বিকৃত হইয়াছে। আমি শিশুদিগের এবং বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যাবা (Jaundice) হইলে পিত্তের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাই। মলের বিকৃত বর্ণ দেখিলে যকৃতের ক্রিয়া বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃত ভাব দেখিলে ছাগের কিম্বা রোহিত মৎস্যের পিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

## হিক্কা ও শ্বাসরোগে পিত্তের ব্যবহার।

অনেকেরই জানা না থাকিতে পারে যে হাঁপানি কাসী এবং হিক্কারোগে পিত্তের অদ্ভুত আক্ষেপ নিবারক শক্তি আছে। হাঁপানি কাসীর আক্ষেপ নিবারণ করিবার জন্য আমি ৮।১০ ফোঁটা ছাগের পিত্ত কলার ভিতর করিয়া রোগীকে ব্যবহার করাই। এই পিত্ত সেবন করিবার অল্পক্ষণ পরেই রোগী আক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থবোধ করে। Campbell Hospitalএ একটি রোগী হাঁপানী কাসীর কষ্টে মৃতপ্রায় অবস্থায় আনীত হয়, তখন রোগী অচৈতন্য অবস্থায় ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ একটি ছাগের পিত্ত-স্থলীতে যতটুকু পিত্ত ছিল, ততটুকু তাহাকে জলের সহিত সেবন করাইয়া দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার আক্ষেপ দূর হইল এবং ৮ ঘণ্টা পরে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তাহার পরদিন দেখি তাহার কোনই শ্বাস কষ্ট নাই। আশা করি আমার এই প্রবন্ধ পাঠে অনেকেই হাঁপানি কাসীতে (Asthmaতে) পিত্ত ব্যবহার করিয়া তাহার উপকারিতা জনসাধারণকে উপদেশ দিবেন।

হিক্কারোগেও পিত্তের ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। একটি রোগী ১৪ দিন হিক্কায় কষ্ট পাইতে ছিলেন, আমি তাহাকে একখণ্ড পাকা কলার ভিতর করিয়া পিত্ত সেবন করিতে দেই। এক ঘণ্টার মধ্যে ইহার হিক্কা সারিয়া যায়।

## মেদোবৃদ্ধি রোগে পিত্তের উপকারিতা।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা আবিস্কার করিয়াছেন যে পিত্তের Salt (লবণ) মেদো-বৃদ্ধির বিশেষ উপকার করে। অনেকে মেদোবৃদ্ধিরোগে ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি মেদোবৃদ্ধির ভয়ে ত্যাগ করেন। এইরূপ ত্যাগ করা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয়। আমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে ঘাস বা খড় এবং জল সেবন করিয়া গাভী হৃষ্ট হয় ও দুগ্ধ প্রদান করে। খড় এবং জল হইতে গাভীর অন্ত্রে বসা এবং দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। খড় এবং জল হইতে কোন বৈজ্ঞানিক কতটুকু দুগ্ধ বা বসা বাহির করিতে পারেন ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ মাংস ভক্ষণ করিলেও তাহাদের সপ্ত ধাতু কিরূপে বর্দ্ধিত হয়? তাহারা ভাত বা চিনি না খাইলেও তাহাদের দেহ পুষ্টিবর্দ্ধনের উপযোগী চিনির অংশ পাওয়া যায় Diabetes রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকেও কেবল মাংস খাওয়াইয়া রাখিলে তাহার প্রস্রাবে চিনি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাতে বোধ হয় যে তৃণ বা মাংসভোজি-জীবগণেরও তৃণ ও মাংস হইতে সপ্ত ধাতু প্রস্তুত হইতে পারে সুতরাং মেদ দূর করিবার জন্য ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি পদার্থ



সম্যক পরিত্যাগ করিবার কিছু আবশ্যক নাই। শরীরের পাচক শক্তি বর্দ্ধন করিয়া মেদোধাতুর সাম্য ও সামর্থ্য রক্ষা করা উচিত। রীতিমত ব্যায়াম বা পরিশ্রম করিলে মেদ জন্মাইতে পারে না। পিত্তের আভ্যন্তরিক ব্যবহারে শরীরে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এবং সেই অগ্নির প্রভাবে মেদঃ ক্ষয় হইয়া যায়। পিত্তের ব্যবহারে শরীরে যে পিত্তের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং তজ্জন্যই রোগীকে শীত ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিতে হয়। Thyroid Glandএর নির্য্যাস মেদ বৃদ্ধিতে সেবন করাইলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। চিনি এবং মধু এক রাসায়নিক উপাদানে প্রস্তুত হইলেও মধুর মেদ হ্রাস করিবার শক্তি আছে, চিনির সে শক্তি নাই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পিত্ত এবং পিত্ত ঘটিত ঔষধ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইত। আশা করি আমার এই প্রবন্ধ পাঠে চিকিৎসকমণ্ডলী পিত্তের ব্যবহার করিয়া হাঁপানি, কাসি, হিক্কা, ন্যাবা (কামলা) রোগ প্রভৃতিতে কিরূপ ফলাফল হয় তাহা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রকাশ করিবেন। অল্প পরিমাণে পিত্ত ঔষধরূপে ব্যবহার করিলেও, সেই পিত্ত যকৃতে গমন করিয়া স্বাভাবিক পিত্তের স্রাব করায়। স্বাভাবিক পিত্তের নিঃসরণ যদি কোন কারণে হ্রাস পায় সেই স্থানে পিত্তের ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ধাতু ভস্ম করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদে ময়ূর পিত্তের ব্যবহার আছে। পিত্তের প্রভাবে যখন ধাতু সকল ভস্মীভূত হয় তখন যে সেই পিত্তের প্রভাবে পাচকাগ্নি প্রদীপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্, ডি।

---

# স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানতত্ত্ব।

## খাদ্য।

যে সমস্ত বস্তু শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীরের কোন না কোন অংশকে পুন-র্নির্ম্মাণ অথবা ইহার জীবনী শক্তিকে উত্তেজিত করে, সেই সমুদয় বস্তুকে খাদ্য বলা যায়। ঔষধ শরীরকে পুষ্টি প্রদান করে না, ইহা কেবলমাত্র জীবনীশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি অথবা উত্তেজিত করিয়া দেহ মধ্যে নিজ গুণ প্রকাশ করে। তবে অনেক দ্রব্য এরূপ

আছে যাহারা খাদ্য এবং ঔষধ উভয়েরই কার্য্য করে, সেই সমুদয়কে খাদ্য মধ্যে পরিগণিত করা যায়। খাদ্য এবং শরীর উভয়েই সমান উপাদানে নির্ম্মিত। আমরা পীড়িত হইলে যখন অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, তখন নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া শরীরের রক্ত, মাংস, অস্থি ইত্যাদি পুনঃ প্রাপ্ত হই। যদ্যপি খাদ্য মধ্যে শরীরের পুষ্টিকর দ্রব্য না থাকিত, তাহা হইলে উহা কখনই শরীরকে বলবান্ করিতে পারিত না। ঔষধ শরীরের গঠনাদির পুনর্নির্ম্মাণ বা পুষ্টি প্রদান করিতে পারে না। ইহা কেবলমাত্র জীবনীশক্তিকে ভাবান্তর করে। কখন বা শরীর মধ্যে কোন উপাদান প্রদান করিয়া থাকে, যেমন লৌহ ঘটিত ঔষধ রক্তের লোহিত রেণু উৎপাদন করে।

এক প্রকার খাদ্য হইতে দেহের আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। শৈশবের আহার মাতৃ দুগ্ধের তুল্য দ্রব্য অতি বিরল, যাহা দ্বারা বয়স্ক হইলেও দেহের সর্ব্ব অভাব পূর্ণ হইতে পারে। যাহা হউক জগতে নানাবিধ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। মনুষ্য কেবল তাহার নিজ পরিশ্রমে অশেষবিধ দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া ভোজন করিলে শরীরের সকল অভাব মোচন করিতে পারে। সকল খাদ্যই যে রাসায়নিক গুণে পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করে এমন নহে, অনেক খাদ্য এরূপ আছে যে তাহারা সমভাবে দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। খাদ্য নানাবিধ, যাহাতে শরীরের একটীমাত্র অভাব মোচন হয় তাহাকে সামান্য খাদ্য বলা যায়, আর যাহার দ্বারা বহু অভাব মোচন হইয়া থাকে তাহাকে উৎকৃষ্ট আহার বলা যায়। যে খাদ্য অতি সত্বরে পরিপাক হইয়া শরীরের জীবনী শক্তিকে বৃদ্ধি বা শরীরের পুষ্টি-সাধন করে তাহারাও উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া গণ্য হয়।

আমরা উদ্ভিদ ও জীব হইতে খাদ্য গ্রহণ করি। যে শ্রেণী হইতে যে দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সেই শ্রেণী নামেই প্রচলিত হয়। আমিষ ও নিরামিষ এইরূপে শ্রেণী বদ্ধ হইয়াছে। লবণ প্রভৃতি ভূমি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে পার্থিব বলা যায়,—জল প্রভৃতি আপ্য পানীয়।

খাদ্য মধ্যে যে যে বস্তু আছে, মৃত্তিকা ও বায়ুতেও সেই সেই বস্তু প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু আমরা মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে শরীরোপযোগী দ্রব্য সমুদয় গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের দেহ এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে, জীব জন্তু রক্ত মাংসে অথবা উদ্ভিজ্জাদির রসাদিতে রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য আহার করিলে দেহ রক্ষার সম্ভাবনা নাই। আমাদের পরিপাক যন্ত্রের দ্বারা আমিষ ও নিরামিষ বস্তু সকল নানা প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক প্রভাবে ভাবান্তরিত হইয়া শরীরের রস, রক্ত, মাংস, অস্থি আদি বৃদ্ধি করে। যদ্যপি আমাদের পরিপাক যন্ত্র বৃক্ষাদির



ন্যায় মৃত্তিকা বা বায়ু হইতে সার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত তাহা হইলে আমাদের আমিষ বা নিরামিষ আহার আবশ্যক হইত না।

শরীরের সর্ব্ব অংশেই নাইট্রোজন নামক বায়বীয় দ্রব্য আছে। আমরা যে বায়ু মধ্যে বাস করি ইহাতেও এই নাইট্রোজন নামক বাষ্প অধিক, এমন কি ৫ ভাগের মধ্যে প্রায় ৪ ভাগ নাইট্রোজন আছে। কিন্তু এ নাইট্রোজন শরীরের কোন প্রকার অভাব মোচন করিতে পারে না। শরীর মধ্যে এমন কোন যন্ত্র নাই যাহার দ্বারা বায়ু হইতে এই নাইট্রোজন বাষ্প গ্রহণ করিয়া তাহার অভাব মোচন করে।

তবে কোথা হইতে আমাদিগের দেহ নাইট্রোজন প্রাপ্ত হয়? কি আমিষ, কি নিরামিষ, এই দুই শ্রেণীর খাদ্য মধ্যে অনেক দ্রব্য আছে, যাহাদের নাইট্রোজন বাষ্প একটি উপাদান। এই সমস্ত বাষ্প শরীর রক্ষক বা পুষ্টি প্রদায়ক; ইহারা শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদয় অংশকে নাইট্রোজন বিশিষ্ট দ্রব্যের রক্ষিত, বর্দ্ধিত ও পূর্ণ করে। এই খাদ্যের নাম "নাইট্রোজিনস্" কারণ ইহাদের মধ্যে নাইট্রোজন গ্যাস্ আছে।

আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে আর এক শ্রেণীর বস্তু আছে; তাহারা দেহ মধ্যে নাইট্রোজন প্রদান করিতে পারে না। সেই জন্য দেহের কোন অংশ তাহাদের দ্বারা উৎপত্তি বৃদ্ধি বা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাদের নাম "নন-নাইট্রোজিনস্" অর্থাৎ নাইট্রোজন রহিত। ইহারা শরীর মধ্যে চর্ব্বি প্রদান করে, এই কারণে ইহাদের বিশেষ আবশ্যক হয়। দ্বিতীয়ত ইহারা শরীরের তাপ উৎপাদন করে এই জন্য ইহাদের কতকগুলির নাম তাপোৎপাদক।

এক্ষণে আমরা খাদ্য সমুদয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

১। আমিষ বা জান্তব
২। ঔদ্ভিজ্য
৩। পার্থিব
৪। জল প্রভৃতি আপ্য

১। প্রাণী হইতে যে সমস্ত খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাদের নাম আমিষ।

২। উদ্ভিদ হইতে যে সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারা ঔদ্ভিজ্য।

৩। পৃথিবী হইতে যে সমুদয় গ্রহণ করা যায় তাহাদের পার্থিব কহে যথা;—লবণ ইত্যাদি।

৪। জল প্রভৃতি আপ্য।

## আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য দুই প্রকার।

১। নাইট্রোজমস অর্থাৎ নাইট্রোজন বিশিষ্ট।

২। নন নাইট্রোজিনস্—নাইট্রোজন রোহিত।

এক্ষণে নন নাইট্রোজিনস্ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা আছে এবং তাহারা কোন নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে কি না তাহা জানা আবশ্যক। ইহারা তিন শ্রেণীতে পৃথক।

১। নাইড্রোকারবন—বা চর্ব্বির শ্রেণী।

২। কারবো হাইড্রেট—বা চিনির শ্রেণী।

৩। মদ্যাদি।

১। প্রথম শ্রেণীতে অতি অল্প মাত্রায় অম্লজান বায়ু এবং জলজান ও অঙ্গার আছে। চর্ব্বি সকল এই শ্রেণী ভুক্ত; যাহারা হাইড্রোকারবন্ স্মরণ রাখিতে ভার বোধ করিবেন, তাঁহারা "চর্ব্বির শ্রেণী" মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

২। দ্বিতীয়তঃ চিনি গঁদ ( Starch ) মণ্ড ইত্যাদি আছে, ইহা অঙ্গার, জলজান ও অম্লজানে প্রস্তুত; জলজান ও অম্লজান ইহার মধ্যে এরূপ পরিমাণে আছে যে উভয়ের মিলনে জল হয়। যদ্যপি কোন রসায়নিক ক্রিয়ায় ইহার জলজান ও অম্লজান একত্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে অঙ্গার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। প্রথম শ্রেণীতে অঙ্গার, জলজান ও অম্লজান আছে সত্য; কিন্তু অম্লজানের পরিমাণ অতি অল্প।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর মদ্যাদি ইহারা উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিতি করে সত্য; তথাপি কাহার সহিত তুল্য নহে। উদ্ভিদাম্ল, উদ্ভিদরস ইত্যাদি এই শ্রেণীতে আছে। ইহাদের রাসায়নিক উপাদান অতি সূক্ষ্মরূপে প্রভেদ মাত্র, এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। ক্রমশঃ—

শ্রীসফিউদ্দিন আহম্মদ।

---

# আর্দ্রক—শুণ্ঠী।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

বৃষণ-বাতে আর্দ্রক—কাচা আদা ২ ভরি এবং এরণ্ড অর্থাৎ ভেরেণ্ডা মূলের ফাঁচা ছাল ২৷৷০ ভরি এক সঙ্গে উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে। পিষ্ট-কল্ক এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া ভাল আটাল কাদার লেপ দিবে। ভূমিতলে ঘুঁটে বিছাইয়া তদুপরি কর্দ্দমলিপ্ত গোলকটী রাখিয়া অগ্নি সংযোগ করত ঘুঁটে দিয়া গোলকটী আচ্ছাদন করিয়া দিবে। অগ্নি সন্ধুক্ষিত হইলে, যখন দেখিবে যে মৃত্তিকার লেপ কঠিন হইয়াছে তখনই গোলকটী নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া গেলে পুটাভ্যন্তর হইতে কল্ক বাহির করিয়া ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। সেই রস ২ তোলা, মধু অর্দ্ধ তোলা এক সঙ্গে মিশাইয়া পান করিলে বৃষণ বাত আরোগ্য হয়। বৃষণ-বাত—বৃষণ বা ফলকোষের চলিত নাম অণ্ডকোষ প্রভৃতি। প্রকুপিত বায়ু বৃষণ আশ্রয় করিলে, অণ্ডদ্বয়ে বেদনা ও শূলবোধ হইতে থাকে, দাঁড়াইলে কি জানুদ্বয়ে ভর করিয়া বসিবে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়; উত্তানভাবে ( চিৎ হইয়া ) শুইয়া থাকিলে কিছু সোয়াস্তি পাওয়া যায়। প্রায়ই অধিক পরিমাণে শুক্রক্ষয়ে এই রোগে জন্মে। এই রোগের নাম বৃষণ বাত।

আদার স্বরস ও মধু এক সঙ্গে পান করিলে সর্দ্দি ও কাস প্রশমিত হয়।

আদার স্বরস ও সৈন্ধব এক সঙ্গে মিশাইয়া পান করিলে অজীর্ণ রোগ নষ্ট হয়।

চিকিৎসকগণ তরুণ জ্বরের সামাবস্থায় আদার সহিত তুলসী পত্র বা বিল্ব পত্র ছেঁচিয়া স্বতন্ত্ররূপে বা অন্য ঔষধের অনুপানার্থ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অস্থিসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে অর্থাৎ মচ্‌কাইয়া কি মোচড়াইয়া গেলে আদা ও খোসা ছাড়ান পেঁয়াজ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার লাভ হয়।

অতীসার রোগে নাভিকূপে আদার স্বরস প্রয়োগ—কাঁচা আমলকী অভাবে জলসিক্ত শুষ্ক আমলকী উত্তমরূপে বাটিয়া তদ্দ্বারা নাভিকূপের চারিপার্শ্বে আলবাল অর্থাৎ আলি রচনা করত, আদার স্বরস দ্বারা নাভিকূপ পূরণ করিয়া রাখিয়া দিবে। দিবসে দুই তিনবার এইরূপভাবে আদার স্বরস প্রয়োগ করিলে, দুর্ব্বার অতীসার রোগ প্রশমিত হয়।

**কর্ণশূলে আদার রস প্রয়োগ**—কর্ণশূল অর্থাৎ কাণ কামড়ানি রোগে আদার স্বরস, মধু, সৈন্ধব এবং তিলের তৈল একত্র মিশাইয়া অঙ্গারাগ্নিতে ঈষৎ তপ্ত করিয়া কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

আদার স্বরস ১ ভরি, তিল তৈল ১ ভরি, মধু আধ ভরি এবং সৈন্ধব চূর্ণ ৬ রতি এক সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হইবে।

বল্কা দুগ্ধ ২৷৷০ তোলা, আদার স্বরস ১ তোলা এক সঙ্গে মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ নস্য লইলে শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

ক্রমশঃ—

---

# আমলকী।

আমলকী অতি প্রসিদ্ধ ফল। এই ফল এ দেশের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং সকলেরই সুপরিচিত, সুতরাং ইহার স্বরূপ বর্ণনা অনাবশ্যক। ধাত্রী আমলকীর অপর একটী সুপ্রসিদ্ধ নাম; বাঙ্গালার অনেক স্থলে আমলকীকে আমলা বলে।

ভুটান দ্বারে, আসাম অঞ্চলে, জলপাইগুড়ির জঙ্গলে এবং ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বভাবতঃ বিনা চাষে, আমলকীর গাছ বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; নিম্ন বঙ্গে এই গাছ যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিয়া বর্দ্ধন করিতে হয়।

সর্ব্বত্রই ছোট ও বড় আকারের আমলকী জন্মিতে দেখা যায়। কাশী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ভূরিষ্ট পরিমাণে বড় বড় আমলকী জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশেও স্থানে স্থানে বড় আমলকী ফলিতে দেখা যায়।

আমলকীর আস্বাদ কষায়াম্ল মধুর। তবে কোন কোন আমলকী কষায়রস বহুল, কোন প্রকার অম্ল ভূয়িষ্ঠ এবং আমলকী বিশেষের আস্বাদ কষায়াম্লানুগ স্পষ্ট মধুর। শেষোক্ত প্রকার আমলকী ঔষধার্থে অতি প্রশস্ত।

হরীতকীর সমস্ত গুণই আমলকীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ আমলকী শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক, পিত্ত-প্রশমক ও কফঘ্ন।

আমলকীর স্বরস মৃদু বিরেচক, পিপাসাঘ্ন, মধুমেহে অত্যন্ত হিতকর, দাহনাশক ও সমস্ত প্রমেহ রোগে হিতকর।

আমলকী, বহেড়া ও হরীতকীর মিলিত নাম ত্রিফলা। এক শিকি হরীতকী চূর্ণ, দুই শিকি বহেড়া চূর্ণ ও ১ ভরি আমলকী চূর্ণ মিশাইয়া প্রত্যহ জলের সঙ্গে গুলিয়া পান করিলে জরাব্যাধি প্রশমিত হয়।



আমলকী ঘটিত অনেকগুলি ঔষধ নানাপ্রকার উৎকট রোগে সুফল প্রদান করে। সেই সকল ঔষধের মধ্যে আমলকী খণ্ড, ধাত্রী লৌহ ও চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধ অতি প্রসিদ্ধ। ক্রমশঃ সেই সমস্ত গুণবদ্ ঔষধের প্রস্তুতি বিধি, ক্রিয়া এবং প্রয়োগ প্রণালী কথিত হইতেছে।

## আমলকী খণ্ড।

যে কুষ্মাণ্ড, চালকুমুড়া ও ছাঁচিকুমুড়া নামে প্রসিদ্ধ তাহাই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। সুপক্ক ও এক বৎসর অধিক কালের কুষ্মাণ্ড সংগ্রহ করিয়া আদৌ খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে। তারপর সেই কুমুড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বীজগুলি পৃথক্ করিয়া ফেলিবে; যাহাকে কুমুড়ার বুকা বলে তাহাও বাদ দিবে। অবশিষ্ট অংশ উপযুক্ত মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া কাষ্ঠের আগুণের জ্বালে পাক করিতে হইবে। আবশ্যক বুঝিলে, কিছু জল দিয়া পাক করিতে হয়। যখন কুমুড়ার খণ্ডগুলি সুসিদ্ধ হইয়া কোমল হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে সিদ্ধ কুমুড়াগুলি, দৃঢ় বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া চাপিয়া চাপিয়া জলশূন্য করিতে হইবে। কুমুড়া ছাঁকিবার সময় যে জল বাহির হইবে তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া দিবে।

জলশূন্য সিদ্ধ কুষ্মাণ্ড পরিষ্কার শিলাতলে, পরিষ্কার নোড়া দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করত রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুকাইয়া লইতে হয়।

সিদ্ধ, নিষ্পীড়িত এবং রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শোষিত কুষ্মাণ্ড শস্য ৫০ পল অর্থাৎ ২০০ তোলা ওজন করিয়া লইবে। তারপর মেটে খুলিতে /২ সের টাট্‌কা গব্য ঘৃত রাখিয়া মৃদু মৃদু আগুণের জ্বালে পাক করিবে। ঘৃত যখন নিষ্ফেন ও নিশ্চল হইবে এবং ঘৃত হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকিবে তখন তাহাতে উক্ত ৫০ পল কুষ্মাণ্ড শস্য দিয়া তাড়ু দ্বারা অনবরত সঞ্চালন করিবে। যে সময় কুষ্মাণ্ডের বর্ণ মধুর ন্যায় হইবে তখন তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব দিয়া পাক করিতে হইবে। দ্রব্য যথা—আমলকীর রস /৪ সের প্রাগুক্তভাবে রক্ষিত কুষ্মাণ্ড রস /৪ সের এবং চিনি /৬৷০ সের এক সঙ্গে মিশাইয়া ছাঁকিয়া রাখিতে হয়। এই দ্রব পদার্থের সঙ্গে উক্ত কুষ্মাণ্ড শস্য পাক করিতে থাকিবে। এদিকে পেঁপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, জীরাচূর্ণ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ১৬ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, তালীশপত্র চূর্ণ ২ তোলা, ধনিয়া চূর্ণ ২ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ২ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ২ তোলা, এলাচ চূর্ণ ২ তোলা,

নাগকেশর ফুলের রেণু চূর্ণ ২ তোলা এবং মুথা চূর্ণ ২ তোলা এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিবে।

পূর্ব্বোক্ত ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ড শস্য কথিত দ্রবযোগে পাক করিতে করিতে যখন ঘন হইয়া আসিবে, তখন অতি মৃদু জ্বালে পাক করিবে। যখন সমুদয় দ্রব্য পিণ্ডীভূত হইবে এবং সেই পিণ্ডবৎ পদার্থের পাশে ঘি দেখা দিবে সেই সময়ে নামাইয়া পেঁপুল প্রভৃতির মিশ্রীকৃত চূর্ণ তাহাতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া দিবে এবং তাড়ু দ্বারা অনবরত সঞ্চালন করিয়া সমস্ত চূর্ণ সম্যক্ প্রকারে মিশাইয়া লইবে। তৎপর উপযুক্ত ভাজনে রাখিয়া দিবে।

খণ্ডামনকের মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা। বল্‌কা দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করিতে হয়।

## খণ্ডামলক অম্লপিত্তের ভাল ঔষধ।

ভরসা করি আধুনিক অম্লপিত্ত গ্রস্থ রোগিগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন। শূল প্রভৃতি রোগেও ইহার সুফল অতি প্রসিদ্ধ। রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহার করা যায়। অধিকন্তু এই ঔষধ বল বীর্য্য বর্দ্ধক।

**ধাত্রী-লৌহ।**—আমলকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ ১৬ তোলা একত্র মিশাইয়া আমলকীর স্বরসে অভাবে কাথে ৭ বার ভাবনা দিতে হইবে। যে পরিমাণ রসে বা কাথে ঔষধ সম্যক্ গুলিয়া যায় প্রতিবারে সেই পরিমাণ দ্রব দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে আর রৌদ্রে শুকাইবে। একটী ভাবনা শুকাইয়া গেলে, ঔষধ চূর্ণ করত আবার ভাবনা দিবে। ছয়বার এইভাবে ভাবনা দিবে। সপ্তম ভাবনায় দ্রব সম্যক্ শুষ্ক হইতে দিবে না। ভাবনা শুকাইয়া আসিলে দ্রবাংশ কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করত বটী বাঁধিবার উপযোগী করিয়া লইয়া ১০ রতি পরিমিত বটী বাঁধিয়া শুষ্ক করত যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিবে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের প্রথম গ্রাসের, মধ্য গ্রাসের ও শেষ গ্রাসের সঙ্গে এক এক বটিকা সেবন করিতে হয়।

অম্লপিত্ত, শূল ও অজীর্ণ বিশেষে উক্ত ধাত্রী-লৌহ সুফল প্রদান করে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন।

---

# বিসূচিকা-দর্পণ।

## ( হোমিওপ্যাথিক মতে )

### প্রথম অধ্যায়।

### ওলাউঠা রোগের কারণ, উৎপত্তি এবং ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ?

ওলাউঠা রোগ যে ঠিক কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম উৎপন্ন হয়, তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। অনেকের মত যে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশের কোন কোন স্থানে এই ভীষণ রোগ প্রাদুর্ভূত হয়; কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেও যে এই রোগ ভারতবর্ষে হইত এমতও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই রোগ প্রায় গ্রীষ্ম-কালেই দেখা যাইত; এবং গ্রীষ্মাধিক্য জনিত এই রোগের উৎপত্তি ইহাই সাধারণের প্রতীতি ছিল। কিন্তু এক্ষণে কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই ইহার আক্রমণ দৃষ্ট হয়। ফলতঃ গ্রীষ্মাধিক্য উদরাময় রোগের কারণ হইতে পারে কিন্তু গ্রীষ্মাধিক্যই যে ওলাউঠার প্রকৃত কারণ এরূপ বলা যায় না। ডাক্তার হানিমান এই রোগের উৎপত্তির কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে জাহাজের খোলের ভিতর যেখানে অপরিষ্কৃত জল জমিয়া থাকে সেই জলের বিষাক্ত বাষ্পের সহিত এক প্রকার ওলাউঠা রোগের কীটাণু উৎপন্ন হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। আবার অনেক আধুনিক এদেশীয় ডাক্তারগণের মত মাঠের মধ্যে মধ্যে যে সকল নিম্ন ভূমি থাকে, উহাতে অপরিষ্কৃত জল জমিয়া থাকে এবং যতই রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইতে থাকে; ততই ঐ সমস্ত ডোবার দূষিত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই দূষিত জলীয় বাষ্পই ওলাউঠার বিষ। যাহাই হউক কোন্ মতটী যে অভ্রান্ত তাহার কিছু স্থিরতা নাই। আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ওলাউঠা এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এই রোগের সূত্রপাত করে। এতদ্ভিন্ন অপাচ্য আহার অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্য সহজে জীর্ণ হয় না এরূপ দ্রব্য আহার করা, অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধ যুক্ত স্থানে বাস, অনিদ্রা, অতিরিক্ত মদ্য পান, অপরিমিত শারিরীক পরিশ্রম, পূর্ব্ব পীড়া জনিত শারিরীক দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত উষ্ণতা, এ সমস্ত কারণেও অনেক সময় ওলাউঠা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ওলাউঠা রোগ যদিও সংক্রামক নহে। তথাপি ইহা যে এক দেহ হইতে অপর দেহে পরিচালিত হয়

এরূপ অনেক প্রমাণ দেখা যায়। একারণ যখন চতুর্দ্দিকে ওলাউঠার আক্রমণ হইতে থাকে, তখন বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শয্যা, বাসগৃহ, সর্ব্বদা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করা কর্ত্তব্য যে গৃহের চতুর্দ্দিকে বায়ু সঞ্চালনের পথ নাই এরূপ গৃহে বাস করিবে না। অল্প পরিমাণ কর্পূর সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া ঘ্রাণ লওয়া মন্দ নহে। অনেকেই বলেন ওলাউঠার মারিভয়ের সময় গন্ধক বিচূর্ণ অল্প পরিমাণে লইয়া পদতলে লাগাইয়া তদুপরি মোজা পরিধান করিলে ওলাউঠার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব কালে মধ্যে মধ্যে ভেরাট্রম এল্বম্ ১২ এবং কুপরম্ মেটালিকম্ ১২ পর্য্যায়-ক্রমে এক বিন্দু মাত্রায় সেবন করিলে রোগাক্রান্ত না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যতই লোকে সাবধানতা অবলম্বন করুক ইহার আক্রমণ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে এরূপ প্রতিষেধক উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে আমরা প্রত্যেক ভারতবাসীকেই ইহার (ওলাউঠার) চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া রাখিতে বলি। কারণ এই রোগ এরূপ হঠাৎ আক্রমণ করে ও সহসা বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুগ্রাসে পাতিত করে যে অনেক সময়ে ডাক্তার ডাকিতে ও ঔষধাদি আনিতে আনিতে রোগী আসন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়। সুতরাং অনেক স্থলে ঔষধে কোন ফলও হয় না; কারণ সময় মত ঔষধ প্রয়োগ হয় না। যাঁহাদের সামান্য লেখা পড়া বোধ আছে এবং বিবেচনা শক্তি আছে চেষ্টা করিলে এরূপ প্রত্যেক লোকেই ওলাউঠার হোমিও-প্যাথিক মতে চিকিৎসা শিক্ষা করিতে পারেন; ইহা অতি সহজ চিকিৎসা এবং প্রতি গৃহে গৃহে একখানি ওলাউঠ াচিকিৎসা পুস্তক ও ওলাউঠার ঔষধাদি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

---

দ্বিতীয় অধ্যায়।

## ওলাউঠা কয় প্রকার।

সাধারণতঃ ওলাউঠা রোগকে দুই প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে। সামান্য ওলাউঠা ও সাংঘাতিক ওলাউঠা। ইংরাজীতে সামান্য ওলাউঠাকে Simple cholera এবং সাংঘাতিক ওলাউঠাকে malignant cholera বলে। অনেকে সাংঘাতিক ওলাউঠাকে cyanatic cholera বলিয়া থাকেন। নিম্নে উভয়বিধ ওলাউঠার বিশেষ বিশেষ লক্ষণাদি বিবৃত হইল।



সামান্য ওলাউঠা।—ইহা রোগীকে হঠাৎ আক্রমণ করে (১) সচরাচর অপাচ্য আহার, অতি ভোজন রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কারণেই উৎপন্ন হয় (২) সামান্য ওলাউঠায় পেটের খুঁচুনি অত্যন্ত অধিক থাকে। অনেক সময় শূল বেদনার (colic pain) ন্যায় বেদনা হয়। (৩) সামান্য ওলাউঠায় ভেদ এবং বমনের পরিমাণ অধিক থাকিলেও সেই পরিমাণে রোগী দুর্ব্বল হয় না (৪) গাত্রের উত্তাপ ইহাতে হঠাৎ কমিয়া যায় না অল্পে অল্পে কমিতে থাকে :(৫) তাপমান যন্ত্রের দ্বারা শরীরের আভ্যন্তরিক সন্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাতে শরীরে ৯৮°৪ উত্তাপের অধিক দেখা যায় না (আভ্যন্তরিক উত্তাপ পরীক্ষা করিতে হইলে গুহ্যদ্বারে অথবা জিহ্বায় থার্ম্মোমিটার ১০ মিনিট কাল রাখিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতে হয়) (৬) ইহাতে ভেদে প্রথমতঃ অধিক পরিমাণে পিত্ত থাকে এবং পেটে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা হইয়া থাকে; কিন্তু বর্দ্ধিতাবস্থায় মলের সহিত পিত্ত প্রায়ই দেখা যায় না (৭) সামান্য ওলাউঠায় অনেক সময়ে তলপেটে খিল ধরা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু শরীরের উর্দ্ধাংশে খিল ধরে না (৮) রোগীর শরীর ইহাতে অধিক মলিন হয় না। (৯) রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রায়ই আল্‌বুমেন দেখা যায় না। (১০)

সাঙ্ঘাতিক ওলাউঠা।—আক্রমণের পূর্ব্ব হইতে উদরাময় দেখা যায়, কিন্তু ভেদের সহিত পেটের খুঁচুনি বা বেদনা থাকে না (১) ইহা যে আহারের দোষেই উৎপন্ন হয় এরূপ বলা যায় না (২) সাঙ্ঘাতিক ওলাউঠায় উরুর নিম্নভাগে চর্ব্বণবৎ বেদনা বোধ হয়, পরে শরীরের অন্যান্য অংশে এবং গ্রন্থিতে বেদনা অনুভূত হয়। (৩) ইহাতে ভেদ ও বমন যে পরিমাণে হয় তদপেক্ষা রোগী অনেক অধিক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (৪) সাঙ্ঘাতিক ওলাউঠায় গাত্রের উত্তাপ (temperature) শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় এমন কি অনেক স্থলে থর্ম্মোমিটারের স্বাভাবিক তাপ হইতে ৫।৬ ডিক্রি কমিয়া যায় ইহাতে যদিও বাহ্যিক উত্তাপ পূর্ব্বোক্ত রূপ হয় কিন্তু সেই সময়ে শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তাপ ১০৪ অথবা ১০৫ ডিক্রি পর্য্যন্ত দেখা যায় (৬) সাঙ্ঘাতিক ওলাউঠায় ভেদ প্রথম হইতে চাউল ধোয়া জলের মত হয় (৭) ইহাতে প্রথমে হাতে পায়ের অঙ্গুলিতে খিল ধরে ও চুপ্‌সাইয়া যায় এবং পরে সমুদায় হাত ও পায়ে খিল ধরে (৮) ইহাতে বিশুদ্ধ ধমনীবাহী রক্ত জলীয়াকারে পরিণত হয় এবং শিরায় নীলবর্ণ রক্ত সঞ্চিত হইয়া পরে নখের মূল নীলবর্ণ হয় ও ক্রমে জিহ্বা, ওষ্ঠ, হাত, পা ইত্যাদি সমুদয় শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়। এই কারণেই সাঙ্ঘাতিক ওলাউঠাকে নীল ওলাউঠাও কহে (৯) সাঙ্ঘাতিক ওলাউঠায় প্রস্রাব প্রায়ই হয় না, প্রস্রাব হইলে উক্ত প্রস্রাবে আল্‌বুমেন থাকে (১০) অনেক চিকিৎসক লক্ষণানুসারে

ওলাউঠাকে এই কয় প্রকারে বিভক্ত করেন যথা ;—শুষ্ক ওলাউঠা ( Dry cholera ) ইহাতে রোগীর ভেদ বা বমন কিছুই হয় না কিন্তু ওলাউঠার ন্যায় গাত্র চুপ্‌সিয়া যায় নীলবর্ণ হয় এবং সাঙ্ঘাতিক ওলাউঠার সমস্ত লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান থাকে। ইহা অতিশয় সাঙ্ঘাতিক রোগ এবং অল্প সময়ের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে ইহাকে কলেরা সিক্কা ( cholera sicca ) বলে। এতদ্ভিন্ন ; যে ওলাউঠায় ভেদ অধিক হয় কিন্তু বমন কম হয় তাহাকে কলেরা ডায়রিকা ( cholera Diarrhoeaica ) বলে। যাহাতে ভেদ অধিক হয় না কিন্তু বমন অধিক হয় তাহাকে কলেরা গ্যাষ্ট্রিকা ( cholera gastrica ) বলে। ভেদ এবং বমন উভয়ই প্রবল থাকিলে উহাকে কলেরা গ্যাষ্ট্রোএণ্টারিকা ( Cholera gastro enterica ) বলে। খিল ধরা প্রবল থাকিলে উহাকে কলেরা স্প্যাজ্‌মোডিকা ( cholera Spasmodica ) বলে।

## ওলাউঠার বিশেষ বিশেষ অবস্থা।

সচরাচর ওলাউঠা রোগে রোগীর চারিটী অবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা ( ১ ) আক্রমণাবস্থা ( Stage of invasion ) ( ২ ) বৃদ্ধির অবস্থা অথবা পূর্ণ বিকাশ অবস্থা ( Stage of Development ) ( ৩ ) চরম অথবা পতনাবস্থা ( Stage of collaps ) ( ৪ ) প্রতিক্রিয়াবস্থা ( Reaction )।

ক্রমশঃ—

ডাঃ এস্, মুখার্জ্জি।

---

# চিকিৎসা-সম্মিলনীর নিয়মাবলী।

১। চিকিৎসা-সম্মিলনীর বার্ষিক মূল্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কলিকাতার সহরে ৩৲ টাকা ও মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহ ৩৷৵০ টাকা মাত্র। তবে যাঁহারা শিক্ষার্থী ছাত্র, কেবল তাঁহাদের পক্ষেই সহরে ২৲ দুই টাকা ও মফঃস্বলে অগ্রিম মূল্য ২৵০ টাকা ধার্য্য রহিল। ইহার প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। আশা করি, এই ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াই সকলে স্ব স্ব দেয় বার্ষিক মূল্য আমার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

২। যে কোন কবিরাজ বা ডাক্তার কিংবা গৃহস্থ দয়া করিয়া চিকিৎসা-সম্মিলনীর উপযুক্ত প্রবন্ধ পাঠাইলে তাহা সাদরে গ্রহণ করা যাইবে, এবং তাহা যদি মুদ্রণের উপযুক্ত হয়, তবে আহ্লাদের সহিত এই পত্রিকায় লেখকের নাম ধামসহ মুদ্রণ করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, যদি তিনি পছন্দমত সুলেখক হন, তবে তাঁহার প্রবন্ধের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেও আমরা কুণ্ঠিত হইব না। অতএব আশা করি, বঙ্গের সুলেখক ও সুপণ্ডিত ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়গণ তাঁহাদের স্ব স্ব লিখিত প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। আর গৃহস্থগণ তাঁহাদের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগগুলি যদি লিখিয়া পাঠান, তবে যারপর নাই বাধিত থাকিব।

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
শিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা,
সত্বাধিকারী ও ম্যানেজার, চিকিৎসা-সম্মিলনী।


# আয়ুর্ব্বেদীয় 'কবিরত্ন' ঔষধালয়।

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শিমলা, কলিকাতা।

এক্ষণে সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৺ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদীয় 'কবিরত্ন' ঔষধালয়ে প্রত্যহ কত শত দুঃস্থ লোক চিকিৎসার জন্য আসিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে নীরোগ হইয়া সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কবিরঞ্জন মহাশয় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া অতি যত্নের সহিত রোগীগণের চিকিৎসা এবং মফঃস্বলস্থ রোগীদিগের ব্যবস্থা ও ঔষধ পত্র যথা সময়ে পাঠাইতেছেন। ঈশ্বর কৃপায় ঔষধালয়ের কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। মূল্যাদিও অতি সুলভ, সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে মূল্যনিরূপণ-পত্রিকা প্রেরিত হয়।

সত্বাধিকারী ও ম্যানেজার—
শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা।




COLOUR PAPER

## গুরুশিষ্য-সংলাপ ও জ্বর-চিকিৎসা।

কবিরাজ

### শ্রীযুত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রণীত। ক।

( কলিকাতা ৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। )

চিকিৎসা-সম্মিলনীর গ্রাহকগণ ১৲ মূল্যে পাইবেন, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

জ্বররোগ বহু-জনাশ্রয়ি-ব্যাধি। তজ্জন্য জ্বর-চিকিৎসা কৌশল অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য যে সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধির জন্য এই গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইল। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ত্রিদোষ—বায়ু-পিত্ত-কফ প্রভৃতি যে সকলের তত্ত্ব না বুঝিলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কিছুই বুঝা যায় না গ্রন্থারম্ভে নাতি সঙ্ক্ষেপে সেই সকল তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের বিবর্ত্তন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসু পাঠক-বর্গের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য একটী উপক্রমণীয়াধ্যায় গ্রন্থের আদিতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

এই গ্রন্থে বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, তিন প্রকার দ্বন্দ্বজজ্বর, নানাপ্রকার সান্নিপাত জ্বর, সর্ব্বপ্রকার আগন্তুজ্বর, পঞ্চবিধ বিষমজ্বর, ক্রিমিজ্বর, জ্বরাতীসার, রক্তামাশয় ও তৎসংসৃষ্ট জ্বর, হামজ্বর, বসন্তজ্বর, আমবাতজ্বর এবং বিসর্পজ্বর প্রভৃতি রোগের উৎপত্তির কারণ, সম্প্রাপ্তি অর্থাৎ শরীরে ও মনের যে প্রকার বিকৃতি সংঘটন করিয়া রোগ উৎপন্ন হয়, লক্ষণ এবং প্রতি জ্বরের চিকিৎসা-কৌশল কথিত হইয়াছে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে যে যে জ্বরের যেরূপ অবস্থায় যে যে ঔষধ ও পথ্য দিলে সুফল লাভ করা যায় যে যে অনুপানে যে যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা অতি স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। ভরসা করি ইহা সকল শ্রেণীর কবিরাজ মহাশয়গণের কাজে আসিবে।

গ্রন্থের মূল্য ২৷৷০ স্থলে ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

---

### কবিরত্ন যন্ত্রালয়।

১২ নং সিমলা ষ্ট্রীট্ বাই লেন, কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও দেবনাগর হরফে সকল প্রকার কার্য্য অতি সত্বর ও সুলভে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সহর ও মফঃস্বলের অর্ডার সকল অতি যত্নের সহিত নিয়মিত সময়ে ছাপিয়া দেওয়া হয়। সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ম্যানেজার—শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা।



নূতন আকারে
২য় খণ্ড, ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

পুরাতন আকারে
১১শ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।


# চিকিৎসা-সম্মিলনী।

## চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।

টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার

**শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্,**

মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

**কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন**

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

---


শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত,

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, সিমলা, কলিকাতা।


---


কলিকাতা,

১২ নং সিম্‌লা ষ্ট্রীট্ বাই লেনস্থ "কবিরত্ন" যন্ত্রালয়ে

শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৭

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।


COLOUR PAPER

# সূচীপত্র।


| বিষয়। | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নাড়ীচক্র | —ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি। ... ... | ৩৩ |
| চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস এবং আয়ুর্ব্বেদের অবতরণিকা— | কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ৫০ |
| স্ফোটক | —শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ... | ৫৬ |
| প্রসব সময়ে কর্ত্তব্য নিরূপণ | —শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ... | ৬২ |
| বিসূচিকা চিকিৎসা | —ডাক্তার এস্ মুখোপাধ্যায় ... ... | ৬৬ |
| বাঙ্গালার অবনতি | —সম্পাদক ... ... ... | ৭০ |
| আগন্তু ব্যাধি ও তাহার সহজ চিকিৎসা | —কবিরাজ শ্রীপ্রমথনাথ দাসগুপ্ত কবিরঞ্জন | ৭৬ |
| ঔষধ প্রস্তুতি ও প্রয়োগ প্রণালী | —সম্পাদক ... ... | ৮৩ |
| মুষ্টিযোগে | —ব্রণশোথ ও ক্ষতচিকিৎসা—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী ... | ৮৬ |
| সর্পবিষ ও তাহার চিকিৎসা | —কবিরাজ শ্রীপ্রমথনাথ দাস গুপ্ত কবিরঞ্জন | ৯১ |



## গুরুশিষ্য-সংলাপ ও জ্বরচিকিৎসা।

কবিরাজ

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

( কলিকাতা ৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। )

গ্রন্থের মূল্য ২৷৷০ টাকা স্থলে ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

চিকিৎসা-সম্মিলনীর গ্রাহকগণ ১৲ মূল্যে পাইবেন, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

## গ্রাহকগণের অবশ্য দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা গত দশ বর্ষ পর্য্যন্ত যথারীতি চিকিৎসা-সম্মিলনীর গ্রাহকভাবে আমাদিগকে অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের নিকট সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা যেন অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রেরণে বাধিত ও উপকৃত করেন। অতঃপর সম্মিলনী যাহাতে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নানাবিধ দৈব-বিড়ম্বনাহেতু চিকিৎসা-সম্মিলনী প্রকাশে এবং 'চরকসার' উপহার প্রদান বিষয়ে কবিরত্ন মহাশয়ের প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব হইল বলিয়া সহৃদয় গ্রাহকগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। চরকসারের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, প্রকাশিত হইলেই মৃত-মহাত্মার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিব।

ম্যানেজার—চিকিৎসা-সম্মিলনী।


# নাড়ীচক্র।

## শ্বাসসংক্রমণ ও ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না নাড়ী।

বহির্জগতে যেমন উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দুই গতি আছে, সেইরূপ আমাদের দেহেও ইড়া ও পিঙ্গলা নামক শ্বাসের দুইটী গতি আছে। উত্তরায়ণে পৃথিবীতে আগ্নেয় বা সূর্য্যের উত্তাপদায়ক শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং দক্ষিণায়নে চন্দ্রের শৈত্যগুণ ও পোষক শক্তি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে চন্দ্রের শৈত্য গুণ সূর্য্যের অমা কলা হইতে উৎপন্ন ;—

"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।"

শ্রুতি

"অমা নাম কলাহ্যেষা সূর্য্যস্যামৃতরূপিণী।
অমায়া বিকৃতিশ্চন্দ্রঃ চন্দ্রস্য বিকৃতির্জগৎ॥"

সূর্য্যের অমৃতরূপিণী কলার নাম অমা কলা। অমাকলার বিকৃতি হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি এবং চন্দ্রের বিকৃতি হইতে এই জগতের উৎপত্তি। অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্য অমা অর্থাৎ চন্দ্রের সহিত এক রাশিতে থাকেন বলিয়া ঐ তিথিকে অমাবস্যা বলা হয়। বৎসরের মধ্যে যেমন উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, একদিনের মধ্যে তেমনি দিবা ও রাত্রি। দিবা উত্তরায়ণের সহিত এবং রাত্রি দক্ষিণায়নের সহিত সমান। উত্তরায়ণে যেরূপ বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা এই তিন ঋতু, তদ্রূপ দিবার প্রাতঃকাল বসন্ত, মধ্যাহ্নকাল গ্রীষ্ম এবং অপরাহ্ন বর্ষা ঋতু। দক্ষিণায়নে যেরূপ শরৎ, হেমন্ত ও শীত—এই তিন ঋতু, সেইরূপ রাত্রির প্রথম অবস্থায় শরৎ, মধ্যম অবস্থায় হেমন্ত এবং শেষ অবস্থায় শীত ঋতু।

মানবদেহে যখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন তাহাকে পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ী-প্রবাহ কহে। যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন তাহাকে ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী-প্রবাহ কহে। উত্তরায়ণে বা দিবাভাগে যেরূপ সূর্য্যের আদানশক্তি বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসপ্রবাহকালে দেহে অগ্নির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। দক্ষিণায়নে বা রাত্রিকালে যেরূপ চন্দ্রের শৈত্যগুণ বা পোষক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বাম

COLOUR PAPER

নাসিকায় শ্বাস প্রবাহ কালে দেহে চন্দ্রের সৌম্যগুণ অর্থাৎ পোষণ শক্তি বর্দ্ধিত হয়। যখন দুই নাসিকায় শ্বাস সমভাবে বহে, তখন তাহাকে সুষুম্না নাড়ী কহে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইংরাজি নাড়ী ও হিন্দুশাস্ত্রের নাড়ী এক নহে। ইংরাজীর Aortaকে আয়ুর্ব্বেদে মহাস্রোত কহে। হিন্দুদের মতে সর্ব্বপ্রধান নাড়ী সুষুম্না। এই নাড়ী দেহের মধ্যস্থল মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া আছে। ইড়া নাড়ী সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া দেহের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত Sympathetic nerve দিয়া বাম নাসিকায় প্রকাশ পায় এবং পিঙ্গলা নাড়ী দেহের বাম ভাগস্থিত Sympathetic nerve দিয়া সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশকরত দক্ষিণ নাসিকায় প্রকাশ পায়। ইহা সর্ব্বসম্মত যে, দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাত হইলে মস্তিষ্কের বাম দিকে রোগ নিরূপিত হয় এবং বাম দিকে পক্ষাঘাত হইলে দক্ষিণ দিকের রোগ নিরূপিত হয়। যে দিকে পক্ষাঘাত হয়, সেই দিকের অঙ্গ অপর দিকের অঙ্গ অপেক্ষা শীতল ও কৃশ হয়। এইরূপ শীতল ও কৃশ হওয়া পোষণশক্তির (Trophic influence) অভাবে হইয়া থাকে। যে দিকে পক্ষাঘাত হয়, তাহার বিপরীত দিকের মস্তিষ্কে বা কশেরুকা মজ্জায় যেরূপ দোষ হয়, Sympathetic nerveএও সেইরূপ দোষ হয়। রক্তবহা শিরা অধিক প্রসারিত হয় বলিয়া সেই শিরাজাল হইতে রক্তের উত্তাপ অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায় সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ অপেক্ষাকৃত শীতল বলিয়া বোধ হয়। যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন দক্ষিণ নাসিকা বদ্ধ থাকে এবং যখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন বাম নাসিকা বদ্ধ থাকে। এইরূপ একটী নাসিকা বদ্ধ হইবার কারণ কি? নাসিকার সম্মুখে যেরূপ দুইটী ছিদ্র আছে, তদ্রূপ নাসিকাভ্যন্তরের পশ্চাৎ দিকেও দুইটী ছিদ্র আছে। বায়ু সম্মুখ দিকের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ দিকের ছিদ্র দিয়া বায়ুনলীতে (trachea) প্রবেশ করে। এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অন্তর নাসিকার পশ্চাদ্ভাগের ছিদ্র পর্য্যায়ক্রমে বন্ধ হয় অর্থাৎ একবার বাম নাসিকা ছিদ্র বদ্ধ হয়, আবার দুই এক ঘণ্টা বাদে দক্ষিণ নাসিকা ছিদ্র বদ্ধ হয়। বাম ছিদ্র বা দক্ষিণ ছিদ্র যখন বদ্ধ থাকে, তখন সেই দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পলাণ্ডুর কোষার মত স্ফীত এবং উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। যে দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এইরূপ স্ফীত হয়, তাহার বিপরীত দিকে শ্বাস বহে, কারণ সেদিকে কোনই বাধা থাকে না।

কোন কারণে বাম নাসিকা বহুদিন বন্ধ থাকিলে সেই লোকের পিত্তের পীড়া হয় এবং যদি কোন কারণে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই লোকের শ্লেষ্মার পীড়া হয়। বামপার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিলে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে বাম নাসিকায় শ্বাস বহে।



## নাড়ীগণের নাম।

হিন্দুশাস্ত্র মতে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিনটী প্রধান নাড়ী। যেমন কোন লৌহের কারখানায় এক এঞ্জিন চলে এবং তাহা হইতে কৌশল করিয়া নানাপ্রকার কার্য্য সাধিত হয়, সেইরূপ এই তিনটী নাড়ী দেহের এঞ্জিনের স্বরূপ। শরীরের যাবতীয় নাড়ী সুষুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত, এই নাড়ী ত্রিগুণাত্মিকা। সুষুম্না মধ্যস্থিত বজ্রাখ্যা নাড়ী রজোগুণসম্পন্না," চিত্রিণী নাড়ী সত্ত্বগুণসম্পন্না এবং ব্রহ্ম নাড়ী তমোগুণসম্পন্না—

রজোগুণা চ বজ্রাখ্যা চিত্রিণী সত্ত্বসংযুতা।
তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী কার্য্যভেদক্রমেণ চ॥

ইড়া নাড়ী বাম মুষ্ক Prostatic plexus হইতে সুষুম্না নাড়ীতে সংশ্লিষ্ট হইয়া ধনুর ন্যায় বক্রভাব অবলম্বন করত হৃদয়ে আইসে। শরীরের বামভাগস্থিত যন্ত্রগুলির অভ্যন্তর দিয়া দক্ষিণ নাসিকায় যায়। তদ্রূপ পিঙ্গলা, দক্ষিণ মুষ্ক হইতে ধনুর আকারের ন্যায় দক্ষিণ দিকের যন্ত্র সকলের মধ্য দিয়া বাম নাসিকায় যায়। যখন দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন তাহাকে পিঙ্গলা নাড়ীপ্রবাহ কহে, যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে, তখন তাহাকে ইড়া নাড়ীপ্রবাহ কহে— যখন উভয় নাসিকায় বায়ু সমানভাবে চলে, তখন তাহাকে সুষুম্না নাড়ী-প্রবাহ কহে। এই সুষুম্না বহন কালে হ এবং ঠ অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য নাড়ী এক হয়। "প্রাণাপাণৌ সমৌকৃত্বা।" যেরূপ বহির্জগতের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে, সেইরূপ মানবদেহে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে শ্বাস সংক্রমণ হইয়া থাকে। তালুমূলে জিহ্বা প্রবেশ করাইলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, শ্বাসসংক্রমণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে নাসিকা বিবরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucos membrane) এক দিকে পেঁয়াজের কোষের মত স্ফীত ও অপরদিকে সঙ্কুচিত হয়। বাম বা দক্ষিণ যে দিকে শ্বাস বহে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সেই দিকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। যে দিকে শ্বাস বহিতেছে না, সেই দিকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত হইয়া নাসারন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগ রোধ করে। পুনর্ব্বার শ্বাসসংক্রমণের সময় এই স্ফীত ঝিল্লী স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন হয় এবং তাহার বিপরীত দিকের ঝিল্লী স্ফীত হইয়া উঠে। দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিবার সময় বাম দিকের ঝিল্লী স্ফীত হয় এবং বাম নাসিকায় শ্বাস বহিবার সময় দক্ষিণ দিকের ঝিল্লী স্ফীত হয়।

শ্বাস এক নাসিকা হইতে অপর নাসিকায় সংক্রমণের পূর্ব্বেই উভয় নাসিকায়

সমভাবে চলাচল করে, এই অবস্থাকে সুষুম্না নাড়ীপ্রবাহ কহে। পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ নাসিকাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি একবার স্ফীত এবং পুনরায় সঙ্কুচিত হয়। বাম চক্ষুর নাড়ীর নাম গান্ধারী, ইহাকে ইংরাজিতে বাম অপ্‌টিক্ নার্ভ (Left optic nerve) কহে। দক্ষিণ চক্ষুর নাড়ীর নাম হস্তিজিহ্বা, ইংরাজি নাম দক্ষিণ অপ্‌টিক্ নার্ভ (Right optic nerve)। দক্ষিণ কর্ণের নাড়ীকে পুষা কহে (Right auditory nerve)। বাম কর্ণের নাড়ীর নাম যশস্বিনী (Left auditory nerve)। আস্বাদন গ্রহণ করিবার নাড়ীর নাম অলম্বুষা, ইংরাজিতে ইহাকে Gustatory nerve কহে। জননেন্দ্রিয়ের নাড়ীর নাম কুহু (Pudic nerve) মস্তকস্থিত নাড়ীর নাম শঙ্খিণী ইত্যাদি॥

## নাড়ীগণের উৎপত্তিস্থান।

নাভিকন্দ যাহা হইতে সমস্ত নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কোথায়? এই সম্বন্ধে শিবসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়—গুহ্য দ্বারের অঙ্গুলিদ্বয় উর্দ্ধে ও মেঢ্রস্থানের অঙ্গুলিদ্বয় নিম্নে চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ মূলাধার পদ্ম আছে। এই মূলাধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে, এইরূপ যোগীরা অনুভব করেন। এই ত্রিকোণমণ্ডলকে যোনিমণ্ডল কহে। এই যোনিমণ্ডলের মধ্য প্রদেশ বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকারসম্পন্ন সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা কুটিলা পরমদেবতা কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মপথ রোধকরত অবস্থান করিতেছেন। এই ত্রিকোণ যোনি হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। মূলাধার পদ্ম হইতে অন্য যে সকল নাড়ী উত্থিতা হইয়াছে, সেই সকল নাড়ী জিহ্বা, মেঢ্র, বৃষণ পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা, কক্ষ চক্ষু, অঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি ইত্যাদি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে গমনপূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার নিজ নিজ জন্মস্থানে আসিয়াছে।

অন্যা যাস্ত্বপরা নাড্যঃ মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনা-মেঢ্র-বৃষণং পাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ নাসিকাম্॥
কক্ষনেত্রাঙ্গুষ্ঠ কর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকুক্ষিকম্।
লব্ধ্বা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশসমুদ্ভবা॥

(শিবসংহিতা মূলাধার চক্রবর্ণন)

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে দেহের ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি সমস্ত নাড়ী মূলাধার পদ্মস্থিত কুলকুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন, ইহারা উদর প্রাচীরস্থ চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি হইতে উৎপন্ন নহে।



চর্ম্মস্থিত নাভিকে যেরূপ নাভি কহে, সংস্কৃত ভাষায় কোন দ্রব্যের মধ্যস্থলকেও সেইরূপ নাভি কহে, যেমন চক্র-নাভি অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থল।

সূর্য্য সৌর জগতের মধ্যে আছেন বলিয়া ইহাঁকে সৌর জগতের নাভি (Centre) কহে। সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, একখানি লৌহকর্ষকের সংস্পর্শে অপর একখণ্ড লৌহ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত লৌহখণ্ড আর একখণ্ড লৌহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। সকল লৌহেই চুম্বকের শক্তি আছে, কিন্তু সে শক্তি নিদ্রিত। এই নিদ্রাকে যোগনিদ্রা বলা যাইতে পারে। পরমাত্মরূপ চুম্বকের সংস্পর্শে লৌহখণ্ডরূপ প্রকৃতিতে তিন শক্তি জাগ্রত হয়।

নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লৌহং প্রবর্ত্ততে।
সত্ত্বামাত্রেণ দেবেন তথৈবেয়ং জগজ্জনী॥

যোগবাশিষ্ঠ।

অক্ষোভিত অবস্থায় এই তিন শক্তি যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। পরমাত্মার চৈতন্যে চৈতন্যবতী হইয়া প্রকৃতি মানবদেহে তিন ভাবে ক্রিয়া করেন। চুম্বকের দুই সীমায় লৌহাকর্ষণশক্তি আছে, কিন্তু তাহার ঠিক মধ্যস্থলে সে শক্তির প্রকাশ নাই। এইরূপ লৌহাকর্ষকশক্তিবিহীন মধ্যস্থল না থাকিলে চুম্বকের দুই প্রান্ত কখনও লৌহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। সেইরূপ জগতের অন্যান্য শক্তিগুলিও একটী স্থির মধ্যস্থল না পাইলে ক্রিয়া করিতে পারে না। এই মানব দেহেও চুম্বকের ন্যায় মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়া জীবনীশক্তি ক্রিয়া করে। এই স্থির মধ্যস্থল না থাকিলে মানবদেহে কোন জীবনীশক্তিরই বিকাশ হইত না। এই স্থির মধ্যকে অনন্তদেব বা বাসুকী কহে। এক্ষণে দেখা যাউক মানবদেহের মধ্যস্থল কোথায়? যেমন রাশি-চক্রের তুলা রাশি ঠিক মধ্যস্থল, সেইরূপ মানবদেহে বস্তি ও লিঙ্গমূল সম্মুখ দিকে এবং ত্রিকাস্থি (Sacrum) পশ্চাদ্দিকে, এই অংশই দেহের মধ্যস্থল বা নাভি।

মেষো শিরো বৃষো বক্ত্রং মিথুনং বাহুযুগ্মকং।
কর্কটো হৃদয়ঞ্চৈব সিংহস্তূদরমেব চ॥
কন্যা কটী তুলা বস্তি র্বৃশ্চিকো গুহ্যমেব চ।
ধনু উরু র্মৃগো জানু কুম্ভো জঙ্ঘে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
মীনো পাদদ্বয়ঞ্চৈব কালাঙ্গে নিয়তং ক্রমাৎ॥

বিরাট দেহে যেমন দ্বাদশ রাশি আছে, সেইরূপ মানবদেহও দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত যথা :—

মেষ রাশি মানবদেহের—মস্তক, বৃষ রাশি—মুখ, মিথুন রাশি—বাহুদ্বয়, কর্কট রাশি—হৃদয় ( মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রের ক্রিয়ার স্থান ) সিংহ রাশি—উদর ( সূর্য্যের গৃহ, ) কন্যা রাশি—কটী, তুলা রাশি—বস্তিদেশ ( এই স্থানের পশ্চাদ্ভাগে ত্রিকাস্থি, ) বৃশ্চিক রাশি—গুহ্যদেশ, ধনু রাশি—উরুদ্বয়, মকর রাশি—হাঁটু, কুম্ভ রাশি—জঙ্ঘা, মীন রাশি—পাদদ্বয়।

তুলা রাশি যেমন রাশিচক্রের মধ্যস্থল, তদ্রূপ দেহের পশ্চাদ্ভাগে যে স্থলে ত্রিকাস্থি আছে, সেই স্থল দেহের মধ্যস্থল বা নাভি।

দেহকে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত করিলে—ভূর্লোক, ভুবর্লোক প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গ এবং অতল, বিতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল সর্ব্বশুদ্ধ এই চতুর্দ্দশ ভুবনের ত্রিকাস্থি সংযুক্ত স্থানই দেহের মধ্যদেশ।

পুনশ্চ—তন্ত্রে দেখা যায় অহিস্বরূপিণী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী হইতে ২৪টী প্রধান নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০টী ঊর্দ্ধগ, ১০টী অধোগ এবং বামে ২টী ও দক্ষিণে ২টী এই চারিটী তির্য্যক্‌গামী।

মহাশক্তিঃ কুণ্ডলিনী-নাড়ী-স্থাহিস্বরূপিণী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশচাধোগতাস্তথা।
দ্বে দ্বে তির্য্যগ্‌গতে নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যকাঃ॥

সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থানের নবম অধ্যায়ে লেখা আছে—

চতুর্ব্বিংশতির্ধমন্যো নাভিপ্রভবা অভিহিতাঃ।
তাসাং তু নাভিপ্রভবানাং ধমনীনামূর্দ্ধগা
দশ। দশ চাধোগামিন্যঃ। চতস্রশ্চতির্য্যগ্‌গাঃ॥

শিবস্বরোদয় গ্রন্থে লেখা আছে যে, নাভিকন্দ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় ৭২০০০ সহস্র ধমনী নির্গত হইয়াছে। নাভিস্থিত সর্ব্বকায়সারিণী কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে ১০টী ঊর্দ্ধগ, ১০টী অধোগ এবং ৪টী তির্য্যগ্‌গত, সর্ব্বশুদ্ধ এই ২৪টী নাড়ী বহির্গত হইয়াছে।

নাড়ীস্থা কুণ্ডলীশক্তি র্ভূজঙ্গাকারশায়িনী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাভ্যো দশচাধঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
দ্বে দ্বে তির্য্যগ্‌গতে নাভ্যৌ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যকাঃ॥

শিবস্বরোদয়।



এই মূলাধারস্থ ত্রিকোণ যোনিকেই তন্ত্রে কূর্ম্ম কহে। শঙ্কর সেন তাঁহার নাড়ী প্রকাশের টীকায় নিম্নলিখিত শ্লোক দত্তাত্রেয়সংহিতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—

তির্য্যক কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে,
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধে ভাগে হস্তপাদৌ চ বামৌ,
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥
বক্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়ং তথা।
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বামদক্ষিণভাগয়োঃ॥

দেহীদিগের নাভিদেশে তির্য্যগ্‌ভাবে একটী কূর্ম্মাকৃতি ত্রিকোণ আছে। নাভি দেশের বামভাগে তাহার মুখ ও দক্ষিণভাগে তাহার পুচ্ছ। ঊর্দ্ধভাগে বাম হস্ত ও বাম পদ এবং অধোভাগে তাহার দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ। ঐ কূর্ম্মের মুখদেশে দুইটী নাড়ী পুচ্ছদেশে দুইটী নাড়ী এবং উহার পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে পাঁচটী পাঁচটী করিয়া বিংশতিটী, সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতিটী নাড়ী আছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই শ্লোকে রূপকচ্ছলে ত্রিকোণ যোনি হইতে চতুর্ব্বিংশতি ধমনীর উৎপত্তির কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

সুশ্রুত সংহিতার মর্ম্মনির্দ্দেশ নামক অধ্যায়ে লেখা আছে—পক্কাশয় এবং আমাশয়ের মধ্যে সমস্ত শিরাজালের উৎপত্তি স্থান নাভি নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যই মৃত্যু হয়—

পক্কামাশয়য়োর্মধ্যে নাভির্নাম;
তত্রাপি সদ্য এব মরণম্॥

যদি চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি সুশ্রুতোক্ত নাভি মর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এই চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি অস্ত্র চিকিৎসায় শত শত স্থলে ছিন্ন হইতেছে, ইহাতে কোন রোগীরই সদ্য মরণ হইতে দেখা যাইত না। অতএব এই স্থির হইল যে, সুশ্রুত সংহিতায় নাভি মর্ম্ম বলিতে চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি বুঝায় না। উদর মধ্যস্থিত আমাশয় ও পক্কাশয়, যথা হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রস বহা শিরা উৎপন্ন হইয়াছে সেই স্থলই প্রকৃত নাভি মর্ম্ম। এই মর্ম্মে, এমনকি মুষ্টির আঘাত লাগিলে মনুষ্যের সদ্যঃ প্রাণবিয়োগ হয়।

এই নাভি মর্ম্মকে প্রাণের আশ্রয় স্থল, এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ভ্রূণের

দেহ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডের (Ovumএর) মধ্যস্থল হইতে জীবনী ক্রিয়া প্রথম বিকাশ পায়। মস্তিষ্ক হস্ত পদাদি ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয়। দেহের নাভি বা মধ্যস্থল, জীবনী শক্তির প্রধান স্থান। মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জা (Spinalcord) এই নাভিস্থ প্রাণ দ্বারা সৃষ্ট হয়। যেমন বটবৃক্ষের সূক্ষ্ম বীজে বটবৃক্ষ সৃজন করিবার শক্তি থাকিতে পারে সেইরূপ মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডে মানবদেহ সৃজন করিবার শক্তি সূক্ষ্ম-ভাবে নিহিত থাকে। বটবৃক্ষ যেমন শাখা পত্র কাণ্ড প্রভৃতিতে ভূষিত হয় বটবৃক্ষের জীবনীশক্তিও ক্রমশঃ সমগ্র বৃক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মানবদেহেও তদ্রূপ জীবনী-শক্তি মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডে অণুর অণুভাবে লুক্কায়িত থাকে। এই নিমিত্ত শ্রুতিতে এই শক্তিকে অণুর অণু, এবং মহতের মহৎ বলা হইয়াছে—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

এই শক্তি আপনার পূর্ণ বিকাশের জন্য মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, শিরা, ধমনী প্রভৃতি যে যে যন্ত্র প্রস্তুত করেন, সেই সমুদয় সৃষ্ট যন্ত্র ব্যাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান, সুতরাং এই প্রাণশক্তিকে মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের ক্রিয়া বলা যুক্তিবিরুদ্ধ।

জীবনীশক্তি দ্বারা সৃষ্ট মস্তিষ্ক, হৃদয় ধমনী প্রভৃতি যন্ত্রগণ এই শক্তির দ্বারা সৃষ্ট ও পরিলক্ষিত হয়। কর্ম্মে অক্ষম হইলে এই শক্তি পুরাতন যন্ত্র নষ্ট করিয়া আপনার কার্য্যোপযোগী নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করেন। শৈশবকালে দেহে যে সকল জীবাণু থাকে, যৌবনে সেই জীবাণুগুলির সমস্তই নূতন।

জীবাণুগুলি সর্ব্বদাই দগ্ধ এবং পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু জীবনীশক্তি জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমভাবে সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পরস্পর যোগ রাখিবার জন্য বহির্জগতে যেমন টেলিগ্রাফের তার পাতা হয়, তদ্রূপ আমাদের জীবনীশক্তি প্রাণের প্রভাবে নাভি অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থল হইতে Sympathetic ধমনীমণ্ডল সমস্ত শিরাজালের প্রাচীরে প্রাচীরে বর্ত্তমান থাকিয়া দেহকে ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

ন প্রাণেন নাপানেন* মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণতু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥

কঠোপনিষৎ।

---

* বৈদিক প্রয়োগ।



Government Telegraph, Telephone এবং Commissariate depart-ment আবশ্যক হইলে বিস্তার করেন, কার্য্য না থাকিলে হ্রাস করেন। এই government রূপ জীবনীশক্তিকে তাহার সৃষ্ট পদার্থ Nervous systemএর ক্রিয়া বলা ভুল।

মানবদেহে যত প্রকার শক্তি কার্য্য করে, তাহারা সকলেই যে স্থান হইতে বহির্গত হয় বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় আপনার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আবার সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

"লব্ধ্বা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশসমুদ্ভবাঃ।"

দেহস্থ সকল জীবাণুগুলিরই Nucleus বা মধ্যস্থান হইতেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-রূপ জীবনীক্রিয়া বিকাশ পায়। ভ্রূণের দেহের মধ্যস্থল হইতে Amnion, Chorion এবং Allantois অঙ্কুরিত হইয়া ফুল হয়, Umbilical vesicleএর সহিত ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের সম্বন্ধও উহার দেহের মধ্যদেশ হইতেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

পাটা ঝাঁজির ন্যায় স্বচ্ছ জলীয় উদ্ভিদের কিয়দংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেই উদ্ভিদের জীবাণুগুলির ভিতর নীল বর্ণের পদার্থ (Chlorophyll) জীবাণুর পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে যাইতেছে এবং কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। আলু গাছের কোমল অগ্রভাগের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জীবাণুগুলির ভিতরে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সংখ্যাবর্ত্ত (Spiral) ক্রমে হইতেছে। আমাদের শরীরের প্রত্যেক জীবাণু এক একটী দ্বীপের ন্যায় শরীরের রসে ভাসিতেছে, তাহারা তাহাদের আকর্ষণ শক্তি-দ্বারা রস হইতে আবশ্যক পদার্থ কেন্দ্রাভিমুখে টানিয়া লয় এবং অনাবশ্যক পদার্থ কেন্দ্রের দিক হইতে পরিধির দিকে বাহির করিয়া দেয়। এই আকর্ষক শক্তিকে জীবাণুর প্রাণ এবং বিকর্ষক শক্তিকে জীবাণুর অপান বলা যাইতে পারে। জীবাণুর মধ্যদেশকে অববন্ধন করিয়া এই দুই শক্তি কার্য্য করে; এই মধ্যস্থল চুম্বকের মধ্য-স্থলের ন্যায় স্থূলদৃষ্টিতে ক্রিয়াহীন।

জীবাণুর Nucleus চুম্বকের মধ্যদেশ এবং মানবদেহের মধ্যস্থল বা নাভি এই দুইটী একজাতীয় কেন্দ্র।

সংস্কৃত ভাষায় Centripetal force প্রাণ ও Centrifugal forceকে অপান কহে। যেরূপ লৌহাকর্ষকে North pole ও South pole পরস্পর আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণ ও অপান উভয়ে পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

"অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ॥"

অপান প্রাণকে এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহারা দেহের মধ্যস্থল বা নাভিতে নিবদ্ধ। রজ্জুবদ্ধ শ্যেন রক্ষী উড়িয়া গেলেও রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় যেমন আপন স্থানে আইসে, তদ্রূপ ইহারাও দেহের মধ্যস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় এই স্থলেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই প্রাণ ও অপান যে স্থির-শক্তির প্রভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেই শক্তিকেই সুষুম্না বা সুষুপ্তা (Latent) নাড়ী কহে।

ন প্রাণেন না পানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণতু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥

এই শক্তিকেই বায়বী পরমা কলা এবং শরীরাবর্ত্তরূপা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণন করা হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কায় করিয়াছেন যে আলোক, তারহীন টেলিগ্রাফ এইরূপ অনেক প্রকার স্পন্দনের (Vibrations) বাহক সর্ব্বব্যাপী কেশাগ্র অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম ইথারেও নদীর আবর্ত্তের ন্যায় সংখ্যাবর্ত্ত ক্রমে আবর্ত্ত হইতেছে।

পুনশ্চ লিখিত আছে—

"মূলাধারে তু যা শক্তির্ভুজগাকাররূপিণী।
তদ্ভ্রমাবর্ত্তবাতোঽয়ং প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

মূলাধারে যে সর্পরূপিণী শক্তি আছেন, তাঁহারই আবর্ত্তে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, এই শক্তি নিদ্রিতা, কারণ এই স্থানে চুম্বকের কেন্দ্রের ন্যায় কোন শক্তিরই চাঞ্চল্য (Vibrations) অনুভূত হয় না। এই স্থলে সমস্ত শক্তি সুষুপ্ত (Latent) ভাবে অবস্থিত।

মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্না বিবরেস্থিতা।
সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা—

একটি Electric batteryর সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। Batteryর Positive pole ভুজঙ্গের মুখ এবং Negative pole পুচ্ছ। Batteryর এই দুইটী প্রান্ত একত্র স্পর্শ করাইলেই বৈদ্যুতিক শক্তির অপ্রকাশ হয়। তদ্রূপ প্রাণ ও অপান বা ইড়া ও পিঙ্গলা শক্তি যে স্থলে মিলিত হয়, সেই স্থলকে সুষুপ্ত (Neutral)



কহে। চুম্বকের মধ্যস্থলকে চুম্বকের সুষুম্না বলা যাইতে পারে। চুম্বককে অনেক ভাগে বিভক্ত করিলেও উহার সকল অংশেরই মধ্যভাগ স্থির, এইরূপ অনুভব হইবে।

জলে প্রস্তরখণ্ড পড়িলে দুই প্রকার তরঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। এক প্রকার পতনস্থান হইতে কূলাভিমুখে গমন করে, অন্য প্রকার তরঙ্গ কূলে প্রতিহত হইয়া পুনরায় কেন্দ্রাভিমুখে অর্থাৎ পূর্ব্বাহত স্থানে প্রত্যাগমন করে। এই দুই তরঙ্গকে যথাক্রমে প্রাণ ও অপানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। আজকাল অনেকেরই ধারণা যে জীবনীশক্তি Nervous systemএর ক্রিয়া মাত্র, ইহা অতি স্থূল দৃষ্টির কথা। যে শক্তির প্রভাবে গর্ভস্থ অণ্ডের বিভাগ হইয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র প্রস্তুত হয়, সে শক্তি কখনও তাহার সৃষ্ট বস্তু Nervous systemএর ক্রিয়া হইতে পারে না। একটী শিরা অবরুদ্ধ হইলে জীবনীশক্তির প্রভাবে নূতন নূতন শিরা দ্বারা রক্তচলাচলক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির সহিত জরায়ু, ধমনী ও শিরা বর্দ্ধিত হয়। ভ্রূণ নির্গত হইলে ইহারা আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

Nerves কাটিয়া গেলে বা পুরাতন হইলে এই শক্তির প্রভাবে নূতন Nerve জন্মায়। কোন জীবাণু ধ্বংশ হইবার পূর্ব্বেই কদলীর তেউড়ের ন্যায় নূতন জীবাণু এই জীবনীশক্তির প্রভাবে সৃষ্ট হইয়া পুরাতন জীর্ণ জীবাণুর ক্রিয়ার ভার গ্রহণ করে। Telegraphএর তার ও যন্ত্রগুলি এবং কমিসেরিয়েট ডিপার্টমেণ্টের রসদবাহী যন্ত্রগুলি গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনানুসারে বর্দ্ধিত ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ইহারা গভর্ণমেণ্ট নহে।

শরীরের কোন স্থানে নূতন একটী আব (Tumour) জন্মাইলে সেই আবের (Tumourএর) জন্মের সহিত ধমনী, শিরা প্রভৃতি তাহাতে দেহ হইতে বিস্তৃত হয়। হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ অঙ্কুরিত হইতে না হইতে জীবনীশক্তি এই সকল শাখা প্রশাখার ধমনী ও শিরাজাল প্রেরণ করেন।

## ধমনীগণের ক্রিয়া।

সুশ্রুত সংহিতায় ধমনীগণের ক্রিয়া সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে যথা—

ঊর্দ্ধগাঃ শব্দরূপরসগন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাস-
জৃম্ভিত ক্ষুদ্ধসিত কথিতরুদিতাদীন্
বিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি॥

ঊর্দ্ধগ ধমনী দশটী—ইহারা শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভা,

ক্ষুৎ, হসন, কথন ও রোদনাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সম্পাদন করত শরীরকে ধারণ করে।

"অধোগমাস্তু বাতমূত্রপূরীষশুক্রার্ত্তবাদীন্যধো বহন্তি"

অধোগামী ধমনীসকল বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তবাদি বহন করে।

তির্য্যগ্‌গানান্তু চতস্রণা ধমণীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তর বিভজ্যন্তে। তাস্ত্বসংখ্যেয়াঃ। তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং বিবদ্ধমাততঞ্চ। তাসাং মুখানি রোমকূপপ্রতিবদ্ধানি। যৈঃ স্বেদমভিবহন্তি রসঞ্চাপি। সন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্বহিশ্চ।

তির্য্যগ্‌গামী ধমনীচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটী উত্তরোত্তর শতসহস্র শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্য হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা এই শরীর গবাক্ষিত (জালব্যাপ্তবৎ) বিবদ্ধ ও আতত হইয়া রহিয়াছে; সেই সকল ধমনীর মুখ রোমকূপে প্রতিবদ্ধ, যে মুখ দ্বারা উহারা স্বেদ বহন করে এবং রসও বহন করিয়া থাকে, সেই রস দ্বারা উহারা শরীরকে অভ্যন্তরে ও বাহিরে সন্তর্পিত করে।

কোনও তন্ত্রে লিখিত আছে যথা—

সার্দ্ধকোট্যর্দ্ধকোটীচ যানি লোমানি মানুষে।
নাড়ীমুখানি সর্ব্বাণি ঘর্ম্মবিন্দুং ক্ষরন্তি চ॥

সুশ্রুত বলিয়াছেন যথা—

তৈরেব চাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহালেপনবীর্য্যান্যন্তঃ শারীরম্ অভিপ্রতিপদ্যন্তে ত্বচি বিপক্কানি। তৈরেব স্পর্শসুখমসুখং বা গৃহ্লাতি।

অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহ ও প্রলেপ ইহারা ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা ত্বকে বিপক্ক হইলে ইহাদের বীর্য্য ঐ সকল ধমনী দ্বারাই শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। উহাদের (তির্য্যগ্‌গামী ধমনীর) দ্বারাই স্পর্শ সুখ বা অসুখ অনুভূত হয়।

সুশ্রুতসংহিতার এই সকল বর্ণনায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ধমনীরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং সুখ ও অসুখ গ্রহণ করে, সুতরাং ইহারা ইংরাজী Nervesএর সহিত সমান। অধুনা Nerves গুলিকে যে স্নায়ু বলা হয়, ইহা একান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ।



স্নায়ুর প্রকৃত ইংরাজী প্রতিশব্দ Ligament, nerve নহে। পুনশ্চ ধমনী শব্দে Sympathetic nerveও বুঝায়। যেমন পদ্মের কন্দ, পঙ্কের মধ্যে থাকে এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম জলের উপর শোভা পায়, তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রমতে সমস্ত ধমনী নাভিকন্দ অর্থাৎ কটিদেশস্থ ত্রিকাস্থির (Sacrum) সম্মুখস্থ Pelvic plexus হইতে উৎপন্ন হইয়া উদরের অভ্যন্তরস্থ Solar-plexus হইতে বিশেষরূপে ব্যক্ত হয়। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের যোগ-গ্রন্থে দেখা যায় যে, মূলাধার হইতে ৯ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধস্থিত স্থান অবধি সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তিস্থান।

"কন্দস্থানং মনুষ্যাণাং দেহমধ্যান্নবাঙ্গুলম্।"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যং।

যে সকল ধমনী ছিদ্রান্বিত, তাহারা রসবহা ও রক্তবহা; এই সকল ধমনী দ্বারা দেহ পুষ্ট হয়। সমস্ত রস ও রক্তবহা ধমনীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবার শক্তি আছে। এই সকল শক্তি ব্যানবায়ু Vasomotor নামক ধমনীজালে প্রকাশ পায়। যখন মানবদেহ প্রথম মাতৃগর্ভে গঠিত হয়, তখন জীবনীশক্তির প্রথম বিকাশ নাভিপ্রদেশে অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অজ্ঞানবশতঃ উদরপ্রাচীরস্থিত চর্ম্মনির্ম্মিত নাভিকে সমস্ত শিরাগণের মূল কহেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। চর্ম্মনির্ম্মিত নাভির মধ্য দিয়া ভ্রূণের নাভিরজ্জু (Umbilical cord) গমন করে সত্য, কিন্তু ইহা কেবল মাতার হৃদয়ের সহিত ভ্রূণের হৃদয়ের সংযোগ করে। প্রকৃতপক্ষে নাভি কেবল রক্তচলাচলের জন্য নাভিরজ্জু যাইবার পথ মাত্র।

গর্ভস্য নাভৌ মাতুশ্চ হৃদি নাভির্নিবধ্যতে।
যয়া স পুষ্টিমাপ্নোতি কেদার ইব কুল্যয়া॥

(বাগ্‌ভট শারীরস্থান।)

গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণের পর শিশুর কোম শিরাই চর্ম্মনির্ম্মিত নাভির সহিত সংযুক্ত থাকে না। শাস্ত্রকারগণের মতে এই চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি সমস্ত শিরার সহিত নিবদ্ধ এমত নহে। পরন্তু এই সমস্ত শিরা উদরমধ্যস্থিত Solar plexusএর সহিত নিবদ্ধ বলিলে সম্যক্ যুক্তিযুক্ত হয় এবং শবব্যবচ্ছেদে ঠিক ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি অনেক স্থলে অস্ত্রের দ্বারা ছেদ করিয়া ফেলিলেও রোগীর কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। Solar plexus হইতে শাখাপ্রশাখা অন্যান্য plexusএর সহিত যুক্ত হইয়া শরীরের সমস্ত শিরাজালের প্রাচীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, Solar plexus উদরের

অভ্যন্তরস্থ সমস্ত যন্ত্র শাখাপ্রশাখা দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। Solar এই কথাটি সূর্য্যসম্বন্ধীয় বলিয়া বুঝায় (Sola=সূর্য্য)। প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন হিন্দু ঋষিদিগের ন্যায় নাভিকেই সূর্য্যের স্থান বলিতেন। বেদে সূর্য্যের উদয়ও নাই, অস্তও নাই, এই কথা আছে।

"সূর্য্য ন উদেতি ন চাস্তমেতি।"

শ্রুতি।

স্থূল দৃষ্টিতে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দেখা যায় বলিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র মতে সিংহরাশি যেমন সূর্য্যের ঘর, সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্র মতে এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সিংহরাশি অর্থাৎ উদরকে সূর্য্যের স্থান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যেমন চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুইটী কেন্দ্র থাকে, তদ্রূপ আমাদের দেহে ২টী কেন্দ্র আছে, উর্দ্ধদিকের কেন্দ্রকে অর্থাৎ মস্তককে চন্দ্রের স্থান এবং নাভিদেশস্থ কেন্দ্রকে সূর্য্যের স্থান কহে।

"তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রঃ নাভিমূলে দিবাকরঃ।"

তন্ত্র।

আয়ুর্ব্বেদ যেমন সমস্ত ধমনীর উৎপত্তিস্থান 'নাভি' বলিয়াছেন, তদ্রূপ সমস্ত শিরার উৎপত্তিস্থানও নাভি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, ভুক্ত আহার সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইলে তাহার সারাংশকে রস (Chyle) কহে।

"সম্যক্ পক্কস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।"

এই রস যকৃৎ এবং প্লীহা এই দুইটী যন্ত্রে গিয়া রক্তে পরিণত হয়। সমান বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই রস হৃদয়ে যায়;—

"রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ।"

Solar plexusএ যে শক্তি ক্রিয়া করে, তাহাকে সমান বায়ু কহে। এই বায়ু দ্বারা অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং ঐ পরিপাকপ্রাপ্ত অন্ন হইতে এই বায়ু রসরূপ সারাংশ আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে প্রেরণ করে। যেমন বৃক্ষগণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ জীবনী শক্তির প্রভাবে মানবদেহে আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে রস দুইটী মার্গ দিয়া হৃদয়ে প্রেরিত হইয়া শরীর পোষণ করে।



যে রস দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, সেই রস Lactial নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবহা শিরা দিয়া শরীরের বামভাগস্থিত Thoracic duct নামক শিরা দ্বারা বক্ষঃদেশের অভ্যন্তরে রক্তের সহিত হৃদয়ে উপস্থিত হয়। পুনশ্চ আহারের সারাংশ রসের কিয়ৎপরিমাণ আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবহা শিরা দিয়া Portal vein নামক শিরায় প্রবেশ করে; ইহাই রস-প্রবাহের দক্ষিণ মার্গ। Portal vein হইতে এই রস যকৃতে প্রবেশ করে। পরে যকৃতে বিশুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে গমন করে। ইহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইল যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে রস আমাশয় ও পাকাশয় হইতে হৃদয়ে যায়। এই আমাশয় ও পক্বাশয়ের প্রাচীরে যে সকল সূক্ষ্ম Lactial এবং Portal veinএর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অগ্রভাগ আছে, সেই গুলিই সমস্ত রস ও রক্তবহা শিরার উৎপত্তিস্থান। ইহারা রস আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে না লইয়া গেলে হৃৎপিণ্ড, রস ও রক্ত সমস্ত দেহে পরিবেষণ করিতে কোথায় পাইবে। এই নিমিত্ত সুশ্রুত লিখিয়াছেন;—

তাসাং (শিরাণাং) নাভির্মূলং,
ততশ্চ প্রসরন্ত্যূর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ।

এই শিরাগণের নাভিই মূল এবং তথা হইতে ইহারা ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে প্রসরণ করিয়াছে।

সুশ্রুতে আরও দেখিতে পাওয়া যায়;—

যাবত্যস্তু শিরাঃ কায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাম্।
নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ॥ ১
নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভির্ব্যুপাশ্রিতা।
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥ ২

শরীরিগণের কায়ে যত শিরা উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই নাভির সহিত নিবদ্ধ এবং তথা হইতে সমস্ত দেহে প্রসারিত হইয়াছে (১—২) প্রাণিগণের প্রাণ নাভিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং নাভিও প্রাণকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। যেরূপ চক্রনাভি (চাকার মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠখণ্ড) অরসমূহ দ্বারা বেষ্টিত (অর্থাৎ চক্রখণ্ড হইতে যে সমস্ত কাষ্ঠখণ্ড চক্র পরিধিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে) সেইরূপ প্রাণিগণের নাভি শিরাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত। চর্ম্মনির্ম্মিত নাভির সহিত কোন শিরাই নিবদ্ধ নহে এবং ঐ নাভিকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ রহিয়াছে এ কথাও বলা যায় না। এ

কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে অস্ত্রচিকিৎসায় নাভি ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিলে সেই প্রাণীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইত। উদরাভ্যন্তরে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে উদর-প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া শস্ত্র পাত করিতে হয়। কারণ এই স্থলে Linea Alba নামক শিরাহীন স্থান আছে। এই স্থানে অস্ত্রাঘাত করিলে রক্তস্রাব হইবার আশঙ্কা নাই বলিয়া এই স্থানে অস্ত্রপাত করিয়া উদরাভ্যন্তরে অস্ত্র চিকিৎসার জন্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইতে হয়। অনেকে ঋষিদিগের মান রক্ষা করিবার জন্য বলেন যে, ঋষিরা ভ্রূণের নাভি রজ্জু দিয়া রক্ত চলাচল করে বলিয়া সমস্ত শিরা নাভি নিবদ্ধ এই কথা লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ঋষিরা ভ্রূণের কথা বলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন কেন? গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার পর যখন কোন সময়েই শিরাগুলি চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি নিবদ্ধ নহে, তখন ভ্রূণের কথা আনিয়া ঋষিদিগের মান রাখিবার অবশ্যকতা কি? প্রাণিগণের চর্ম্মনির্ম্মিত নাভির শিরা, ধমনী ও প্রাণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এই দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মত। তূলারাশি বা নাভি অর্থে দেহের মধ্যস্থল বুঝায়, দেহের মধ্যস্থলই কটিদেশ। এই কটিদেশে মূলাধার চক্র। এই চক্রে মহাশক্তি কুণ্ডলিনী বিরাজ করিতেছেন। যেমন তড়িৎশক্তি (Electricity) ব্যাটারি হইতে Positive pole দিয়া নির্গত হইয়া Negative pole দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেইরূপ সমস্ত নাভি কুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন হইয়া চক্রের ন্যায় দেহকে ভ্রমণ করতঃ পুনর্ব্বার ইহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইনি সমস্ত দেহস্থিত ধমনীর উৎপত্তিস্থল হইলেও ইহাঁতে কোন নাড়িরই চাঞ্চল্য বা স্পন্দন পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব্বে এই স্থলকে নাভিকন্দ বলা হইয়াছে। যেমন পদ্মের কন্দ পঙ্কের ভিতর থাকে এবং জলের উপর সেই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ ইনি মূল হইলেও প্রকৃত নাভির ক্রিয়া Solar plexusএ হইয়া থাকে। এই কুণ্ডলিনীর প্রভাবে Solar plexus হইতে জীবের শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তন্ত্রে কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে লেখা আছে যে,—

"শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে"।

শার্ঙ্গধরে লেখা আছে—

নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃৎকমলান্তরম্।
কণ্ঠাদ্বহির্বিনির্য্যাতি পাতুং বিষ্ণুপদামৃতং॥
পীত্বা চাম্বরপীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়ন্ দেহমখিলং জীবয়ন জঠরানলম্।



নাভিস্থ প্রাণবায়ু হৃৎকমলান্তর স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তর (Chest) দিয়া গমন করিয়া বিষ্ণুপদামৃত (বাহ্য বায়ু) পান করিবার জন্য কণ্ঠ হইতে বহির্গত হয় এবং আকাশ-পীযূষ পান করিয়া সমস্ত দেহকে তর্পিত ও জঠরানলকে বর্দ্ধিত করত পুনরায় নাসিকারন্ধ্র দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। স্থূলভাবে ইহার অর্থ এইরূপ। ব্যাখ্যান্তর—নাভিস্থ প্রাণবায়ু হৃদ্‌কমল স্পর্শ করিয়া কণ্ঠ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মস্তকাভ্যন্তরে বিষ্ণুপদামৃত (ব্রহ্মরন্ধ্রাশ্রিত অমৃত) পান করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হয় এবং ব্রহ্মরন্ধ্রাশ্রিত অমৃত পান করিয়া যে বেগে উপরি উঠিয়াছিল, সেই বেগে পুনরায় আসিয়া স্বস্থানে উপস্থিত হয় এবং সমস্ত দেহকে তৃপ্তিযুক্ত ও জঠরাগ্নিকে আপ্যায়িত করে।

## নাভি, সমস্ত ধমনীর উৎপত্তির স্থান কেন?

১। জীবনীশক্তির প্রথম বিকাশ, দেহের মধ্যস্থল হইতে হয়। মাতার জরায়ুস্থ শিরার সহিত ভ্রূণের নাভিরজ্জুর সংযোগ জীবনীশক্তির প্রথম ক্রিয়া।

২। Solar plexus হইতে Vasomotor ধমনীসকল সর্ব্বদেহে বিস্তৃত হয়। পোষণের অভাবে কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। দেহের বিস্তৃতির সহিত রসবহা শিরা সকল বিস্তৃত হয়। এই সকল শিরার প্রাচীরে Vasomotor ধমনীজাল আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া করে। এই সকল ধমনী উদরাভ্যন্তরস্থিত Soiar plexusএর সহিত নিবদ্ধ বলিয়া শিরা ও ধমনীগুলিকে নাভিনিবদ্ধ বলে।

৩। সুশ্রুত সংহিতার নাভি মর্ম্ম কখনই উদর প্রাচীরস্থিত চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি নহে। এই চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি ছেদন করিলে কখনই মৃত্যু হয় না।

৪। উদরাভ্যন্তরে আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে যে সকল শিরাজাল আছে, সেই শিরাজালবেষ্টিত স্থলকেই নাভিমর্ম্ম কহে।

৫। যেমন সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবীর রস ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই উদরাভ্যন্তরস্থিত শিরাজালও আহারের সারভাগ রসকে হৃদয়ের দিকে আকর্ষণ করে। এইজন্য এই স্থলকে গ্রহণী বা সূর্য্যের স্থান কহে। সূর্য্যসূক্তে সূর্য্য সম্বন্ধে লেখা আছে;—

"সৌম্যং রসং পিবতি আয়ুর্দ্দাতি"

সূর্য্য সৌম্যরস পান করেন এবং আয়ুঃ প্রদান করেন।

কুণ্ডলিনীশক্তি—যাহা হইতে সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি, তাঁহার দুইটী রূপ। একভাবে

তিনি সর্ব্বব্যাপিনী, অতি সূক্ষ্মা, সকলের হেতুভূতা, এবং সনাতনী। কুণ্ডলিনীর এই স্থিরভাব, চুম্বকের সকল অংশেরই মধ্যস্থলে বুঝিতে পারা যায়; এই স্থির মধ্যস্থল না থাকিলে চঞ্চলাংশ অর্থাৎ লৌহাকর্ষকশক্তি থাকিতেই পারিত না। যেমন বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে হংসবাহন ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, সেইরূপ ভ্রূণের মধ্যদেশ হইতে সমস্ত দেহ সৃষ্ট হয়। হংস অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস (হং—নিশ্বাস স=উচ্ছ্বাস) অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ভ্রূণের দেহেও মধ্যস্থলই শ্বাস প্রশ্বাস বা প্রাণের বিকাশের স্থান। ষট্‌চক্রভেদে মূলাধার পদ্মকে ব্রহ্মার স্থান কহিয়াছেন।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

---

# চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস।

জীবনরক্ষক কোনও চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবস্থা জানিতে হইলে, সেই শাস্ত্র কাহার রচিত, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার কারণ কি, তাহা কতকাল পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রচারিত, কি পরিমিত সুবিজ্ঞ লোকের অনুমোদিত অর্থাৎ শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছে, কত লোকে তাহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া কিরূপ ফল পাইয়াছেন অথবা পাইতেছেন, ইহার আমূল ইতিহাস জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে, (সুতরাং বঙ্গপ্রদেশেও) সর্ব্বপ্রকার রোগের স্বরূপ নির্ণয় ও চিকিৎসা-বিষয়ে, পৃথিবীর মানবশিরোমণি আর্য্যজাতির মহামাননীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রই প্রধানতম। বিদ্যমানসময়ে পৃথিবীতে প্রচলিত এলোপ্যাথি, হকিমী, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসাপ্রণালী, কেহ কোনও অংশে, শ্রদ্ধাস্পদ ও হিতসাধক হইলেও, তাহারা উহার নিম্নশ্রেণীতে গণনীয়। সুতরাং রোগ ও চিকিৎসাবিষয়ে, প্রধানতম আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবস্থার সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যবস্থার সংমিলন হইলে, চিকিৎসাবিষয়ক সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সিদ্ধান্ত হইবে। এই উদ্দেশেই এই "চিকিৎসা-সম্মিলনী" পত্রিকার সঙ্কলন আরম্ভ হইয়াছে।

শুভ বা অশুভ, কোনও কার্য্যই বাধাশূন্য হয় না। তদনুসারে বিবিধ বাধাপ্রযুক্ত, এই পত্রিকাতে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, কতকালের এবং কাহার রচিত, কিরূপ প্রামাণিক। এলোপ্যাথি প্রভৃতি প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালী সকল, কি নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদের নিম্নশ্রেণীতে গণ্য, এ পর্য্যন্ত আমরা পাঠক মহাশয়দিগের নিকট, তাহার পরিচয় দিতে পারি নাই। এক্ষণে ঐ বিষয় ক্রমশঃ, প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম।

# আয়ুর্ব্বেদের অবতরণিকা

অর্থাৎ

# আমূল ইতিহাস।

কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত।

প্রথম প্রকরণ।

## আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি।

প্রথম বিবরণ।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারিবেদ যাহার মূল (১) যাহা প্রধানতম ঋক্‌বেদের (২) উপবেদ (৩) ও অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব (৪) বলিয়া গণ্য, সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, কোন্ সময়ে সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কাল নির্ণয় করা মনুষ্যের অসাধ্য।

---

[১] ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থং বৈ আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

[২] তৎপরিচরণাবিতরৌ বেদৌ।
বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য।

[৩] সর্ব্বেষামেব বেদানামুপবেদা ভবন্তি। ঋগ্‌বেদস্য আয়ুর্ব্বেদ উপবেদঃ। যজুর্ব্বেদস্য ধনুর্ব্বেদ উপবেদঃ। সামবেদস্য গান্ধর্ব্ববেদ উপবেদঃ। অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রানি।
(বেদ্যাসরচিত চরণব্যূহ)

[৪] বিধাতাথর্ব্ব সর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্।
স্বনামা সংহিতাঞ্চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্॥
ভাবপ্রকাশ। পূর্ব্বখণ্ড। ১ম অধ্যায়।

## এস্থলে মন্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে, কোথাও চারিবেদমূলক। কোথাও কেবল ঋক্ বেদের উপবেদ। কোথাও অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব। আবার স্থল বিশেষে (সুশ্রুত সংহিতায়) অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। ঐ সকল বিভিন্ন উক্তির সামঞ্জস্য এই। যথা,—

(ক) সুশ্রুত সংহিতার টীকাতে চক্রপাণি দত্ত, উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,—

"নবধা অথর্ব্বাণো বেদো, বাক্যম্, ইতিহাসঃ,
পঞ্চ পুরাণানি, বৈদ্যকঞ্চ।"

বৈদ্যক, অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ,—(অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদের যে অংশ বিশিষ্টরূপে কথিত হইয়াছে, তাহা) অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গবিশেষ (অঙ্গের প্রত্যঙ্গ নহে) হইতেছে। এইজন্য, সুশ্রুত সংহিতাতে আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে।

(খ) প্রকৃতপক্ষে অথর্ব্ববেদের "বৈদ্যক" অংশ যেরূপ মূল্যবান্, অন্যান্য অংশ সেরূপ নহে। এই জন্য ভাবপ্রকাশে, উহা অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব বলিয়া গণ্য।

(গ) আয়ুর্ব্বেদের শল্যতন্ত্রে (সার্জ্জারি) ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের অধিকাংশ মূলতত্ত্ব, ঋগ্‌বেদমধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস, চরণব্যূহগ্রন্থে, আয়ুর্ব্বেদকে ঋগ্‌বেদের উপবেদ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(ঘ) ফলতঃ চারিবেদেই অল্পাধিকরূপে, ইহার মূলতত্ত্ব সকল নিহিত আছে। এই জন্যই পুরাণশাস্ত্রে, চারিবেদকেই আয়ুর্ব্বেদের মূল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

## দ্বিতীয় বিবরণ।

আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রথমোৎপত্তির কাল নির্ণয়, মনুষ্যের অসাধ্য কেন, তাহার কারণ নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

আর্য্যজাতীয় শাস্ত্রসকলে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সর্ব্বপ্রথম মানবাদি প্রাণীর সৃষ্টির পূর্ব্বে [৫] সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রথমসংখ্যক ব্রহ্মা, আয়ুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ

[৫] ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম, যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য "অনুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ" শ্লোকশতসহস্রম্ অধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।



একলক্ষ শ্লোকে এবং এক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আয়ুর্ব্বেদের অর্থাৎ "ব্রহ্মসংহিতার" রচনা করেন।

অনন্তর দক্ষপ্রজাপতিকে তাহার শিক্ষা দেন। দক্ষের শিষ্য (ছাত্র) অশ্বিনী-কুমারযুগল। তাঁহাদিগের শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্র [৬]

## তৃতীয় বিবরণ।

আর্য্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে স্থির হয় যে,—পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, অসীমকাল, ধারাবাহিকরূপে হইয়া আসিতেছে। সুতরাং মনুষ্যাদি প্রাণীদিগের সৃষ্টিও অসংখ্যবার হইয়াছে। তদর্থে অসংখ্য ব্রহ্মা নামক সৃষ্টিকর্ত্তার আবির্ভাব বা জন্ম ও তিরোভাব বা মৃত্যু হইয়াছে এবং হইবে। [৭]

কিন্তু যখন প্রাণীদিগের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই কোনও কোনও রোগ ও চিকিৎসার সম্পর্ক আছে, তখন জ্ঞানময় জগদীশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক ব্যবস্থানুসারে, সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টির পূর্ব্বে, রোগ ও চিকিৎসাসংক্রান্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সৃষ্টি এবং প্রথম ব্রহ্মার সৃষ্টির পরেই তাহার প্রচার, একান্ত যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। কারণ, এই তত্ত্বটী স্বীকার না করিলে, জগদীশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা অস্বীকার করা হয়।

## মন্তব্য।

পৃথিবীর সৃষ্টিবিষয়ক ইতিহাস নির্দ্দেশ, অতি দুরূহ ব্যাপার। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জ্ঞানের ভিন্নতানুসারে, এই বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

অল্পকালজাত ইউরোপীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র "বাইবেলের" মতে, এক্ষণ-কার পূর্ব্ব ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসরের কিছু অধিক অর্থাৎ ৬০০০ ছয় হাজার বৎসরের

[৬] ব্রহ্মা প্রোবাচ। ততঃ প্রজাপতিরধিজগে। তস্মাৎ অশ্বিনৌ। অশ্বিভ্যামিন্দ্রঃ। (সুশ্রুত ঐ)
কিঞ্চ, ব্রহ্মা স্বয়ায়ুষো বেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ।
সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং॥ (বাভট। সূত্রস্থান। ১ম অঃ)

[৭] চতুর্যুগসহস্রং কল্পঃ। স চ পিতামহস্য অহঃ। তাবতী চ অস্য রাত্রিঃ। এবং বিধেন অহোরাত্রেণ মাসবর্ষগণনয়া ব্রহ্মণো বর্ষশতমায়ুঃ। ব্রহ্মায়ুষা চ পরিচ্ছিন্নঃ পৌরুষো দিবসঃ। তাবতী চ অস্য নিশা। পৌরুষাণাম্ অহোরাত্রাণাং সংখ্যৈব নাস্তি। ন চ ভবিষ্যতাম্। অনাদ্যন্তত্বাৎ কালস্য।
গঙ্গায়াঃ সিকতা ধারাঃ তথা বর্ষতি বাসবে।
শক্যা গণয়িতুং লোকে ন ব্যতীতাঃ পিতামহাঃ॥
স্মৃতিশাস্ত্র। বিষ্ণুসংহিতা। ২০ অধ্যায়।

মধ্যে এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদিগের ঐ শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ নিতান্ত অবাস্তবিক। যথা,—

(ক) আমেরিকার নিউ আরলিয়ন্ নামক স্থানে, একটী মনুষ্যকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে! ভূতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, উহা ৫৭,০০০ সাতান্ন হাজার বৎসর অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বকালীন লোকের দেহ ছিল।

(খ) পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত,—অতি প্রাচীনকালীন রাজাদিগের সমকালের ধাতু ও প্রস্তরফলকস্থ শিল্পলিপি, এসিয়াটিক্ সোসাইটীর চিত্রশালিকাতে আছে।

(১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

(গ) "প্রাকৃতিক ভূগোল" পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, পৃথিবীর যে সাতটী স্তর আছে, তাহার এক একটী প্রস্তুত হইতে কত লক্ষ বৎসর গিয়াছে, তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন।

(ঘ) ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, ডব্লিউ জে, সোলাস নামক ইংরেজ কহেন যে, ২,৬০,০০,০০০ দুই কোটী ষাটি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীর সৃষ্টি অনুমিত হয়। আবার ডারউইন প্রভৃতি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক বলেন যে, দুই কোটী হইতে ৪ কোটী বৎসরের মধ্যে—অপিচ, অপর কেহ কেহ বলেন যে, ৮।৯ কোটী বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্ঠি হওয়া সম্ভব।

(১৩০৭। ২২এ অগ্রহায়ণের হিতবাদী-পত্রিকা)

এই সকল অনুধাবন করিলে, ইউরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে, পৃথিবীর সৃষ্টিবিষয়ক কালসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ প্রায় ৬,০০০ ছয় হাজার বৎসর), বাস্তবিক তত্ত্বের বিপরীত, সুতরাং ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

অতএব, বিদ্যমান কলিযুগের প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত, মনুষ্যদিগের ক্রমশঃ পরিজ্ঞাত বাহ্যজড়বিজ্ঞান (আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান নহে,) এবং তৎসাধিত যথাসম্ভব সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করা, যদি বাইবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐ সময় নির্দ্দেশ, ঐ অংশে সার্থক হইতে পারে। কিন্তু, বাস্তবিক পৃথিবীর সৃষ্টি বর্ণনাবিষয়ে তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক হইতেছে।

বস্তুতঃ আর্য্যশাস্ত্রমতে, বিদ্যমান কলিযুগের আরম্ভ, এক্ষণকার (১৯০৭ খৃঃ অব্দের) পূর্ব্বে, প্রায় ৬,০০০ ছয় হাজার বৎসর গত হইল। তথাহি—

প্রামাণিক গ্রন্থ স্কন্দপুরাণে, ভবিষ্যবৃত্তান্তে কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়ে, লিখিত আছে যে, কলিযুগের ৪০০০ চারি হাজার বৎসর গত হইবার পর, ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন। যথা,—



"ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥"

এদিকে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভকাল হইতে "সম্বৎ" নামক শাক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে! সুতরাং উক্ত ৪০০০ চারিহাজার বৎসরের সহিত এক্ষণকার (১৯০৭ খৃঃ অব্দের) পরিগণিত সংবৎ শাকের ১৯৬৩ বৎসর যোগ করিলে, ৫,৯৬৩ বৎসর হয়। এই নিমিত্ত প্রামাণিক স্কন্দপুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে, আমরা, বিদ্যমান কলিযুগের অতীতাব্দ, কিঞ্চিদূন, ৬০০০ ছয় হাজার বৎসর ধরিলাম।

এই কলিযুগের পূর্ব্বে, দ্বাপরযুগের শেষে, "যুগপ্রলয়" হইয়াছিল। তাহা অনেক পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে,—পৃথিবীতে অল্পকালজাত ইউরোপীয় জাতিরা এই কলিযুগের আরম্ভকালকেই পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিকাল (!!!) ভাবিয়া থাকিবেন।

যদি আমাদিগের এই সিদ্ধান্তে ভ্রান্তি না থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, কু-সংস্কারের এমনই প্রভাব, যাহার বশীভূত হইয়া ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও, আর্য্যশাস্ত্রের প্রমাণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে, বস্তুতঃ প্রাচীনতম কাল হইতে, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও প্রকৃত সভ্যতার আকরস্বরূপ ভারতবর্ষের পক্ষে আদিম পুরুষদিগের বর্ব্বরতা,—ক্রমশঃ জ্ঞান ও সভ্যতালাভ,—বেদাদিশাস্ত্রের ক্রমশঃ উৎপত্তি ও প্রচার, মনে করিয়া "বৈদিককাল" "স্মার্ত্তককাল" ও "পৌরাণিককাল" ইত্যাদি সংজ্ঞাতে যে সকল কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল ভ্রান্তিময় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আবার সর্ব্বনিকৃষ্ট কলিযুগের প্রথমাবস্থায়, এই যুগের পক্ষেও যথাসম্ভব জ্ঞানচর্চ্চা হইবার পূর্ব্বের লোকদিগকেই সত্যযুগের লোক মনে করিয়া, তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অল্পতা ও অসভ্যতা,—এক্ষণকার লোকদিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি, ইত্যাদি বিবরণ, যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছেন ও তাহা প্রচার করিয়া আপনাদিগের চরিতার্থতা অনুভব করিতেছেন, দেবতুল্য আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাসজ্ঞ, গম্ভীরপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের নিকট, তাহা যে একান্ত অশ্রদ্ধেয়, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? ফলতঃ এরূপ সিদ্ধান্তে সত্যের বিপরীত তত্ত্বই নির্ণীত হইয়াছে।

ক্রমশঃ—

# স্ফোটক। ( Abscess )

প্রদাহসম্ভূত পূয় রক্ত, কোন শারীর গঠনে সীমাবদ্ধরূপে অবস্থিত হইলে, সেই স্থান অল্লাধিক পরিমাণ উৎসেধযুক্ত হয়—এবম্বিধ লক্ষণাক্রান্ত পীড়ার ইংরাজী নাম অ্যাব্‌সেস। বঙ্গভাষায় ইহাকে স্ফোটক বলে—চলিত নাম ফোড়া। Inflamation অর্থে বঙ্গভাষায় সচরাচর প্রদাহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমরাও তাহার অন্যথাচরণ করিলাম না। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহাকে ব্রণশোথ বলে। এই ব্রণ-শোথে বা প্রাদাহিক স্থানে প্রথমে শারীর তন্তুর ধ্বংস না হইয়া তন্তুর বহুতর পরি-বর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলকথা—শারীরতন্তুর এই ধারাবাহিক পরিবর্ত্তন সমূহই প্রদাহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ অনুবীক্ষণ সাহায্যে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনগুলি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, "যথা—ধমনীশাখার (১) সঙ্কোচন ও প্রসারণ, শিরাসমূহের বিস্তৃতি, শোণিতের লোহিত কণার অতিদ্রুত সঞ্চরণ, শ্বেত কণিকার ধীর গতি, জলীয়াংশের (২) স্থিরতা প্রভৃতি। স্থূলকথা, প্রদাহান্বিত স্থানের রক্ত বিকৃত ও রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য হয়, সুতরাং ঐ স্থানের চেতনা ও পোষণশক্তির ব্যতিক্রম ঘটে। আক্রান্ত অংশ স্ফীত, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত, অস্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট (সাধারণতঃ লোহিতাভ) হইয়া থাকে, ইহাই প্রদাহের সাধারণ লক্ষণ। প্রদাহ সীমাবদ্ধ স্থানে প্রবল হইলেই অ্যাবসেস্ বা স্ফোটক নামে অভিহিত হয়।

সাধারণতঃ স্ফোটক দুই প্রকার। তরুণ ( acute ) ও পুরাতন ( chronic )। তরুণ বা একিউট্ অ্যাব্‌সেসের অপর নাম ফ্লেগ্‌মোনাস্ বা হট্ অ্যাব্‌সেস্। ষ্ট্যাফিলোকক্কাস পাইওজেনিস্ অরিয়াস্ এবং ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্ পাইওজেনিস্ অ্যাল্‌বম্ নামক উদ্ভিজ্জাণু হইতে তরুণ স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ফোটক একটী সৌত্রিক ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহার নাম Pyojenic membrane। পূর্ব্বে অনেকে বিশ্বাস করিতেন, এই ঝিল্লিই পূয়নিস্রাবক। এক্ষণে ঐ মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

(১) ইংরাজীতে যাহাকে Nerve বলে, আয়ুর্ব্বেদে তাহারই নাম ধমনী। কিন্তু Arteryকে ধমনী বলা বঙ্গভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, আমরাও সেই অর্থে ধমনী শব্দ ব্যবহার করিলাম।

(২) Liquor Sanguinis প্রকার ভেদ—



উৎপত্তিস্থান, প্রকৃতি, পীড়িত ব্যক্তির দৈহিক অবস্থা অনুসারে স্ফোটকের নামকরণ হইয়াছে।* যথা লিম্ফাটিক, মেটাষ্টেটিক, পাইয়েমিক, ডিফিউজ্‌ড মাল্টিলোকিউলার, পিওর পারল্ ইত্যাদি।

Lymphatic কক্ষ ইলিয়াক্ ফসা প্রভৃতি স্থানে ঈদৃশ স্ফোটকের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। প্রায়শঃ স্ত্রীলোক ও দুর্ব্বলপ্রকৃতি লোকদিগের এই স্ফোটক জন্মিয়া থাকে। রোগী, পূর্ব্ব লক্ষণ, বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারে না। আক্রান্ত স্থান হঠাৎ স্ফীত হইয়া উঠে,—বেদনার তীব্রতা থাকে না,—সঞ্চালনন অনুভব করা যায়। এই স্ফোটক হইতে সচরাচর অবিকৃত পূয় নির্গত হইয়া থাকে।

Metastac প্রথম উদ্ভবের স্থান ত্যাগ করিয়া দেহের অন্যস্থানে যে স্ফোটক উদ্গত হয়, তাহাকে মেটাষ্টেটিক্ অ্যাব্‌সেস্ বলে।

Pyamic এক প্রকার দূষিত ( Infective ) দুর্ব্বলকারী জ্বর বিশেষকে পাইমিয়া বলে। বহু সংখ্যক স্ফোটক হওয়া এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ স্ফোটক-গুলি ক্ষুদ্র রকমের হইয়া থাকে। কখন কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাইয়েমিক স্ফোটক দুই প্রকার। যথা প্রাথমিক ও দ্বৈবারিক। এম্বোনাই† কোন রক্তাবহানাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ হইলে তাহার উপরে থ্রম্বোসিস উৎপন্ন হয়। এই থ্রম্বোসিসের মধ্যে উদ্ভিজ্জাণু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ও ব্লড্ ভেসেল্‌সের মধ্য দিয়া সন্নিহিত তন্তু ও বিধানমধ্যে সঞ্চালিত হইলে তথায় প্রদাহোৎপাদন করে ঐ প্রদাহের পরিণামই স্ফোটক। এইরূপে পাইয়েমিক্ অ্যাব্‌সেসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্ক্ মস্তিষ্ক ও সন্ধিস্থানে দ্বৈবারিক স্ফোটক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সিষ্টেমিক সার্কুলেশন হইতে যে সকল এম্বোলিজম্ বিচ্যুত হয় তাহারা প্রথমে ফুস্‌ফুসে আসিয়া আবদ্ধ হওনানন্তর স্ফোটক জন্মায়, এই স্ফোটকের পূয় ও অন্যান্য দূষ্য পদার্থ সমূহ, রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্য যন্ত্রে দ্বৈবারিক স্ফোটকের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

Diffused—ইহার Pyogenic membrane থাকে না। এজন্য গঠন সমূহের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আক্রান্ত স্থানকে সমধিক ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই শ্রেণীর স্ফোটকে অনেক সময় ইলিয়াক ফসার উদ্ভব হইতে দেখা যায়।

Tympanetic—স্ফোটকের অভ্যন্তরে পূয় ও বায়ু উভয় বর্ত্তমান থাকিলে

---

* সংযমিত রক্তের ঘন খণ্ড।

† হার্ট বা আর্টারীর স্থানিক সংযত রক্ত।

তাহাকে Tympanetic or Emphysematic abcess বলে। উদর গহ্বরের প্রাচীরে প্রায়শঃ এই শ্রেণীর স্ফোটক জন্মিয়া থাকে। কখন কখনও ইহা অন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

Pure pirle—প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের যে স্ফোটক হয়, তাহার নাম প্রসবোত্তরীয় স্ফোটক।

কতিপয় স্ফোটক নালী দ্বারা সংযুক্ত হইলে তাহাকে Maltilocutor Abscess বলে।

কারণ—নানাপ্রকার উত্তেজনার ফলে স্ফোটক জন্মিতে পারে। রুদ্ধমূত্র ও মৃতঅস্থি অনেক সময় উত্তেজনার কার্য্য করে।

লক্ষণ—অপরিণত স্ফোটকের লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আক্রান্ত স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ বিধান একটু সঙ্কুচিত হয়। আক্রান্তস্থানের কোন অংশ অধিকতর স্ফীত ও কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম হইয়া উঠে। ত্বকের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া চাকচিক্যযুক্ত দৃষ্ট হয়, অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিলে সঞ্চালন অনুভব করা যায় গভীর স্ফোটকে সকল সময় এই সঞ্চালন অনুভব করা সবিশেষ কঠিন হইয়া থাকে, রোগী, দুরূহ দপ্‌দপে বেদনা ও চিড়িকপাড়ার জ্বালায় কখনও কখনও ঈষৎ কণ্ডুয়ন অনুভব করে। কোমল হস্তে ধীরতার সহিত স্ফোটকের চতুঃপার্শ্বে অঙ্গুলি ঘুরাইলে রোগী কখনও কখনও অল্প স্বাস্থ্য বোধ করে। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় অল্পাধিক জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু স্ফোটক-গহ্বর সম্পূর্ণরূপে পূয় পরিপূর্ণ হইলে জ্বরাদি লক্ষণের অল্পতা বা তিরোভাব ঘটা অসম্ভব নহে।

পুরাতন (Chronic Abscess ইহার আর একটী নাম—cold abscess.) স্ফোটক আরোগ্য না হইয়া বহুদিন যাবৎ বর্ত্তমান থাকিলে তাহাই পুরাতন স্ফোটক নামে আখ্যাত হয়। ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। তরুণ স্ফোটকে রোগী যেমন দপ্‌দপে বেদনা, টাটানি ও কণ্ডুয়ন ও সটান হইয়া অনুভব করে; চিকিৎসক যেমন স্ফোটকের মুখে (point) ঔজ্জ্বল্য ও চিক্কণতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেন, ইহাতে তাহার কোন লক্ষণই অনুমিত ও দৃষ্ট হয় না। কেবল স্ফীততা, কোমলতা, সঞ্চলনশীলতা উপলব্ধি করা যায় মাত্র। কখনও উহা একটী অর্ব্বুদের ন্যায় কঠিন বোধ হয়, কিছুমাত্র ফ্লাকচুয়েশনপাওয়া যায় না। বহুদিন যাবৎ ইহা গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারে অর্থাৎ রোগীর বিশেষ কোন যন্ত্রণা না হইয়াও ইহার উদ্ভব হইতে পারে। এই স্ফোটক গভীর হইলে চিকিৎসক সহজে সঞ্চলনতা অনুভব করিতে সক্ষম হন না বলিয়াই ইহাতে বেদনার তীব্রতা প্রায়শঃ দেখা যায় না, কখনও কখনও স্ফীততার



সহিত ঈষৎ বেদনা বর্ত্তমান থাকে। প্রাদাহিক জ্বরে রোগী কাতর হয় না। আক্রান্ত স্থান কিঞ্চিৎ ভারি বোধ হয়, এইমাত্র। ক্বচিৎ কেহ কেহ সাধারণ প্রাদাহিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্ফোটক-গহ্বর পূয়পরিপূর্ণ থাকিলেও বেদনা থাকে না বা সঞ্চলনতা অনুভব করা যায় না; অথবা সম্পূর্ণ কাঠিন্য তিরোহিত হয় না। যাঁহারা অধিক পরিমাণে থাই অ্যাবসেস্‌গ্রস্ত রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। থাই অ্যাবসেস্‌গ্রস্ত রোগীদিগকে অনেক সময় চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। আমরা কোন একটী রোগিণীর পীড়াক্রমণের ২ বৎসর পরে অস্ত্রোপচার করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছি।

নির্ণয়—তরুণ স্ফোটক নির্ণয়ে ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকিলেও স্ফোটকের স্থাননির্ণয়ে বড়ই গোল ঘটে। উদরপ্রাচীরের স্ফোটক কি লিভার অ্যাবসেস্—ইহা কেহ কেহ সহজে নির্ণয় করিতে পারেন না, যখন বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকেরও ভ্রম হয়, তখন নব্য চিকিৎসকদিগের তো কথাই নাই, এ প্রকার ভ্রম প্রমাদ ২।১টী, আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পুরাতন স্ফোটক নির্ণয় করা আরও কঠিন ব্যাপার। কখনও কখনও ফ্যাটী টিউমারের সহিত উহার সমানতা ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে, যিনি সূক্ষ্মদর্শী, প্রবীণ ও বুদ্ধিমান চিকিৎসক, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে cold abscess নির্ণয় করিতে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হইয়া স্বীয় মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কয়েক বৎসর অতীত হইল, একটী রোগিণীর পৃষ্ঠদেশে কোনও অ্যাবসেস্ দেখিয়াছিলাম অস্ত্রোপচারের ২।৩ মাস পূর্ব্বে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা উহা ফ্যাটী টিউমার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এ প্রকার ভ্রম প্রমাদ, বিরল হইলেও অসম্ভব নহে।

ফ্যাটী টিউমারের আকার সাধারণতঃ গোল হইয়া থাকে। উহা মসৃণ ও স্থিতিস্থাপক। স্পর্শ করিলে সামান্য কোমল বোধ হয়, বেদনা থাকে না। ইহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বৃহদাকায় হয়। ইহাতেও কখনও কখনও তরল পদার্থের সত্তা উপলব্ধি করা যায়, এরিক্‌সনের মতে কখনও কখনও ফ্যাটী টিউমারে পূয় জন্মিতে পারে।

স্ফোটকনির্ণয় স্থির হইলে, উহাতে পূয়োৎপত্তি হইয়াছে কি না, ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইয়া থাকে। মহামতি সুশ্রুত পক্কাপক্ক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। "অপক্ক অবস্থার শোথ অল্প উষ্ণ, শরীরের চর্ম্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দৃঢ়, অল্প ফুলা ও বেদনাযুক্ত থাকে। পাকিতে আরম্ভ হইলে, বিদ্ধ হওন বা পিপীলিকা কর্ত্তৃক দষ্ট হওনের ন্যায়, শস্ত্রের দ্বারা

ছিন্নভিন্ন বা দণ্ডের দ্বারা তাড়িত হওন বা ক্ষার অথবা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হওনের ন্যায় যন্ত্রণা বোধ হয়। বৃশ্চিকদষ্টস্থানে যেরূপ উষ্ণতা ও জ্বালা বোধ হয়, ব্রণ পক্ক হইতে থাকিলে (পচ্যমান অবস্থায়) তদ্রূপ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। শয়ন উপবেশন প্রভৃতি কোন কার্য্যে রোগীর শান্তি থাকে না। এই সময় আক্রান্ত স্থান উচ্চ হইয়া উঠে, পরিসর বৃদ্ধি পায়, উপরিভাগের ত্বক্ বিবর্ণ হয়। জ্বর, পিপাসা, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইলে সকল যন্ত্রণা তিরোহিত হয়, উহা পাণ্ডুবর্ণ ও বলির ন্যায় আকার বিশিষ্ট হয় ও স্ফীততার কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া থাকে, অঙ্গুলী দ্বারা চাপিলে নত হয়। ত্বক্ চিক্কণ হয়। বস্তিদেশে জল সঞ্চয়ের ন্যায় পূয় সঞ্চরণ করে, মধ্যে মধ্যে টন্ টন্ করে, চুলকায় ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকে না। আবার কফ জন্য ও আঘাত জন্য শোথ হইলে পক্কাবস্থায়ও সকল প্রকার লক্ষণ জন্মে না। সুতরাং এই দুই স্থলে পক্ককে অপক্ক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তত্তৎস্থলে শোথের স্থান শীতল, স্থূল ও চারিদিকে সঙ্কুচিত হইয়া এক স্থানে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ঘন হইলে পক্ক বলিয়া নির্ণয় করিবে, তাহাতে ভ্রম জন্মিবার সম্ভব নাই।

আয়ুর্ব্বেদ কহিয়াছেন,—যে চিকিৎসক পক্কাপক্ক ব্রণ নির্ণয়ে তৎপর ও সমর্থ তিনি বাস্তবিক চিকিৎসক। তদ্ভিন্ন অন্যেরা তস্করসদৃশ।

"আমং বিপচ্যমানঞ্চ সম্যক্ পক্কঞ্চ যো ভিষক্।
জানীয়াৎ স ভবেদ্বৈদ্যঃ শেষাস্তস্করবৃত্তয়ঃ॥"

স্ফোটকের স্থান—দেহের সর্ব্বাংশেই স্ফোটক উদ্ভূত হইতে পারে। যে যে স্থানে এরিওলারটিসু ও অ্যাব্‌সরভেণ্ট্ গ্লাণ্ড্ অধিক পরিমাণ বিদ্যমান, সচরাচর সেই সমস্ত স্থানেই অ্যাবসেস্ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আকৃতি—সাধারণতঃ গোলাকার।

চিকিৎসা—সর্ব্ব প্রথমে উত্তেজনার কারণ দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি পূয় জন্মিবার পূর্ব্বে রোগী চিকিৎসাধীনে আইসে তবে (ব্রণ পরিপক্ক না হইলে, যদি ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে) যাহাতে পূয় না জন্মে তাহার চেষ্টা করা উচিত। নিদান পরিবর্জ্জন করাই সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসার মুখ্য অনুষ্ঠান। এ সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন;—



পাংশুরোমনখাদীনি চলমস্থি ভবেচ্চ যৎ।
অহৃতানি যতোঽমূনি পাচয়েয়ু র্ভৃশং ব্রণং
রুজশ্চ বিবিধাঃ কুর্য্যুস্তস্মদেতান্ বিশোধয়েৎ॥

* * * * * *

সকল সম্প্রদায়ের চিকিৎসকেরা এ মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। মৃত অস্থি বা ওকষ্ট্রাভেসেসন্ অব্ ইয়ুরিন্ যে স্ফোটক উৎপত্তির কারণ, তথায় উক্ত বস্তু বহির্গত করার পর বাষ্পীভূত জল প্রযোজ্য। রোগী বলিষ্ঠ হইলে জলৌকা বসাইবার রীতি পূর্ব্বে ছিল। অধুনা এ প্রথার আদর নাই। কারণ, উহা নিরাপদ নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এ অবস্থায় পরিষেক ব্যবস্থা করিতে পারেন। ঘৃত তৈল কষায় প্রভৃতি তরল দ্রব্য ব্রণ শোথ প্রভৃতিতে সিঞ্চন করার নাম পরিষেক। ইহার দ্বারা যন্ত্রণার লাঘব হয়, শোথও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাচ কিম্বা মৃত্তিকা দ্বারা এরূপ একটী পাত্র রচনা করিবে, যাহাতে পরিষেকোচিত দ্রব্য রাখিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুল ধারায় সিঞ্চন করা যায়। তাদৃশ পাত্র পরিষেচ্য পদার্থে পূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত উর্দ্ধ হইতে সেচন করিবে। পীড়ার প্রকৃতি অনুসারে পরিষেচ্য পদার্থ কল্পনা করা আবশ্যক। স্ফোটকের প্রারম্ভে ডাক্তারেরা শেষোক্ত ঔষধ স্থানিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কীদৃশ স্থলে এই প্রকার ঔষধ ব্যবস্থেয়, তাহা অনেক সময় চিকিৎসকের নিজের বিবেচনার উপরি নির্ভর করে। তৎ সম্বন্ধে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দেওয়া কঠিন। স্ফোটক উৎপত্তির কারণ, স্থান, আকার ও প্রকৃতি বুঝিয়া চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়। স্ফোটক বসাইয়া দেওয়া সম্ভবপর ও কর্ত্তব্য হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধের যে কোনও একটী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সুশ্রুত, ব্রণ-চিকিৎসা প্রণালীকে এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।

"আদৌ বিস্রাপনং কুর্য্যাদ্দ্বিতীয় মব সেচনং
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াং
পঞ্চম শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণ মিষ্যতে
এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তা সপ্তমো বৈকৃতাপহঃ।"

প্রথমতঃ স্বেদ। ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য মাখাইয়া এরণ্ড পত্রাদি তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

# প্রসব সময়ে কর্ত্তব্য নিরূপণ।

সচরাচর দেখা যায়, অপরাপর প্রসব অপেক্ষা প্রথম প্রসবেই প্রায় সমধিক বেদনা ও তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা প্রথম গর্ভিণী, তাঁহাদিগের এতৎ সম্বন্ধে উপদেশ সমূহ বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যদি গর্ভিণীগণ এই সকল উপদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে, পরবর্ত্তী প্রসবের ন্যায়, প্রথম প্রসবের যন্ত্রণা হইতেও অনায়াসেই উত্তীর্ণা হইতে সমর্থা হয়েন। কিন্তু ঐ সকল উপদেশ বা নিয়ম কেবল যে, গর্ভাবস্থায় পালন করিতে হইবে এরূপ নহে, রমণীদিগের আযৌবন তৎসমুহায় পালন করা আবশ্যক।

প্রসবের পূর্ব্ব লক্ষণাদি;—অর্থাৎ প্রসববেদনা উপস্থিত হইবার দুই একদিন পূর্ব্বে, গর্ভিণী আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুস্থ বোধ করিতে থাকেন। প্রথম গর্ভ-সঞ্চার হওয়া অবধি, যেরূপ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা বোধ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার গর্ভভারাক্রান্ত দেহ, অপেক্ষাকৃত লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা বোধ হয় এবং তিনি অল্পায়তন হইয়া থাকেন। এই সময় গর্ভস্থ সন্তান নিম্নে ঝুলিয়া পড়ে; গর্ভিণীকে প্রফুল্ল দেখা যায় এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারেন; সামান্য সামান্য গৃহকার্য্য করিতে তাঁহার কষ্ট হয় না; বরং আনন্দ হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার প্রসব কালের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদ্রি সংগ্রহও করিয়া থাকেন। তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন, তিনি মনে মনে জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রসবকাল সন্নিকট এবং অল্পক্ষণ পরেই তিনি দুর্ব্বল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবেন। তিনি স্বয়ংই তাঁহার আবশ্যক দ্রব্যাদি যাহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন, তন্নিমিত্ত পরম করুণা নিধান ভগবান্ যেন তাঁহাকে এই সময় কথঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল করিয়াছেন।

এ স্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, যদিও অধিকাংশ গর্ভিণীর প্রসব কালের দুই এক দিন পূর্ব্বে, ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে ঘটে না। কেহ কেহ আবার সেই সময় সাতিশয় চিন্তিতা, উদ্বিগ্না, অস্থিরা, অধৈর্য্য এবং ব্যতিব্যস্তা হইয়া পড়েন। গর্ভিণী, প্রসবের দুই একদিন পূর্ব্বে যে, আপনাকে কিয়ৎ-পরিমাণে সুস্থ বোধ করিয়া থাকেন, তাহার কারণ, এই সময় গর্ভস্থ সন্তান উদরের নিম্নভাগে কিঞ্চিৎ ঝুলিয়া পড়ে। গর্ভ ঝুলিয়া পড়ায়, একমাত্র অসুবিধা এই যে, তাহা মূত্রাধারের উপর চাপিয়া পড়ে এবং তজ্জন্য মূত্রনালী উত্তেজিত হওয়াতে নিয়ত প্রস্রাব



ত্যাগের ইচ্ছা হয়। এইরূপ গর্ভ ঝুলিয়া পড়া, গর্ভ মোচনের একটী সর্ব্বাগ্রগামী লক্ষণ বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, ইহাই সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হইয়া, প্রসব-কাল যে, সন্নিকট, তাহা ঘোষণা করিয়া দেয়। আর গর্ভাশয়ের দ্বার হইতে যে পথ আছে, তাহা ও বহিরংশ সকল এই সময় আর্দ্র হয়; গর্ভিণীর প্রসব বেদনা অল্প মাত্রায় অনুভব হয় এবং অবশেষে এক প্রকার জলীয় পদার্থ নির্গত হইয়া, গর্ভাশয়ের মুখ উন্মুক্ত হয়; সেই সঙ্গে সামান্যরূপ শোণিত-স্রাব হয়। এই সকল লক্ষণ দেখা দিলেই জানা যায় যে, যথার্থই প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে।

"বমনকারিণী গর্ভিণীর নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে।" ইহা একটী প্রাচীন কথা। যদিও এই প্রকার প্রসব নিরাপদ, কিন্তু সুখকর নহে।

সচরাচর দেখা যায়, কোন কোনও অজ্ঞ ধাত্রী ও স্ত্রীলোক, প্রসবকালে গর্ভিণীকে চাপ অর্থাৎ কোঁৎ দিতে কহিয়া থাকে; কিন্তু আসন্নপ্রসবার পক্ষে উহা যার পর নাই অনিষ্টকর। কারণ, তদ্বারা শীঘ্র প্রসব হওয়ার পরিবর্ত্তে অধিকতর বিলম্বে প্রসব হইয়া থাকে। এই সময় গর্ভিণীর সামান্য পদচারণ করা কিংবা বসিয়া থাকা শ্রেয়ঃ; শয্যাশায়িনী হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। হয় সূতিকাগারে, নতুবা তৎসন্নিকটে অবস্থিতি করা বিধেয়।

যদি প্রসবের প্রারম্ভে জল ভাঙ্গে, তবে বেদনা না থাকিলেও একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক অথবা প্রবীণা ধাত্রী, গর্ভিণীর নিকটে থাকা আবশ্যক। কারণ, সেই অবস্থায় সন্তান কি ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা জানা উচিত।

যখন বেদনা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া (অর্থাৎ চাপিয়া) পড়ার ন্যায় বোধ হয়, শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ম্ম হইতে থাকে, তখন প্রকৃত প্রসবযন্ত্রণা হইয়াছে, জানিতে হইবে। গর্ভিণীদিগের ইহাও জানা আবশ্যক যে, এই বেদনা পৃষ্ঠ ও কটি-দেশে অনুভূত এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। আর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, পরিশেষে আবার অল্প অল্প করিয়া হ্রাস হইতে থাকে। এই যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পায় এবং গর্ভিণীকে এক প্রকার অনুচ্চ গোঙ্‌ড়ান শব্দ করিতে দেখা যায়। কোন প্রকার তীব্র যাতনায় যেরূপ শব্দ হয়, সেরূপ শব্দ প্রকাশ পায় না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, পায়ে ও উরুদেশে কখন কখন এক প্রকার ফিক্ ধরিয়া থাকে। এই কারণে, প্রসবের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়, গৃহমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়ান ভাল।

প্রসবের তৃতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বেদনা হয়, তাহার সময়ে) উক্তরূপ ফিক্ বেদনা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ, তাহা প্রত্যেক বেদনার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। গর্ভিণী একে প্রসব বেদনায় অস্থির, তাহার উপর আবার ফিক্

বেদনার যাতনা! যাহা হউক, এই ফিক্ বেদনায় কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। বরং তদ্বারা জানা যায় যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এমন কি তাহা নির্গম পথে কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসরও হইয়াছে; এবং তজ্জন্য উরুদেশের শিরাগুলির উপর চাপ পড়িতেছে। এই সময় ফিক্‌লাগা অঙ্গে ধাত্রী উভয় হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে ভাল হয়। আর যদি প্রসব হইতে কিছু বিলম্ব থাকে, তবে গর্ভিণীকে হয় কোন আসনে উপবেশন কিংবা একটু পাদচরণা করিতে পরামর্শ দেওয়া ভাল। কিন্তু একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকা আবশ্যক, কারণ সেই সময়ে ফিক্ বেদনা উপস্থিত হইলে, সঙ্গিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

প্রসব স্বভাবের কার্য্য অতএব তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। অন্যের সাহায্য ব্যতীত, যাহাদের গর্ভ মোচন হয়, তাহারা যত শীঘ্র সুস্থ হইতে পারে, যাহারা অপরের সাহায্যে প্রসব করিয়া থাকে, তাহারা কখনই তত সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে পারে না, এবং গর্ভিণীকে প্রসরের পূর্ব্বে কিংবা পরে, বিশেষ কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। প্রকৃতির বিধান এই যে, "রমণী কিয়ৎ পরিমাণ দুঃখে সন্তান প্রসব করিবে।" অতএব কেহ যদি সেই কষ্ট নিবারণ করিতে চেষ্টা করে, তবে স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়; সুতরাং গর্ভিণীর কষ্টের লাঘব না হইয়া, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

ফলতঃ প্রসব বেদনা নিবারণ জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ স্বাভাবিক কার্য্যে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করিলে, বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। প্রসব সময়ে কোন প্রকারে অধৈর্য্য হওয়া উচিত নহে। তৎকালে মাতা সূতিকা-গৃহে থাকিলে, কন্যার যাতনা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। যে সকল ব্যক্তি প্রসব-কষ্ট দেখিলে চঞ্চল হইয়া থাকেন, এরূপ আত্মীয়বর্গ দূরে থাকা ভাল। বিশেষতঃ স্বামী যেন তথায় উপস্থিত না থাকেন। তবে প্রসবান্তে যদি স্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ কথোপকথন করেন, তাহা হইলে, ভার্য্যার অন্তঃকরণে প্রচুর আনন্দের সঞ্চার হয়।

প্রসব কালে কি কি নিয়মে চলা উচিত তাহা পূর্ব্বে উল্লেখিত হইল। এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রারম্ভ দ্বাদশ ঘণ্টা কাল স্থায়ী থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয় ঘণ্টা আয়োজনাদি হইতে থাকে ও বেদনা তত প্রবল থাকে না; কিন্তু শেষ ছয় ঘণ্টা গর্ভিণী প্রকৃত বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন এবং তাহা অত্যন্ত প্রচণ্ড-ভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথম সন্তান প্রসব-কালে গর্ভিণীর পরবর্ত্তী প্রসবের যন্ত্রণাদি অপেক্ষা অধিক্ষণ স্থায়ী ও অধিক পরিমাণে যাতনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে প্রথম সন্তান প্রসবিণীগণের পক্ষে এই সান্ত্বনা দেখা যায় যে, তাঁহাদের



প্রসবের পরে আর কোন প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু যাঁহাদের এক বার সন্তান হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেক পরবর্ত্তী প্রসবের পরে যে কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। হায়, ঈশ্বরের কি পক্ষপাতিত্ব-শূন্য বিধান! প্রথম গর্ভিণীদের গর্ভ মোচন কালে অতিশয় কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই আর বেশী কষ্ট অনুভূত হয় না। যাঁহাদের দুই একটী সন্তান হইয়াছে, তাঁহাদের প্রসব-কালে যদিও প্রথম গর্ভিণীদের অপেক্ষা অল্প কষ্ট হয়, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যে কষ্ট হয়, তাহাতেই সামাঞ্জস্য হইয়া থাকে।

প্রসবের পরবর্ত্তী যন্ত্রণার কারণ, সেই সময়ে গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হইয়া, পুনরায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে এবং জমাট রক্তাদি নির্গত হইয়া যায়। প্রসবকালে আদৌ বেদনা হয় নাই এরূপ প্রায়ই শুনা যায় না*।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রসবের দুইটী অবস্থা; অর্থাৎ প্রথমতঃ পৃষ্ঠদেশে দ্বিতীয়তঃ উদরে বেদনা অনুভূত হয়। পৃষ্ঠদেশের বেদনায় যদি গর্ভিণীর পৃষ্ঠের উপর একটী বালিস দিয়া রাখা হয়, কিংবা হস্তদ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দেওয়া যায়, তবে অনেকটা উপশম হইয়া থাকে। আর উদরের বেদনায় হাত দিয়া খুব টিপিয়া দিলে উপকার হয়। কারণ তদ্বারা বেদনার সময় বেদনা হ্রাস ও সত্বর গর্ভ মোচন হয়। কিন্তু শেষ অবস্থাতে গর্ভিণীর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখা উচিত। কারণ বেদনার মোচড়ানি ইত্যাদিতে চক্ষুতে বেদনা বা উহা ফুলিয়া উঠিবার ও রক্তবর্ণ হইবার সম্ভব।

সূতিকা গৃহ, সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহা বিস্তৃত হওয়া উচিত এবং গৃহাভ্যন্তরে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালিত হইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদি গ্রীষ্মকাল কিংবা অত্যন্ত গরম বোধ হয়, তবে কখন কখন জনালাদি অল্প খুলিয়া রাখিতে পারা যায়।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

---

*কিন্তু মান্দ্রাজ হইতে ডাক্তার জর্জ স্মিথ্ 'এডিন্‌বরা মেডিকেল যর্ণাল' নামক পত্রিকায় কয়েকটী ঘটনার কথা লিখিয়াছেন।

# বিসূচিকা-চিকিৎসা।

( হোমিওপ্যাথিক মতে )

## আক্রমণাবস্থা।

## STAGE OF INVASION.

এই অবস্থায় ওলাউঠার সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ প্রথমে যে সময়ে ওলাউঠা বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যনষ্ট করিয়া ফেলে এবং ওলাউঠা রোগের সূত্রপাত করে সেই সময়কেই আক্রমণাবস্থা বলা যায়। ওলাউঠা বিষ শরীরে প্রবেশ হইবার পর শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়, কিছুই যেন ভাল লাগে না, ক্ষুধা মন্দ হইতে থাকে। পেটভার বোধ হয়; কখন কখন বা পেট খুঁচিতে থাকে, মানসিক বিষন্নতা হয় সকল কার্য্যেই বিরক্তি বোধ হয়। সুনিদ্রা হয় না, শীতল জল পানের ইচ্ছা হয় এবং মৃদু বিরেচন ( ভেদ ) আরম্ভ হয়; শয়নের ইচ্ছা প্রবল হয়; বিচরণ বা ভ্রমণ করিলে যেন পা ভাঙ্গিয়া পড়ে; এইরূপ মৃদু বিরেচনকে অনেকেই সামান্য উদরাময় বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং চিকিৎসার প্রায়ই কোন ব্যবস্থা করিতে চাহেন না। এইরূপ অবস্থা অর্থাৎ এইরূপ মৃদু ভেদ কোন কোন রোগীর ২।৩ দিবস পর্য্যন্ত থাকে, আবার অনেক স্থলে শীঘ্রই বৃদ্ধি পায় এবং আনুসঙ্গিক বমন হইতে থাকে, মাথা ঘুরিতে থাকে, শরীরের অবসন্নতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পেটের খুঁচুনি বৃদ্ধি হয়; মল জলীয়াকারে পরিণত হয়। এই সময়কেই লোকে ওলাউঠার আক্রমণ বলে। আবার দুই একটী রোগীর এরূপও দেখা যায় যে তাহাদের এই আক্রমণাবস্থায় ভেদ ও বমন না হইয়া গাত্রদাহ, পেট খুঁচুনি, শরীরের অত্যন্ত অবসন্নতা জন্মাইয়া রোগীকে শয্যাগত করিয়া ফেলে এবং পরে ২।১ বার ভেদ হইয়াই রোগীকে চরমাবস্থায় আনয়ন করে অর্থাৎ নাড়ী লুপ্ত হয়, শরীরের উত্তাপ একবারেই নষ্ট হইয়া যায়, সংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং শরীর ক্রমশঃ অসাড় হইতে থাকে। কতকগুলি রোগীর আক্রমণ অবস্থা হইতে রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠে। এই কারণে সেই সকল রোগীর ঠিক সময়ে চিকিৎসা আরম্ভ হয় না এবং এই কারণ বশতঃ অধিকংশ রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। ফলতঃ ওলাউঠা রোগীর যদি প্রথমাবস্থা হইতে ঠিক আক্রমণ সময়ে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হয় তাহা হইলে মৃত্যু সংখ্যা অতি



অল্পই হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে ওলাউঠা রোগী প্রথমে এলোপ্যাথিক বা অন্যরূপে চিকিৎসিত হইয়া আসন্ন কালে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইয়া থাকে।

সুতরাং সেই আসন্ন কালে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণ বশতঃ আমরা প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে এক এক খানি ওলাউঠা চিকিৎসার পুস্তক এবং ওলাউটার প্রচলিত সর্ব্বদা আবশ্যকীয় ঔষধ রাখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। ওলাউঠার চিকিৎসা বিশেষ কঠিন নহে; গৃহস্থ লোকের দ্বারাও বেশ সুচারু রূপে চলিতে পারে; একটু বিবেচনা পূর্ব্বক অবস্থার সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে ঠিক কার্য্য হয়। কলিকাতায় বা অন্যান্য সহরে অনেক ডাক্তার পাওয়া যায় কিন্তু পল্লিগ্রামে অনেক সময়ে ডাক্তার ডাকিতে ডাকিতেই রোগীর মৃত্যু হয় কারণ ডাক্তারের বাটী হয়ত গ্রাম হইতে বহুদূরে; সুতরাং যদি গৃহে ওলাউঠার ঔষধ এবং এক খানি পুস্তক থাকে তাহা হইলে প্রথম আক্রমণ সময়ে অন্ততঃ ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া পরে ডাক্তার ডাকিবার সময় পাওয়া যায়। নীল অর্থাৎ সাংঘাতিক ওলাউঠায় এই প্রথমাবস্থার শেষেই রোগীর অঙ্গুলির অগ্রভাগ নীলবর্ণ হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় সাধারণতঃ সকল অবস্থা এক প্রকার হয় না, অথবা এক রোগীতেই উল্লিখিত সকল উপসর্গ প্রকাশ না পায়; সচরাচর প্রথমাবস্থার এই কয়েকটী বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায় ( ১ ) সহসা রোগীর দৌর্ব্বল্য, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায়, ঠোট চুপ্‌সাইয়া যায়, মৃদু পিত্তযুক্ত ভেদ হইতে থাকে, গাত্র দাহ থাকে, তৃষ্ণাও থাকে। ( ২ ) মাথা ভার বোধ হয়, ঘন ঘন গা বমি বমি করিতে থাকে, উকি উঠে, অন্ত্রে যেন ছুরি দিয়া কাটার ন্যায় বেদনা হয়, পেট ভার থাকে হাত পায়ের চেটো জ্বালা করিতে থাকে, এই অবস্থা হইতে হঠাৎ অধিক ভেদ এবং বমন হয়। এই রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

( ৩ ) ২য় প্রকারের রোগীর উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণ থাকে কিন্তু পেট খুচুনি থাকে না সহসা যেন পিচকারি প্রয়োগের ন্যায় প্রবল বেগে ভেদ হয়। এবং ভেদের পর গাত্রদাহ বৃদ্ধি হয়। ( ৪ ) পেটের খুচুনি শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থিতে খিল ধরিতে থাকে; চক্ষু বসিয়া যায় শরীরে স্বাভাবিক কান্তি নষ্ট হয়। বমন অতি সামান্য হয় কিন্তু উকি ঘন ঘন উঠিতে থাকে; ভেদ অধিক হয়। ডাক্তার হানিমানের বর্ণনায় প্রথমাবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঘন ঘন আক্ষেপ, সহসা বলক্ষয়, রোগী সোজা হইয়া দাড়াইতে পারে না, রোগীর মুখশ্রী বিকৃত হইয়া যায়, চক্ষু বসিয়া যায়, মুখ ও হস্ত পদাদি ঈষৎ নীলবর্ণ ও বরফের ন্যায় শীতল; দৃষ্টি নিরাশা পূর্ণ, নিরুৎসাহ, উদ্বেগ, শ্বাসরোধ হওয়া, রোগী যেন ভয় বিহ্বল, থাকিয়া থাকিয়া অজ্ঞান ও অচেতন হইয়া যায়; অস্পষ্ট

ও ভগ্নস্বরে চিৎকার করে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই কোন কথা কয় না. পাকস্থলীর ভিতর এবং গলার ভিতরে জ্বালা করে, পায়ের ডিম্বে এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মাংস পেশীতে আক্ষেপ সংযুক্ত বেদনা; হৃদয়ে হস্তার্পন করিলে রোগী হঠাৎ ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে এবং বলে যে তাহার ভেদ বা বমন কিছুই নাই। এতদ্ভিন্ন এরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে এক রোগীর প্রথমাবস্থায় যেরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল অন্য রোগীর সেই সকল সম্পূর্ণ না থাকিয়া কোন একটী উপসর্গ অধিক এবং অপর উপসর্গ অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়; ওলাউঠা চিকিৎসা কালে এই প্রভেদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কারণ সামান্য মাত্র উপসর্গের তারতম্যে একটী ঔষধ সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং তৎপরিবর্ত্তে অপর ঔষধ উপযোগী হইয়া থাকে।

## দ্বিতীয় অবস্থা।—সম্পূর্ণ বিকাশ অথবা বর্দ্ধমানাবস্থা।

### STAGE OF DEVALOPMENT.

ওলাউঠা আক্রমণের প্রারম্ভে যে সকল উপসর্গ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা গুলি উৎপন্ন হয় দ্বিতীয়াবস্থায় সেই সেই লক্ষণ সকল বৃদ্ধি পাইয়া রোগের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। অনেক রোগীর আবার প্রথমাবস্থায় যে সকল উপসর্গ প্রকাশ পায় নাই এরূপ নূতন উপসর্গ ও অনেক প্রকাশ পায়। ফলতঃ এই দ্বিতীয় অবস্থাই প্রকৃত ওলাউঠার সাংঘাতিক অবস্থা; এই অবস্থাতেই রোগ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে। আক্রমণাবস্থায় রোগীর মল পিত্তযুক্ত অর্থাৎ হরিদ্রা বর্ণ থাকে কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থাৎ এই বৃদ্ধির অবস্থায় মল চাউল ধোয়া জলের ন্যায় হয়, প্রস্রাব প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, সর্ব্বশরীর বরফের ন্যায় শীতল হয় সচরাচর ইহাকেই হিমাঙ্গ বলে। চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হয়, চক্ষুর জ্যোতিঃ সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইয়া যায়। শরীরের বাহ্যিক উত্তাপ প্রায়ই থাকে না; নাড়ী লুপ্ত হয়; বাক্য উচ্চারণ হয় না রোগীর সংজ্ঞা থাকে না; এমন কি জীবনী শক্তির কোন কার্য্যই অনুভূত হয় না। কতকগুলি রোগীর মৃদু চটচটিয়া ঘর্ম্ম হইয়া নাড়ী লোপ পায়; অপর কতকগুলির ঘর্ম্ম হয় না ভেদ ও বমনের সঙ্গেই নাড়ী নিস্তেজ, ক্ষীণ ও পরিশেষে লোপ পাইয়া থাকে। যে সমস্ত রোগীর প্রথমাবস্থায় আক্ষেপ (খেঁচুনি) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টানিয়া ধরা, উপসর্গ থাকে, তাহাদের সেই সকল উপসর্গগুলি দ্বিতীয়াবস্থায় অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চরম অবস্থার পূর্ব্বে আক্ষেপাদি উপসর্গ প্রায়ই থাকে না। ওলাউঠা রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় প্রথমেই হস্তের মণিবন্ধে নাড়ীর গতি প্রায়ই অনুভূত হয় না।



কোন কোন রোগীর অতি সামান্য মাত্র অনুভূত হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর উদরে বেদনা থাকে কিন্তু জ্বালা থাকে না; কাহার কাহারও শুদ্ধ উদরের জ্বালা থাকে এবং কতকগুলি রোগীর জ্বালা ও বেদনা উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। বক্ষঃস্থলের স্পন্দন (Palpitation) এরূপ মৃদু ভাবে হয় যে প্রায়ই অনুভূত হয় না। হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে খিল ধরে (Spasm) চক্ষুতে এক প্রকার নীলবর্ণ রেখার ন্যায় বোধ হয় ও রোগীর সমস্ত শরীর নীলাভ হইয়া উঠে। হাতের ও পায়ের চেটো পাংশুবর্ণ হইয়া যায়। সচরাচর এই বর্দ্ধিতাবস্থা ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে; কোন কোন রোগীর ৬।৭ ঘণ্টা থাকিয়াই চরম বা পতনাবস্থায় উপস্থিত হয়।

## চরম বা পতনাবস্থা।

### (STAGE OF COLLAPSE.)

ইহাই ওলাউঠা রোগের শেষ অবস্থা এবং রোগীর জীবন ও মৃত্যুর সন্ধি স্থল। দ্বিতীয়াবস্থা হইতে তৃতীয়াবস্থা বা চরমাবস্থা প্রাপ্ত কালে রোগীর অসহ্য তৃষ্ণা হয় রোগী ক্ষীণ ও ভগ্নস্বরে কেবল জল দাও জল দাও বলিতে থাকে। এবং বিকারের রোগীর মত সেই মৃতপ্রায় নির্জ্জীব রোগী সহসা উঠিয়া জল পাত্র টানিয়া জল পান করে; কিন্তু জল পানান্তেই তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যায় এবং রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সমস্ত শরীরে মৃদু চটচটিয়া ঘর্ম্ম হইতে থাকে। নাড়ী লুপ্ত হয়; এমন কি ব্রেকিয়াল (Brachial) অথবা আগ্‌জিলারি নাড়ীও অনুভূত হয় না। জীবনী শক্তি এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে রোগীর সংজ্ঞা লোপ পাইতে থাকে; স্থির এবং নিরাশ নয়নে রোগী চহিয়া থাকে; এই অবস্থায় প্রথমে রোগীর অজ্ঞাতসারে জলের ন্যায় শয্যায় মল নির্গত হয় এবং শরীর ক্রমশঃ বরফের ন্যায় শীতল হইতে থাকে। কোন কোন রোগীর ভেদ ও বমন বন্ধ হইয়া পেট ফুলিতে থাকে;—নিশ্বাস প্রশ্বাসে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় এবং ক্রমশঃ রোগী আর হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিতে পারে না, জীবনের প্রায় কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না এবং মৃতের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে। এই চরমাবস্থা সচরাচর ৮।১০ ঘণ্টা থাকে পরে ২।৩ ঘণ্টা রোগী হিমাঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া হয় মৃত্যু নয় প্রতিক্রিয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই চরমাবস্থার শেষে প্রায় রোগীকে ২ ঘণ্টার অনধিক কাল স্থির মৃত ব্যক্তির ন্যায় থাকিতে দেখা যায়। ফলতঃ ওলাউঠার এই ভয়ানক অবস্থাটীতে বিশেষরূপ সতর্কতার সহিত রোগীর নিকট বসিয়া থাকা উচিত। কারণ প্রতিক্রিয়া

আরম্ভ হইবামাত্র উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক নচেৎ উক্ত প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হয় না। চরমাবস্থায় রোগীর হস্তপদাদি এরূপ চুপ্‌সাইয়া যায় যে বোধ হয় যেন শরীরের সমস্ত রস কেহ যেন নিংড়াইয়া লইয়াছে। ওলাউঠার রোগীর চরমাবস্থা পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু শরীরের সাধারণ সংজ্ঞা প্রায় থাকে না। সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া যায়।

ক্রমশঃ

ডাক্তার এস্, মুখোপাধ্যায়।

---

# দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে
# বাঙ্গালার অবনতি ও বাঙ্গালীর অধোগতি।

বাঙ্গালা অস্বাস্থ্যকর দেশ বাঙ্গালীর শরীর রোগপ্রবণ সুতরাং জীর্ণ, শীর্ণ এবং দুর্ব্বল। ইংরেজাধিকৃত বাঙ্গলার এবং ইংরেজ-শাসিত বাঙ্গালীর এইরূপ অপবাদ অধুনা অতি প্রসিদ্ধ। পুরাতন বাঙ্গলার এবং তদানীন্তন বাঙ্গালীর তাদৃশ নিন্দাবাদ ছিল না।

বাঙ্গলা নদ-নদী বহুল দেশ, প্রতি নদ-নদীর তীরভূমি মনুষ্য এবং অন্যান্য স্থলচর প্রাণিগণের উপযুক্ত বাসস্থল, পরন্তু নানা জাতীয় ফল-পুষ্প-প্রসূ তরু-গুল্ম-ক্ষুপ-বল্লরীর প্রশস্ত ক্ষেত্র; বাঙ্গলার মাট গো প্রভৃতি তৃণভোজি-পশুগণের উৎকৃষ্ট চারণ ভূমি; সে দেশের নিম্নতর স্থান উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র। জলে স্থলে সুবিভক্ত পুরাতন বাঙ্গলার এবম্বিধ এবং অন্যান্যরূপ সুখ্যাতি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র ছিল। বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য ও ভীরুতার অপবাদও আধুনিক। যে সময়ে মুসলমান রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত প্রায় অথচ ইংরেজ-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে সময়েও তাহাদের শারীরিক শক্তি এবং মানসিক বল একান্ত হীন ছিল না। বাঙ্গালার মল্ল এবং লাঠিয়াল তখন অতি প্রসিদ্ধ ছিল, বাঙ্গালীর লাঠির ভয়ে ইংরেজের সিপাহীরা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত রহিত, বাঙ্গালার ডাকাইতের দল দমন করিতে ইংরাজকে মহাযুদ্ধের আয়োজন করিতে হইয়াছিল এবং বাঙ্গালীর বাহুবল ও বোধশক্তি ইংরেজের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আর বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির সহায়তা করিতে সমর্থ ছিল। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সে সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। সার্দ্ধ শত বৎসর গত হইতে না



হইতে বাঙ্গলার অবস্থা বিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, বাঙ্গলার লোক দ্রুততর গতিতে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে।

এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কারণ একটী নহে; বহু কারণ সমবেত হইয়া বাঙ্গালার অবস্থান্তর সংঘটন করিয়াছে এবং বাঙ্গালীকে অধঃপাতে দিতে বসিয়াছে। সেই সমস্ত কারণের মধ্যে বাঙ্গালার পার্থিবী-বিপরিণতি; বাঙ্গলায় জঘন্যযুগের আবির্ভাব; বাঙ্গালীর অব্রহ্মচর্য্য, বীজদোষ, ক্ষেত্রাশুদ্ধি, অসাত্ম্য আহার, অনুচিত বিহার, আচার-ভ্রংশ, অনুচিত অনুকরণপ্রিয়তা, শিক্ষাবিভ্রাট এবং বাঙ্গলার দেশপ্রকৃতি-মনুষ্য-প্রকৃতির প্রতিকূল রাজবিধি ও চিকিৎসার প্রবর্ত্তনা এই দ্বাদশটী কারণ সর্ব্বাগ্রগণ্য। দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী উক্ত কারণ-সমুচ্চয়ের বশবর্ত্তী রহিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। বুঝি সম্প্রতি এই অধঃপতিত দেশের প্রতি বিধাতা সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। বিধাতৃ-কৃপায় অধুনা বহুলোক দেশ হিতব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য, কর্ম্মকুশল, বাগ্‌বিভবসম্পন্ন এবং শরীরব্যতিপাতকার্য্যসিদ্ধি। সুতরাং দেশের ভাবি মঙ্গলের আশা অসঙ্গত নহে।

বলিয়াছি যে, বহুকারণ সমবেত হইয়া বাঙ্গলার অধঃপতন ঘটাইয়াছে। প্রসিদ্ধ কারণগুলিরও উল্লেখ করিয়াছি। দেশের উপচিকীর্ষু নেতৃগণ প্রতিকারণের উচ্ছেদে যত্ন-পরায়ণ রহিলে দেশের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইবে, এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাদৃশ দুষ্করকার্য্যে জনসাধারণের সহায়তা একান্ত প্রয়োজীয় এবং নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সাধারণের সাহায্য না পাইলে দেশহিতব্রতপরায়ণ নেতৃগণ সিদ্ধমনোরথ হইবেন না। আমরা সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। প্রবন্ধের প্রারম্ভে একে একে উক্ত দ্বাদশটী কারণের পরিচয় দিয়া, তারপর প্রতি কারণের উচ্ছেদের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইব।

## বাঙ্গালার উৎপত্তি—সুস্থিতি—পার্থিবী বিপরিণতি।

যে স্থান অধুনা নিম্নবঙ্গ নামে বিখ্যাত, সেই বিশাল ক্ষেত্র এক সময়ে বঙ্গসাগরের অগভীর জলময়ী বেলাভূমি ছিল। সাগরের জল প্রতিদিন দুইবার উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমির সর্ব্বত্র সংক্রমণ করত কিয়ৎকাল স্থির রহিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত। যে সময়ে জল স্থির রহিত, সেই সময়ে জলগত অপরিমেয় পার্থিব রেণু অধঃপতিত হইয়া জলতলস্থিত ভূমি বর্দ্ধন করিত। অসংখ্য জলচর প্রাণীর অস্থি-কোষ প্রভৃতি ও নানা শ্রেণীর জলজ উদ্ভিদ ভূ-বৃদ্ধির সহায়তায় ব্যাপৃত

ছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ এবং বর্ষাকালীন বিপুল সলিল পর্ব্বত-গাত্র বিধৌত করিয়া, নানা দেশের মৃত্তিকা প্রভৃতি ধুইয়া লইয়া সেই জলময় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত। এই প্রকারে স্তরে স্তরে মৃত্তিকা প্রভৃতি সঞ্চিত হইলে কালক্রমে এক অভিনব স্থল, জলসীমা অতিক্রম করিয়া জাগিয়া উঠে। সেই স্থল আদৌ জল-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন আনূপ প্রাণীর বাসক্ষেত্র ছিল।

দেশ জাগিয়া উঠিলে গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখা সেই নবোত্থিত দেশের স্থানে স্থানে খাত কাটিয়া ক্রমশঃ সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে, বালুকা প্রভৃতি নানা প্রকৃতির মৃত্তিকা দিয়া স্ব স্ব তীরভূমি গঠনে ব্যাপৃত হইয়াছিল। বর্ষাকালে সেই সমস্ত নদ-নদীর পঙ্কিল জল উচ্ছলিত হইয়া বহুদূর চলিয়া যাইত। জলবাহিত বালুকা প্রভৃতি নানা প্রকৃতির পার্থিব রেণু অধঃপতিত হইয়া নিম্নস্থান পুরাইয়া প্রান্তর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ভূমি গড়িয়া তুলিতে লাগিল। এইরূপে কালক্রমে জলে স্থলে সুবিভক্ত এক অপূর্ব্ব দেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। সে দেশ অধুনা নিম্ন বা সমতল বাঙ্গলা নামে বিখ্যাত। বাঙ্গলার অপর অংশের নাম পার্ব্বতীয় বাঙ্গলা। উভয় বাঙ্গলাই বঙ্গদেশ নামে পরিচিত।

এখন যেমন বঙ্গদেশের দক্ষিণপ্রান্তে—বঙ্গসাগরের উপকূলবিভাগে মহারণ্য বিরাজমান, এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া সেইরূপ অরণ্যানী বিদ্যমান ছিল। যে ক্ষেত্র যেরূপ উদ্ভিদ্ উৎপত্তির উপযোগী, সেই ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রকৃতির গাছ পালা জন্মিত; ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, সেই অরণ্যানী বিধ্বস্ত এবং একটী স্তরে বিপরিণত হইয়া ভূগর্ভে নিহত রহিয়াছে। পুরাতন এবং উচ্চ-স্তর বঙ্গে মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লার স্তর নিম্নবঙ্গে জোব মাটী সেই মহারণ্য বিধ্বস্ত-স্তর। সেই স্তরের উপরিতন স্তর পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনুষ্য-সঞ্চারের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মহারণ্য বিধ্বংসের পর বাঙ্গলায় যে স্তর জমিয়াছিল, সে স্তরে মনুষ্য-বসতির পত্তন হইয়াছিল। কোন্ সময়ে কোন্ জাতীয় মনুষ্য কোথা হইতে আসিয়া বাঙ্গলায় বাস করিয়াছিল তদ্বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, সে সকল কথা ঐতিহাসিক। ইতিহাস আমাদের প্রস্তুত বিষয় নহে, সুতরাং অপ্রাসঙ্গিকের উত্থাপনে নিরস্ত রহিয়া প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

ভূস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায় যে, বাঙ্গলা দেশ জায়মান বা উপচীয়মান অবস্থায় জল-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন ছিল, বর্দ্ধমান অবস্থায় অরণ্য এবং বনচর প্রাণীর আবাসক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উঠে, দেশ সুস্থিত হইলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্য আসিয়া তথায় বসতি করিতে আরম্ভ করে।



বাঙ্গালাদেশে প্রবাহিত একটী নদ বা নদীর তটদেশ হইতে অপরের তীরভূমি বহু-দূরে অবস্থিত নহে। উভয়ের মধ্যস্থিত স্থলভাগ নাদেয়ান্তরাল ক্ষেত্র নামে অভিহিত। নাদেয়ান্তরালের মধ্যবর্ত্তি-ভূমি নিম্নপ্রান্তর বা বিল। সেই নিম্নস্থান ক্রমশঃ নদতটাভিমুখে উৎসারিত হইতে হইতে উভয়ের তটভূমিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিম্নতর ভূমির জল নিঃসরণের জন্য নাদেয়ান্তরালের মাঝে মাঝে খালও বিদ্যমান ছিল। বঙ্গদেশের সুস্থিতিকালে বঙ্গসাগরের তীরভূমি, অধুনাতনী ভূমির ন্যায় নিম্নতর ছিল না; লোক-বসতির উপযোগী উচ্চতর ক্ষেত্র ছিল। নদ-নদীর তটদেশে এবং সাগরের উপকূলে আদৌ লোকালয়ের পত্তন হয়। তার পর, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, নদীতটের দূরবর্ত্তী উচ্চতর স্থানে, আর কার্য্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত, কৃষক এবং ধীবর প্রভৃতি জাতি, নিম্নতর খাল বিলের ধারে বাসভূমি রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপে কালক্রমে বাঙ্গালাদেশ নানাজাতীয় নরনারীর অধ্যুষিত ক্ষেত্রে পরিণত হইলে, এক নূতন রাজ্য এবং রাষ্ট্রিকের সৃষ্টি হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, রাজ্য, বাঙ্গালা নামে আর রাষ্ট্রিক বাঙ্গালী নামে অভিহিত।

বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা প্রভৃতি অনেক-গুলি উপনদীর প্রভবক্ষেত্র। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হইতে বহুসংখ্যক শাখা-নদী বহির্গত হইয়া পরস্পর মিশামিশি করিয়া বা স্বতন্ত্র স্রোতে, বঙ্গসাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়া নানা আকারের শত শত নাদেয় অন্তরালের সৃষ্টি করিয়াছে। নাদেয় অন্তরাল সমস্ত মনুষ্য-বাসের উপযুক্ত স্থল, গবাদি পশুগণের উৎকৃষ্ট চারণভূমি, সুরসাল ফল-মনোরম দল-সুরুচির প্রসূন-প্রসূ তরু-গুল্ম প্রভৃতির এবং নানাপ্রকার ওষধি ও শস্যের অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র।

বাঙ্গালা যখন সুস্থিত ছিল, তখন সমস্ত শাখা-প্রশাখা নদ-নদীর এবং খাল-বিলের মোহনা উন্মুক্ত ছিল। বিপুল পার্ব্বতীয় স্বাদু-সলিলরাশি আর বর্ষার প্রভূত জল অবাধে মহাবেগে প্রবাহিত হইয়া সাগরে পড়িত। উচ্ছ্বসিত সাগরের জল সেই নদীবেগে প্রতিহত হইত, তজ্জন্য ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে অত্যুৎকট বিস্বাদু সাগরের জল ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে নদীপথে সংক্রমণ করিতে পারিত না। আর তখন সাগরের উপকূলভাগও এখনকার মত নিম্ন ছিল না। সুতরাং উচ্ছ্বলিত সাগর-জল দেশ ডুবাইতে ও শস্য হানি করিতে বাধা পাইত। এই সকল কারণে এবং বক্ষ্যমাণ অন্যান্য কারণে সুস্থিত বঙ্গভূমি "সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা" ছিল। বাঙ্গালার জলও মনুষ্য ও পশুগণের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ছিল না। আর খাদ্যাভাবে লোকের শরীর জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন হইত না।

যে দেশের স্রোতস্বতী সকল অনিরুদ্ধগতি, প্রভূত বৃষ্টির জলে যে দেশের বাসত্তের ভূমি এবং নিম্ন স্থানে সঞ্চিত ক্লিন্ন আবর্জ্জনা বিধৌত হইয়া অবাধে ও নিঃশেষে স্রোতোজলে পড়িয়া বহুদূরে অপসারিত হয়, যেখানে বহুল ছায়া বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়া বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরণশীল দুষ্টবাস্প শোষণ করিয়া পবনকে পবিত্র করে, যে দেশের বনরাজির তুষ্টিপুষ্টি বর্দ্ধনের জন্য, পর্জ্জন্যদেব যথাকালে প্রচুর সলিল বর্ষণ করে, যথায় স্নান-পানাবগাহনের উপযোগী প্রশস্ত জলাশয় বিদ্যমান থাকে এবং যে দেশে জীবের আজীব ফল-শস্যোৎপাদনের ব্যাঘাত হয় না, সেই দেশকে সুস্থিত দেশ বলে। এক সময়ে এই বঙ্গদেশ সুস্থিত ছিল। সেই সুস্থিতি কাল কত দীর্ঘ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাল ক্রমে প্রকৃতির প্রতিকূলতায় এবং মনুষ্যের কর্ম্মদোষে সেই সুস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিবর্ত্তনাধীন। বিবর্ত্তিত অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া কিছুই একভাবে ক্ষণমাত্রও স্থির রহে না। সকল ভাবই অনুক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশও এই নিয়মাধীন। যে উপাদানে বাঙ্গালা গঠিত হইয়াছিল, যাহার সু-সংস্থানে বঙ্গদেশের সুস্থিতি ঘটিয়াছিল, সেই জল আর জলগত পার্থিব রেণু শনৈঃ শনৈঃ বাঙ্গালার জল-স্থলের বিপরিণতি ঘটাইয়াছে। আজিও সে ঘটনার বিরাম নাই।

জলস্রোতে পরিচালিত, অপরিমেয় নানা জাতীয় পার্থিব রেণু, আদৌ দেশ গঠনে ব্যাপৃত ছিল। কালক্রমে সে ব্যাপারের শেষ হইলেও সমস্ত জলস্রোত, দেশগঠনোপযোগী উপাদান বহন করিতে নিরস্ত হয় নাই। প্রকৃতি সেই সমস্ত উপাদান লইয়া সুনির্ম্মিত দেশের অঙ্গবৈকল্য সাধনে ব্যাপৃত হইল। স্রোতোবাহিত বালুকা-কঙ্কর-কর্দ্দম প্রভৃতি নদ-নদীর এক পার্শ্বে, কদাচিৎ উভয় পার্শ্বে, সঞ্চিত হইয়া তাহাদের আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া তুলিতে লাগিল, মাতৃনদীর আর শাখা নদীর সঙ্গম স্থলে জমিয়া ভূমিষ্ঠ পরিমাণে জল নির্গমের বাধা ঘটাইতে লাগিল বা রোধ করিয়া দিল এবং বর্ষাকালে প্রবল বন্যার জলের সঙ্গে পরিচালিত হইয়া তীর অতিক্রম করত তীর-ভূমি, নিম্ন ভূমি, খাল এবং বিল প্রভৃতি স্থানে সঞ্চিত হইয়া নানা প্রকার অনাবশ্যক এবং অহিত পরিবর্ত্তন ঘটাইতে লাগিল। এই ব্যাপারে বাঙ্গালার সমতল ভূমি উদ-ঘাতিনী হইয়া উঠিয়াছে, অনেক বিলের জল-নির্গম-প্রণালী রোধ করিয়া তাহাদিগকে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত করিয়াছে, কত নদী ও কতশত খাল মজিয়া গিয়াছে, নদী গতি-পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বাঁওড় নামক বহু বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গলায় আগ্নেয় পর্ব্বতের উৎপাত নাই। ভূমিকম্পের উপদ্রবও খুব অল্প। তথাপি অল্পতর ভূকম্পনে সময়ে সময়ে দেশের কিছু কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে। আর কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে, বাঙ্গালার দক্ষিণ প্রান্ত ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতেছে।



প্রকৃতির আনুকূল্যে দেশ সুস্থিত হয়। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় দেশের বিপরিণতি ঘটে, কখন কখন দেশ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। দেশ, প্রকৃতির লীলাভূমি, মনুষ্যেরও কর্ম্ম-ক্ষেত্র। লোকের কর্ম্মগুণে দেশের সুস্থিতিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কর্ম্মদোষে তাহার বিঘ্ন ঘটে। মনুষ্যের কর্ম্ম দোষে বাঙ্গলার যে অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়াছে তাহাও অতি ভয়াবহ। বাঙ্গলার লোকে বাঁধ বাঁধিয়া অনেক জলস্রোতঃ রোধ করিয়াছে, খাল কাটিয়া অনেকগুলি নদ-নদীর গতি ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহাদের পূর্ব্বতন খাত কচিৎ পুরিয়া উটিয়াছে। কুত্রচিৎ বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আদিগঙ্গা এবং পুরাতন যশোহরে প্রবাহিত যমুনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। বহু সংখ্যক উচ্চ রাজপথ বিশেষতঃ বাষ্পীয় শকটের লৌহবর্ত্ম দেশের বহুল জলনির্গমের পন্থা অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালায় মনুষ্যবাসের আদিমকাল হইতে একাল যাবৎ নানা প্রয়োজনে তৎ প্রদেশের অধিবাসী এবং প্রবাসি-জনগণ নানা আকারের কূপ খনন করিয়াছে, বহু কূপ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল কূপে বর্ষার জল সঞ্চিত হয়, আবর্জ্জনা রাশি পতিত বা নিক্ষিপ্ত হয়। সেই সকল আবর্জ্জনা পচিয়া বিষোদ্গীরণ করিতে থাকে। পুরাতন দীর্ঘিকা প্রভৃতি নানা প্রকার জলাশয়ের অবস্থাও অধুনা অতি শোচনীয়। যে গুলি একসময়ে নির্ম্মল জলের আশয় ছিল, সে সকল জলাশয় এখন দুষ্ট জল আর দূষিত বাস্পের আকর হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির ক্রীড়া এবং মানুষের অবিমৃশ্য-কারিতায় দেশের বিপরিণতি ঘটিয়াছে। সুতরাং পার্থিবী বিপরিণতি দুই প্রকার। এক প্রকার প্রাকৃত, অপর লোককৃত। দেশ রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উক্ত উভয় প্রকার বিপরিণতির প্রতিকার করিয়া দেশকে সুস্থিত করিতে হইবে।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

# আগন্তু ব্যাধি ও তাহার সহজ চিকিৎসা।

"মানব দেহ ব্যাধি মন্দির" ইহা একটী অতি প্রাচীন ঋষিবাক্যের বঙ্গানুবাদ। ব্যাধি সকলের মধ্যে অধিকাংশই শারীর নিয়ম উল্লঙ্ঘনের ফল বা আত্মাপরাধ ঘটিত। কিন্তু অনেকগুলি ব্যাধি আগন্তু। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনা বলিয়া থাকে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও উহা পরিবার মধ্যে অজ্ঞাত ভাবে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে উহাদের প্রতিবিধান বা চিকিৎসা আরম্ভ করিতে না পারিলে যে, অনেক অসুবিধা ঘটে ও ভবিষ্যতের বিপদ গুরুতর হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মফস্বলবাসীর পক্ষে ত দূরের কথা, তন্মুহূর্ত্তেই চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া সহরবাসীর পক্ষেও এক প্রকার অসম্ভব। এমত অবস্থায় কতকগুলি সাধারণ জিনিসের প্রয়োগে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ব্যতীত, সহজ প্রণালী অবলম্বনে যাহাতে সকলেই উক্ত আকস্মিক বিপদের উপস্থিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন ইহাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অগ্নিদাহ, জলনিমজ্জন, কীটাদি কর্ত্তৃক দংশন প্রভৃতির সামান্য চিকিৎসা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। এ প্রবন্ধ দ্বারা যদি গৃহস্থের চিকিৎসার উপকার হয়, তবেই শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে।

## অগ্নিদাহ।

দাহের আধিক্য বা গুরুত্ব অনুসারে দগ্ধকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগকরা যায়;—(১) সাধারণ, (২) গুরুতর, ও (৩) সাংঘাতিক।*

[যে শ্রেণীরই দগ্ধ হউক, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, উহা কোনও দহনশীল তরল অম্ল পদার্থ, অর্থাৎ নাইট্রিক এসিড্ প্রভৃতি হইতে সম্ভূত কি না?—তাহা হইলে দগ্ধ স্থান ধীরে ধীরে সোডা মিশ্রিত জলে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে। সোডা না পাইলে কেবল জল দিয়াই ধুইতে হইবে। যদি গরম আল্‌কাৎরা দ্বারা দগ্ধ হয়,আর আল্‌কাৎরা গলিয়া থাকে তবে অধিক পরিমাণে তেল দিয়া উহা সহজে উঠাইবার চেষ্টা করিবে।]

---

* আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে দগ্ধ চতুর্ব্বিধ-প্লুষ্ট, দুর্দ্দগ্ধ, সম্যক্‌দগ্ধ এবং অতিদগ্ধ। লেখক সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে দগ্ধ ব্রণকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া তাহাদের চিকিৎসার সহজ প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন।

চি, স, স।



## সাধারণ দাহ।

ইহাতে কেবল দগ্ধস্থান রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে বা অত্যল্পক্ষণব্যাপী অধিক উত্তাপ স্পর্শে, শীঘ্রই ফোস্কা পড়িয়া থাকে।

সোডা, অল্প জল সহ কাদার ন্যায় করিয়া দগ্ধ স্থানে তৎক্ষণাৎ লেপন করিলে ফোস্কা মাত্রই হইতে পারে না এবং ফুলা ও যন্ত্রণা শীঘ্রই নিবারিত হয়। সোডা উক্তরূপ লেপন করিয়া অতি মৃদুভাবে অল্প অল্প জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া দিবে।

যদি হাতে বা পায়ে সঙ্কীর্ণ স্থান সামান্যরূপ দগ্ধ হয় এবং সোডাও তৎক্ষণাৎ না পাওয়া যায়, তবে শীতল জলের পটিও বিশেষ ফলপ্রদ। বিস্তৃত স্থান অল্প পরিমাণ পুড়িলে কখন শীতল জল বা বাতাস লাগাইবে না।

মাৎগুড় বা গ্লিসিরিন্ লেপন করিতে পারিলেও উপকার হয়। নারিকেল বা রেড়ির তেল এবং মধু ও ব্যবহার করা যায়।

তার্পিন্ তেলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া লাগাইলে প্রথমে একটু যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়া একেবারে নিবারিত হয়।

গোলআলুর কস (গোলআলু কাটিলে, তাহার ভিতরে যে আঠার ন্যায় তরল দ্রব্য নির্গত হয়) মৃদুভাবে ঘসিয়া দিলেও উপকার হইতে দেখা যায়।

দগ্ধস্থান অল্প না হইলে টাট্‌কা ময়দা ছড়াইয়া দিয়া তদুপরি তুলা আল্গা ভাবে বাঁধিয়া দেওয়াও উপকারক। দগ্ধস্থানে বায়ু লাগিতে না দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

শরীরের অনেক স্থান সামান্যরূপ দগ্ধ হইয়া রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করিলে অল্প গরম জলে সমস্ত শরীর তৎক্ষণাৎ ধুইয়া ফেলিলে যন্ত্রণার বিশেষ উপশম হয়। পরে ময়দা বা ঐ জাতীয় কোন পদার্থ এরূপ ভাবে গায়ে ছড়াইয়া দিবে যে, দগ্ধস্থানে যেন বাতাস না লাগে, তাহার উপর ফ্লানেল বা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, কারণ অধিক স্থানে তুলা দেওয়া অল্পায়াস সাধ্য বা সুবিধাজনক নহে।

বালক বালিকার বুক বা পেটের উপর সামান্যভাবে অনেকটা পুড়িলে অন্য কিছুর অভাবে, কেবল তুলা দ্বারাই তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া দিবে।

ফোস্কা উঠিলে উহার জল বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে মনসা পাতার রসে চা খড়ি ঘসিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। ইহাতে ভিতরের ঘাও শুকাইতে দেখা যায়। মনসা পাতা আগুণে গরম করিয়া রস লইতে হয়।

## গুরুতর দাহ।

ইহাতে দগ্ধ স্থানের অল্প বা অধিক পরিমাণ চামড়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ, নরম, গাঢ়, ধূসর বা বাদামি বর্ণের দাগ এবং তাহার চারিদিকে ফোস্কা ও রক্তবর্ণতা দৃষ্ট হয়। উক্ত ধূসরাদি বর্ণের দাগগুলি ক্রমশঃ শরীর হইতে উঠিয়া গেলে বেশ পরিষ্কার ঘা দেখা যায় এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ যুক্ত পূঁয বা রস নির্গত হইতে থাকে।

এরূপস্থলে প্রথমতঃ ফোস্কাগুলি হইতে জল বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু বিকৃত বা ফোস্কার চামড়া কখন উঠাইবে না। পরে সমপরিমাণ চুণের জল ও তিসির (বা নারিকেল) তৈল*—অথবা রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট—বা তার্পিন্ তৈল—কিম্বা ১ ভাগ কার্ব্বলিক অয়েল ৯ ভাগ তিসি বা নারিকেল তৈলে মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিবে, এবং নরম কলার বা পদ্মের পাতা (অভাবে কাপড় তেলে ভিজাইয়া) পোড়া স্থান আবৃত করিয়া তদুপরি তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

অনেকটা স্থান উত্তপ্ত তরল পদার্থে ঝলসাইয়া গেলে, চুণের জল ও তিসির তেল প্রভৃতি উপরিউক্ত পদার্থের অভাবে পাকা কলা হাত দিয়া কাদার ন্যায় করিয়া দগ্ধ-স্থানে বায়ুর সংস্পর্শ ও জ্বালা নিবারণের জন্য লাগাইয়া উক্তরূপ বাঁধিয়া দিতে হইবে।

যদি হাতের বা পায়ের অঙ্গুলি উক্তরূপ বাঁধিতে হয় তবে অঙ্গুলিগুলি এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া বাঁধিতে কখন ভুলিবে না। নতুবা আঙ্গুলগুলি পরে পৃথক করিতে রোগী বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করে, যুড়িয়াও যাইতে পারে।

---

* বর্ত্তমানে কোন কোন চিকিৎসাবিৎ চুণের জলের সহিত তিসি বা নারিকেল তেলের ব্যবহার নিষেধ করেন, কারণ উহা পচন-নিবারক (antiseptic) নহে। কিন্তু উক্ত জিনিস কয়টীই উপকারী ও অতি সহজ প্রাপ্য বলিয়া উহার ব্যবহার বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে।

ইহাও বলা আবশ্যক যে, বিভিন্ন চিকিৎসক, বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ (Palasium Sazoidoi ও Talc powder মিশ্রিত করিয়া, Idoform, Salol, Bismuth, Zinc oxide প্রভৃতি) গুরুতর ও সাঙ্ঘাতিক দাহে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। সাধারণ লোকের পক্ষে উহা দুষ্প্রাপ্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবহার নিরাপদ নয় বলিয়া উহাদের উল্লেখ করা হয় নাই।

গুরুতর ও সাঙ্ঘাতিক দাহে ক্ষত শুকাইয়া আসিবার সময় ক্ষতস্থানের সঙ্কোচন নিবারণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কখন কখন এরূপ সঙ্কোচন হয় যে অস্ত্র-চিকিৎসার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। ক্ষত শুকাইয়া আসিবার সময় উহার মধ্যস্থল হইতে যাহাতে ক্ষত শুকাইয়া অইসে সেইজন্য ক্ষতের চতুঃপার্শ্বে ঔষধ প্রয়োগ করিতে কেহ কেহ নিষেধ করেন। এরূপ স্থলে উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।



২।৩ দিন দগ্ধস্থান খুলিবে না। পরে খুলিবার সময় দগ্ধস্থান সহ্যমত গরম জলে ভিজাইয়া রাখিলে যন্ত্রণা কম হয়। যখন ঘা বেশ পরিষ্কার হইয়া রক্তবর্ণ হইবে এবং ফুলা কমিয়া যাইবে, তখন কেবল একখানি কাপড়ের খণ্ড অল্প গরম জলে ভিজাইয়া ক্ষতস্থানের উপর লাগাইয়া দিবে, এবং তদুপরি পাতা দিয়া প্রত্যহ এই-রূপ বাঁধিয়া দিবে। ১ ভাগ সোহাগা ১৯ ভাগ জলে অথবা ১ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড্ ৩৯ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থান ধুইতে পারিলে ভাল হয়।

## সাংঘাতিক দাহ।

অল্প বা অধিক স্থানে দীর্ঘ-সময়ব্যাপী যদি অত্যধিক উত্তাপ লাগে তবেই এই অবস্থা হইয়া থাকে। শিশুদিগের কাপড়ে আগুন লাগিয়া সাধারণতঃ এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। কাপড়ে আগুন দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া ফেলিবে। খুলিয়া ফেলা অসম্ভব হইলে খুব ভারি বা ভিজা বস্ত্র (কম্বল, লেপ প্রভৃতি) দ্বারা উহা ঢাকিয়া ফেলিবে, ঐরূপ কিছু, নিকটে না পাইলে মাটীতে গড়াইয়া উহা নিবাইবার চেষ্টা করা সঙ্গত। দ্বিতীয় কেহ উপস্থিত থাকিলে এবং বাতাস যদি বহিতে থাকে, তবে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিবে এবং জল নিকটে থাকিলে তাহাও ঢালিয়া দিবে।

আগুন নিবিয়া গেলে রোগীর গায়ের কাপড়গুলি এরূপ সাবধানে খুলিয়া ফেলিবে যে গাত্রস্থিত ফোস্কা যেন গলিয়া না যায় এবং অন্য কোন বিকৃত চামড়া স্থানান্তরিত না হয়। দগ্ধস্থানের উপরিস্থিত বস্ত্রগুলি কাটিয়া কাটিয়া, অতি সাবধানে, পৃথক্ করিতে হইবে, ক্ষতস্থানে লাগিয়া থাকিলে তখন উঠাইবার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। পায়ে মোজা বা হাতে দস্তানা থাকিলে উহা তেলে ভালরূপ ভিজাইয়া খুলিবার চেষ্টা করিবে। রোগীকে কম্বলাদি দ্বারা উত্তমরূপ ঢাকিয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবে এবং প্রতিক্রিয়াজনিত অবসাদ সাঙ্ঘাতিক না হইতে পারে, তজ্জন্য রোগীকে অল্প অল্প ব্রাণ্ডি বা গরম দুগ্ধ খাইতে দিবে। রোগী এই অবসাদের অবস্থা অতিক্রম করিলে, দগ্ধস্থানের এক এক অংশ, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অতি সাবধানে বাঁধিয়া দিবে। ২।৩ দিন পরে প্রতিদিন ধুইবার সময় এক এক অংশ খুলিয়া ধুইতে হইবে। নচেৎ সমস্ত শরীরে এক সময়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া নানাপ্রকার কঠিন পীড়া উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। রোগীকে মৃদু বিরেচক ঔষধ এবং যন্ত্রণা নিবারণের জন্য অহিফেন বা ডোভার্স পাউডার চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার করা অসঙ্গত।

গুরুতর দাহে বিশেষতঃ উহা সাঙ্ঘাতিক হইলে, যত সত্বর সম্ভব, উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

দৃষ্ট হইয়াছে যে, অত্যুষ্ণ ভাতের মণ্ড, অর্থাৎ ফেন পড়িয়া কোনও স্ত্রীলোকের অনেক স্থান দগ্ধ হইয়া অসাধারণ জ্বালা করে। তৎক্ষণাৎ টাট্‌কা গোবর লেপিয়া দেওয়াতে সত্বর জ্বালার নিবারণ হয়। পরে ঐ গোবর তুলিয়া গরম জলে ভিজানো বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ধীরে ধীরে সমস্ত গোবর মুছিয়া দিলে, কিছুক্ষণ পরে ফোস্কা হয়। তৎপরে তাহা গালিয়া দিয়া তিসির তেল ও কার্ব্বলিক অএল মিশাইয়া দেওয়াতে ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া যায়।

## বজ্রাঘাত।

বজ্র বা তাড়িত নিকটবর্ত্তী উচ্চ পদার্থেই আকৃষ্ট হয়। তাড়িত-পরিচালক ( conductor ) অচেতন পদার্থ হইলে তাড়িত তাহার উপর দিয়া অনায়াসে পৃথিবীতে নীত ও লীন হইয়া যায়, পরিচালকের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু মনুষ্য তাড়িত-পরিচালক হইলেও অকস্মাৎ স্নায়ুমণ্ডলীর ঘোরতর আলোড়নে বাহ্য কোন পরিবর্ত্তন না হইয়াও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। অপিচ প্রায়ই সাঙ্ঘাতিকরূপে দগ্ধ হইতেও দেখা যায়। কখন কখন দর্শন শ্রবণাদি একাধিক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সাময়িক বা স্থায়ীভাবে নষ্ট হইয়া থাকে।

যদি তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না হয় তবে প্রথমে তাড়িতাহত ব্যক্তির ভয়োৎপন্ন স্নায়বিক অবসাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যাহাতে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কার্য্য স্থগিত না হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ তাহাকে কম্বলাদি গরম কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে, এবং হাতে পায়ে ও পার্শ্বে গরম সেক দিতে থাকিবে—গরম জলের বোতল ও ফ্লানেল গরম করিয়া সেক দিবে। অল্প অল্প পরিমাণ গরম দুধ বা জল-মিশ্রিত ব্রাণ্ডি, খাইতে দেওয়া উচিত। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া শরীর উত্তপ্ত বা জ্বরবোধ না করা পর্য্যন্ত, এইরূপ করিতে হইবে এবং রোগীকে কখন শয্যা হইতে উঠিতে দিবে না। রোগীর অবসন্নতা দূর হইলে, জ্বর হওয়ার পর তাহাকে মৃদুবিরেচক এবং পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

অগ্নিদগ্ধ হইলে যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য, তাড়িত-দগ্ধস্থানে তাহাই করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে, তাড়িতপাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় বলিয়া উহা সাধারণতঃ চিকিৎসাতীত। সুতরাং কি কি বিষয়ে সাবধান হইলে বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, নিম্নে তাহা লিখিত হইল—



১। বিদ্যুৎ উচ্চ পদার্থে আকৃষ্ট হয় বলিয়া ঝড়ের সময় ( আমাদের দেশে বিশেষতঃ চৈত্র, বৈশাখ মাসে ) উচ্চ গৃহ বা বৃক্ষাদির নিকট দাঁড়াইবে না। বৃক্ষাদি তাড়িত-পরিচালক পদার্থ নয়। সুতরাং সেই সময় তাড়িত-পরিচালক মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়াই বিদ্যুৎ পৃথিবীতে লীন হইয়া থাকে। তাড়িত-পরিচালক পদার্থ অবলম্বন করাই বিদ্যুতের ধর্ম্ম। কাজেই লৌহাদি ধাতব পদার্থ মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরিচালক বলিয়া ঐরূপ পদার্থের নিকটে থাকিলে বিশেষ ভয় নাই। কিন্তু এই কারণেই অঙ্গুরী, ঘড়ি, প্রভৃতি ধাতব পদার্থ সঙ্গে থাকা বিপজ্জনক। লৌহ-ছত্র ব্যবহারও নিরাপদ নহে। তাড়িতপাতের সময় ক্ষেত্র হইতে লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া কৃষকগণের না আসাই উচিত। সেই সময় গৃহের মধ্যস্থলে মাদুর প্রভৃতি বিদ্যুৎ অপরিচালক আসনে বসিয়া থাকাই নিরাপদ। কারণ, গৃহে বিদ্যুৎপাত হইলে গৃহপ্রাচীর দিয়া গমনকালে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না।

২। জল তাড়িত পরিচালক। এই নিমিত্ত বৃষ্টিতে গাত্র বস্ত্র আর্দ্র হইলে বিদ্যুৎ শরীরে প্রবেশ না করিয়া সিক্ত বস্ত্রের উপর দিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং বৃক্ষাদির আশ্রয়ে না দাঁড়াইয়া বরং বৃষ্টিতে ভিজা নিরাপদ। এই জন্যই নিকটে বৃক্ষাদিশূন্য বৃহৎ পুষ্করিণী, দিঘী বা নদীর নিকট ঝড়ের সময় দাঁড়াইবে না, কারণ জল, বিদ্যুৎআকর্ষণ করিয়া আনে। কিন্তু মানুষ নিকটবর্ত্তী উচ্চতর পদার্থ বলিয়া তাহার মধ্যদিয়াই বিদ্যুৎগমন করে।

৩। ঝড়ের সময় যানাদিতে থাকিলে, যানাদির পার্শ্বে গাত্র স্পর্শ না করানই উচিত যেহেতু বিদ্যুৎ যান পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় কোন অনিষ্ট হইবে না।

৪। বৃহৎ জনতার মধ্যে থাকাও বিপজ্জনক। কারণ, বহুলোকের প্রশ্বসিত বাষ্পের বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিবার শক্তি অত্যন্ত প্রবল।

## বৃশ্চিক দংশন।

ইহাতে প্রথমে সামান্য সূঁচি বেধের ন্যায় অনুভূত হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয় এবং দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে। মাৎগুড়ে বা এমোনিয়াতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যন্ত্রণা স্থানে লাগাইয়া দিবে। গুরুতর দংশনে ময়দার সহিত অহিফেন মিশাইয়া পুল্টিশ দিতে পারিলেই ভাল হয়।

লবণে একটু জল দিয়া লাগাইলে কিম্বা পেঁয়াজ বা হলুদ কাটিয়া দংশন স্থানে মর্দ্দন করিলেও উপকার হয়।

যদি দষ্ট স্থান অধিক ফুলিয়া লাল রেখার ন্যায় দৃষ্ট হয় তবে সেক দেওয়া বিধেয় এবং মৃদু বিরেচক ব্যবহার করিবে।

## বোল্‌তা ও ভীমরুল দংশন।

প্রথমতঃ হুল ফুটিয়া থাকিলে তাহা বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে এমোনিয়া বা নিশাদল ও চূণে একত্র করিয়া দংশন স্থানে লাগাইলে জ্বালা সত্বর নিবারিত হয়। মাৎগুড় অল্প জল মিশ্রিত করিয়া অথবা সোডা ও গুড় কিম্বা চিনি, একত্র করিয়া মালিশ করিলেও জ্বালা নিবারিত হয়।

নির্ম্মল ফল ঘসিয়া বা চুণ ও গোময় একত্রে লাগাইলে, তার্পিণ তৈল কিম্বা কেরোসিন তৈল মর্দ্দনে, অথবা নস্য বা তামাক পাতা অল্প জল সহ হাতে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিতে পারিলেও জ্বালার শান্তি হয়।

কখন কখন অধিক সংখ্যক বোল্‌তা বা ভীমরুলে দংশন করিলে, বালক ও দুর্ব্বল ব্যক্তি, অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ করে এবং প্রবল জ্বর হইতেও দেখা যায়। প্রথমতঃ ফাঁপা চাবি বা অন্য কোন অপ্রশস্ত মুখ বিশিষ্ট নলের খোলা মুখ দষ্ট স্থানগুলির উপর একে একে চাপিয়া ধরিবে; ইহাতে হুলের মুখ অল্প বাহির হওয়াতে হাত বা সরু চিমটা প্রভৃতি দ্বারা হুলগুলি অনায়াসে বাহির করা যাইবে। পরে পূর্ব্বোক্ত ঔষধগুলির মধ্যে যাহা সত্বর সংগ্রহ হয়, তাহাই প্রয়োগ করা উচিত। এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে "ক্লোরাল" ( chloral ) ব্যবহারে উহা শীঘ্র প্রশমিত হয়।

## জলৌকা দংশন।

এতদ্দেশে কোন কোন স্থানে অল্পাধিক জলৌকা দেখা যায়। ইহারা অজ্ঞাতসারে শরীরের যে কোন স্থানে সংলগ্ন হইয়া থাকে। দংশন সময় কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় না বলিয়া ইহাদের সংযোগ উপলব্ধি হয় না বটে, কিন্তু পরে দষ্ট স্থান অত্যন্ত উত্তেজিত হয়। সুস্থ শরীরে সাধারণতঃ ইহাতে কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু বালক বা দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে অধিক রক্তপাত হইয়া অনিষ্টকর হইতে পারে। সুতরাং জলৌকাদষ্ট হইয়া এরূপ ব্যক্তির রক্তপাত হইতে থাকিলে সত্বর রক্তবন্ধ করিবার জন্য আহত স্থান জোরে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া ঠাণ্ডা জলের পটি দিবে। ইহা দ্বারা উৎপন্ন ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না। চিকিৎসা সাধারণ ক্ষতের ন্যায়ই করিতে হয়।

ক্রমশঃ—

কবিরাজ শ্রীপ্রমথনাথ দাস গুপ্ত কবিরঞ্জন।

# ঔষধ প্রস্তুতি ও প্রয়োগ প্রণালী।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

## হিঙ্গুলোত্থ রসের নপুংসক-দোষ সংশোধন।

যেরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া হিঙ্গুল হইতে পারা বাহির করিয়া লইতে হয় তাহা বলিয়াছি। হিঙ্গুলোত্থ রস বিশুদ্ধ রূঢ় ধাতু। ইহাতে রাং এবং সীসা প্রভৃতি ধাতুর মিশ্রণ থাকে না এবং সর্ব্বপ্রকার নৈসর্গিক দোষ বিবর্জ্জিত। কিন্তু হিঙ্গুলোত্থ-রস নপুংসক-দোষে দুষ্ট। এই নপুংসক দোষ সংশোধন করিয়া লইতে হয়। নতুবা সেই পারা লইয়া ঔষধ কল্পনা করিলে সম্যক্ সুফল লাভ করা যায় না। হিঙ্গুলোত্থ পারদের নপুংসক দোষ সংশোধনের প্রণালী নিম্নে বলা যাইতেছে।

এক পল অর্থাৎ আট তোলা হিঙ্গুলোত্থ রসের নপুংসক দোষ সংশোধন করিতে হইলে একটী উপযুক্ত মৃণ্ময়স্থালীতে /২ দুই সের সৈন্ধবচুর্ণ রাখিয়া তাহাতে /৮ আট সের জল দিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে। হাঁড়ীর মুখে কাঠের, বাঁশের অথবা লোহার একটী শলাকা আড়ভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। খুব পুরু এক টুক্‌রা নূতন কাপড় ৩।৪ তিন চারি ভাঁজ করিয়া তাহাতে ৮ তোলা পারা রাখিয়া একটী শ্লথ পোট্টলিকা অর্থাৎ ঢিলে পোঁটলা রচনা করত দৃঢ় সূত্রদ্বারা হাঁড়ীর মুখে রক্ষিত কাষ্টিকার মধ্যস্থান বাঁধিয়া লম্বিত করিয়া দিবে। পোট্টলিটী যেন জলমধ্যে মগ্ন থাকে। ইহার পর কাঠের আগুনের মৃদু জ্বালে একপ্রহরকাল পাক করিতে হইবে। তদনন্তর পোট্টলি উঠাইয়া, তাহা হইতে পারা বাহির করিয়া লইয়া পরিষ্কার জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে পারার নপুংসক দোষ নষ্ট হয়।

## রস-পর্পটী।

বিশুদ্ধ পারদ, রসপর্পটীর অন্যতর উপাদান, শোধিত গন্ধক দ্বিতীয় উপাদান। উভয় দ্রব্যই শোধন করিয়া লইতে হয়। গন্ধকের শোধনপ্রণালী পূর্ব্বে বলিয়াছি, পারদের নাগদোষ ও বঙ্গদোষ শোধনের ক্রমও বলা হইয়াছে। রসোনের স্বরসের সঙ্গে পারদ মর্দ্দন করিলে তাহার মিশ্রণদোষ অপনীত হয়। মিশ্রণদোষ বিনির্ম্মুক্ত পারদ সম্যক্ বিশুদ্ধ নহে, তাহাতে নৈসর্গিক দোষ বিদ্যমান থাকে। মলদোষ

বহ্নিদোষ এবং বিষদোষ এই তিনটী দোষ স্বভাবতঃ পারদে বিদ্যমান থাকে, এই জন্য উক্ত দোষত্রয়কে পারদের নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক দোষ বলে। নৈসর্গিক দোষত্রয় সংশোধন করিয়া পারদ ধাতুকে ভৈষজ্যকর্ম্মের উপযোগী করিয়া লইতে হয়।

ঘৃতকুমারীর স্বরস সহ মর্দ্দন করিলে পারদের মলদোষ অপনীত হয়। ঘৃতকুমারীর পাতার মধ্যে যে সংযত রস থাকে, তাহা বাহির করিয়া খলে মর্দ্দন করত তরল করিয়া লইবে। শোধনার্থে গৃহীত পারদ যে পরিমিত রসে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায় সেই পরিমিত ঘৃতকুমারীর রস তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। তার পর দণ্ড দ্বারা মাড়িতে মাড়িতে সেই রস শুকাইয়া ফেলিয়া নির্ম্মল জলে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

মলদোষ অপনয়নের পর, পারদের বহ্নিদোষ শোধন করিতে হয়। রক্তচিতার পাতার স্বরসের সহিত মর্দ্দন করিলে পারা বহ্নিদোষ-বিনির্ম্মুক্ত হয়। যে পরিমিত রসে পারা ডুবিয়া যায়, সেই পরিমাণে রক্তচিতার পাতার স্বরস লইয়া, তাহার সহিত পারদ মর্দ্দন করিতে করিতে রস শুকাইয়া ফেলিবে। তারপর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

বহ্নিদোষ দূর করিয়া যেটুকু পারা পাওয়া যায়, তাহা ওজন করিয়া ততটুকু ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া চূর্ণের সহিত চারিপ্রহর মর্দ্দন করিবে। প্রত্যেক চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া, তিন দ্রব্যের চূর্ণ পারদের তুল্য-পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়। চারিপ্রহরকাল মর্দ্দন করা হইলে, পরিষ্কার জলে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে।

মিশ্রণ এবং নৈসর্গিক দোষ বর্জ্জিত পারদ পর্পটী ভিন্ন অন্যান্য ঔষধ তৈয়ার করিতে ব্যবহার করা যায়। যে পারা লইয়া পর্পটী প্রস্তুত করিতে হইবে সেই পারদে বিশিষ্ট গুণাধানের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত।

আদৌ জয়ন্তী পাতার স্বরসের সহিত, তারপর এরণ্ড অর্থাৎ ভেরেণ্ডার পাতার স্বরসের সহিত সর্ব্বশেষে কাকমাচীর স্বরসের সহিত পারা মর্দ্দন করিয়া লইতে হয়। যে পরিমিত রসে পারদ নিঃক্ষেপ করিলে মগ্ন হয়, প্রত্যেক স্বরস সেই পরিমাণের লইতে হইবে। এবং মাড়িয়া মাড়িয়া রস শুকাইয়া লইবে। সর্ব্বশেষে উত্তমরূপে ধুইয়া রস গ্রহণ করত রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

৮ তোলা শোধিত আমলাসা গন্ধক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার সঙ্গে বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা যোগ করিয়া, প্রস্তর ভাজনে প্রস্তর দণ্ড দ্বারা ধীর হস্তে মর্দ্দন করিবে।



উভয়ের মিশ্রণ কাজলের ন্যায় হইলে এবং পারদ এককালীন মিশিয়া গেলে বুঝিবে যে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য উক্ত প্রকার মিশ্রণ দ্রব্যের নাম কজ্জলী।

## পর্পটী প্রস্তুতি-প্রণালী।

আদৌ শুক্‌না কুলের কাঠ পোড়াইয়া জলদঙ্গার প্রস্তুত করিতে হইবে। অগ্নির পার্শ্বে সদ্যঃ গোময় ছানিয়া চারি অঙ্গুলি পুরু এবং বার আঙ্গুল দীর্ঘ প্রস্থ অথবা সাত আট আঙ্গুল ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তাকার একটী বেদিকা তৈয়ার করিয়া রাখিবে। বেদিকার উপর কোমল কলার পাতা স্থাপন করিতে হইবে। এবং কোমল কদলী পত্র মধ্যে গোময় রাখিয়া একটী পোট্টলি তৈয়ার করিয়া রাখিবে।

এই সকল আয়োজন করা হইলে একখানি খুব পরিষ্কার করা লোহার হাতায় কিঞ্চিৎ টাট্‌কা গাওয়া ঘি লাগাইয়া অঙ্গারাগ্নির উপর রাখিবে। ঘৃত গলিয়া গেলে একটুকুরা পরিষ্কার কাপড় দিয়া পুনঃ পুনঃ মুছিয়া ফেলিবে। সেই পরিষ্কার করা হাতার কজ্জলী রাখিয়া অঙ্গারাগ্নির উপর স্থাপন করিবে। কজ্জলী স্তূপের পার্শ্বদেশ দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হইলে, একখানি পরিষ্কার, আবশ্যক মত লম্বা লোহার খুন্তী দিয়া সাবধানে সুনিপুণ হস্তে কজ্জলী পরিচালন করিবে। কজ্জলী দ্রবীভূত হইবা-মাত্রেই দ্রুত হস্তে আগুণ হইতে উঠাইয়া গোময়োপরি বিন্যস্ত কদলী দলে ঢালিয়া দিবে এবং হাতায় যাহা লাগিয়া থাকে দ্রুততর হস্তে খুন্তী দ্বারা কাঁকিয়া তাহাতে ফেলিবে। কদলী দলে যেমন নিঃক্ষিপ্ত হইবে তখনই গোময় পোটলী দিয়া অনতি বলে চাপ দিতে হইবে। দুইজন লোকে মিলিয়া পর্পটী করা উচিত। এক জনে গলা কজ্জলী ঢালিবে আর এক জনে চাপ দিবে। হাতার যে অংশ লাগিয়া রহিবে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। প্রতিবার দুই তোলা কজ্জলী লইয়া প্রয়োজনোপযোগী পর্পটী পাক করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু একবারেই বড় লোহার পাত্রে কজ্জলী গালাইয়া, উপযুক্ত বেদিকায় নিন্যস্ত কদলী দলে ঢালিয়া উপযুক্ত গোময় পোট্টলি দ্বারা চাপ দিয়া পর্পটী প্রস্তুত করাই প্রশস্ত কল্প।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

# মুষ্টিযোগে—ব্রণশোথ ও ক্ষত চিকিৎসা।

## প্রদাহান্বিত অর্থাৎ স্ফীত-লোহিত-তাপযুক্ত যে কোন স্থানের ব্রণশোথে পূঁজ হওয়ার জন্য—

১। ছোট পিঁয়াজ, জবাফুলের পাকা পাতা, ক্লোরেট অব পটাশ, কোমল কচুর পাতা, লবণ জারিত মাটী ( গৃহস্থগণ মৃৎপাত্রে লবণ রাখিয়া থাকে। অনেক দিন এইরূপ লবণ একই পাত্রে থাকিলে, মৃৎপাত্র জারিত হয় ) সমভাগে একত্র বাটিয়া স্ফীতস্থানের উপর অর্দ্ধ অঙ্গুলী পরিমাণ উচ্চ, প্রলেপ দিবে প্রলেপের উপর পরিষ্কার নেকড়া ২।৩ পুরু জড়াইয়া শীতল জল দ্বারা সর্ব্বদা নেকড়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই কঠিন স্ফীতস্থানে পূঁজ জন্মিয়া, বাহির হইতে চেষ্টা করিবে। সাধারণ পুল্টিশে যে সকল দৃঢ় স্ফীতি কোমল হয় না, পূঁজ জন্মে না তত্তৎস্থলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

২। কৃষ্ণ ধুতুরার শিকড় সৈন্ধব লবণ সহ বাটিয়া দিলে প্রদাহ স্থানের তীব্র বেদনার হ্রাস হয় এবং সত্বর পূঁজ সংস্থিত হয়।

## ক্ষতের রস জন্য শোথ ও বেদনা।

১। সোমরাজের বীজ, সলুকা ( সজ ) বীজ, কুমুরিয়া পোকার বাসা, ( কোন থামে বা দেওয়ালে এক প্রকার পতঙ্গে মাটীর দ্বারা বাসা করে ) ধুতুরার নির্জ্জল রস, দণ্ড কলস, সৈন্ধব লবণ, গোল মরিচ সমভাগে বাটিয়া শোথের উপর দিনে ৩।৪ বার প্রলেপ দিলে সত্বর শোথ ও বেদনা দূর হয়।

২। শুষ্ক লাউয়ের কঠিন ত্বক ভস্ম, আতব চাউল পোড়া, ধুতুরা পাতার নির্জ্জল রস; ভাঙ্গের পাতা, দণ্ড কলসের ৬ পা একত্র বাটিয়া দিন তিন চারিবার প্রলেপ।

৩। বিশ কাটালীর ডগা, বৈন্নার ( বরুণ ) ডগা, আদা, কুড়, দণ্ড কলস, ( গোল মরিচ একত্র বাটিয়া দিন ৩।৪ বার প্রলেপ।

৪। সজীনার ছাল ২ তোলা, সৈন্ধব ১ তোলা, হুকার বাসি জল দিয়া বাটিয়া দিলে ৩।৪ বার প্রলেপ।

৫। ধুতুরার নির্জ্জল রস, সোরা, সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ।



৬। মুসব্বর, আফিম, আদার রস সমভাগে মিলাইয়া গরম করিয়া দিন ৩।৪ বার প্রলেপ।

৭। পরিষ্কার মাটীর উপর প্রয়োজনমত লবণ রাখিয়া দিবে। তারপর নানকচুর একখানি স্থূল দণ্ড অর্থাৎ ডগা বা ডাঁটা কাটিয়া লইতে হইবে। সেই সরস ডগার যে প্রান্তে কাটা হইয়াছে সেই প্রান্ত দিয়া মৃত্তিকাস্থিত লবণ ঘসিয়া ঘসিয়া কাদা প্রস্তুত করিবে, সেই কাদা দিয়া দিনে ৩।৪ বার প্রলেপ দিতে হয়।

৮। অনেক দিনের তামাকের পাত্র ( যে পাত্রে অনেক দিন পর্য্যন্ত মাখা তামাক রাখা হইয়াছে ) জল দিয়া ধুইয়া কাদা ২ রূপে দিনে ৩।৪ বার প্রলেপ।

৯। কাঁচা দুগ্ধ, মসূরীর দাইল, ভাঙ্গের পাতা একত্র বাটিয়া প্রলেপ।

১০। দোঁয়াশাল মাটী, ডিম্বের কুসুম, সাঁচিচিনী একত্র মিলাইয়া প্রলেপ।

## বিনা অস্ত্রচিকিৎসায় পূঁজ নিঃসারণ।

১। ২।৩টী জবাফুলের কুঁড়ি জল দ্বারা বাটিয়া একখানা মোটা কাগজের উপর রাখিয়া পোল্টিশরূপে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে একটু একটু জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাটিয়া পূঁজ বাহির হইবে। এ ঔষধটীর আশ্চর্য্য গুণে মুষ্টিযোগের অসাধারণ গুণ স্বচক্ষে দৃষ্ট হইবে। ভিতরে পূঁজ থাকা চাই।

## ক্ষতারোগ্যকারী চিকিৎসা।

( যে ঘায় অধিক ক্লেদ নিঃসরণ হয়। )

১। তিলতৈল, কাঁচা চূণ একত্রে মাড়িয়া রৌদ্রে দিবে। উত্তপ্ত হইলে কেশরাজের রসে ক্রমান্বয়ে ৩ বার ভাবনা দিবে। কেশরাজ রসের জল সূর্য্যোত্তাপে বিলীন হইলে সুন্দররূপে তৈল ও চূণ বিমর্দ্দন করিয়া পাতলা নেকড়ায় মাখিয়া পলিতারূপে ঘায় লাগাইয়া দিবে। ইহাতে সত্বর সমস্ত রস ও ক্লেদ নির্গত হইয়া ক্ষতারোগ্য হইবে।

২। কাঁচা দুধ, কাঁচা চূণ, সরিষার তেল একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পলিতা রূপে ঘায় লাগাইবে। ইহাতে সত্বর সমস্ত ক্লেদ নির্গত হইয়া ঘা শুকাইয়া যাইবে।

৩। একটী নিম্বকাষ্ঠ অগ্নিতে পোড়াইয়া অঙ্গার করিবে। সেই অঙ্গার পরিষ্কৃত জলে ধুইয়া শুষ্ক করিবে। একখানা তাম্রপাত্রে ঘৃত রাখিয়া উক্ত অঙ্গার ঘর্ষণ করিতে

থাকিবে। ঘৃতের বর্ণ কাল হইলে ঐ ঘৃত নেকড়ায় মাখিয়া পলিতারূপে ঘায় লাগাইবে। ইহাতে সত্বর রস নির্গত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হইবে।

৪। চিকি সুপারী ভস্ম, পচা পুন (খড়) ভস্ম, কাশের (তৃণবিশেষ) ফুলভস্ম, পাপড়ী খয়ের ভস্ম, লোলা ভাঙ্গা সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্র সমভাগ মিশ্রিত করিয়া ঘায় দিলে সত্বর ক্লেদশূন্য হইয়া ঘা আরোগ্য হয়।

৫। সফেদা, কর্পূর, খড়িমাটী, কলিচূণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নারিকেল তৈল সহ মর্দ্দন করিবে। এই তৈল নেকড়ায় মখিয়া পলিতারূপে ব্যবহার্য্য।

৬। কচু বা আকনাদির পাতা ঘায়ের মুখে লাগাইলে সত্বর ক্লেদ ও রস বাহির হয়।

## পচা ক্ষতের মামড়ী পরিষ্কার জন্য।

১। শ্বেত ধূপচূর্ণ ও সাচি চিনি সমানরূপে মিশাইয়া পচা ক্ষতের মামরীর উপর পুড়াইলে সত্বর মামরী পৃথক হইয়া পড়িয়া ঘা লাল হয়।

২। বীচা কলার মূল কেঁচোর মাটির সহিত সংগ্রহ করিয়া বেশ করিয়া বাটিয়া রুটির আকার করিবে। পরে তাহা গরম করিয়া পচা ক্ষতের উপর লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে সত্বর মামরী পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং ক্ষত লাল হইয়া আরোগ্যমুখ হয়।

৩। কতকগুলি ক্ষুদে নোটের পাতার ডাঁটা ফেলিয়া দিয়া উপর পিঠ পচা ক্ষতে লাগাইলে সত্বর পচন বারণ ও মামরী পৃথক্ হইয়া ঘা শুষ্ক হয়।

৪। কতগুলি ছিটকী লতার পাতা খোলায় ভাজিয়া পোড়া পোড়া করিয়া চূর্ণ করিবে। ভাজার সময় সতর্ক লইতে হইবে যেন ভস্ম না হয়। এই চূর্ণ অসাধ্য অর্শিত, পচা কঠিন ক্ষতাদির মামরী পরিষ্কার করিয়া ক্ষত আরোগ্য করে। ইহার গুণ বর্ণণাতীত।

৫। সোহাগার খৈ চূর্ণ করিয়া পচা ক্ষতের মামরীর উপর ছড়াইয়া দিলে মামরী পৃথক হয়।

৬। নারিকেলের মালা অগ্নিতে স্থাপন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক ভস্ম গ্রহণ করিবে। এই ভস্ম তিল তেলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নেকাড়ায় মাখিয়া পচা ক্ষতা দিলে উত্তেজক হইয়া মামরী পৃথক হইয়া ঘা লাল হয়।

৭। শ্বেত তুঁতিয়া অর্দ্ধরত্তি, পরিস্কৃত জল ৵০ ছটাক একত্র মিশাইয়া তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া পচা ঘায়ের মামরীর উপর বসাইয়া রাখিলে সত্বর ঘা মামরী বিহীন হইয়া পরিষ্কার হয়।



## সর্ব্বপ্রকার অসাধ্য ভীষণ পচা ও দূষিত ক্ষতরোগের অমোঘ মলম।

১। নিমপাতা ৵০ ১ পোয়া, সোহাগার খৈ ১ তোলা, শ্বেতধুনা চূর্ণ ১ তোলা, কর্পূর ।০ সিকি, দূর্ব্বা ১০৮ গাছা, ঘৃত ৵০ ১ পোয়া, পাথরেকয়লা চূর্ণ ২ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ॥০ তোলা, তুঁতে ।০ সিকি তোলা।

### কল্কার্থ।

কেছলা ঘাসের মোঘা, হাপড়ার মোঘা, কাঁটানটের মোঘা, বিশল্যকরণীর ডগা, ছোট গোয়ালিয়া লতার ডগা, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ তোলা জল ৵১ সের শেষ ৵০ এক পোয়া।

### প্রক্ষেপ।

বটের ছালের অঙ্গার চূর্ণ ২ তোলা।

### ঔষধ তৈয়ারের নিয়ম।

(ক) প্রথমতঃ কল্কার্থ দ্রব্যগুলি শিলায় আধ ছেঁচা করিয়া এক সের জলের সহিত মিলাইয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এক পোয়া জল অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রাখিয়া দিবে।

(খ) কতকগুলি নিমপাতা শির ফেলিয়া দিয়া শিলায় বাটিয়া বালকগণের খেলার মার্ব্বেলের ন্যায় গুটী করিবে। এই সমস্ত গুটীর পরিমাণ ৵০ পোয়া হইবে।

(গ) ৵০ পোয়া গাভী-ঘৃত লোহার কড়ায় অগ্নিতে চড়াইয়া নিষ্ফেন হইলে উক্ত নিমপাতার গুটীগুলি ঐ ঘৃতে ভাজিয়া লইবে; যেন পুড়িয়া না যায়। তৎপরে ভালরূপ নিষ্পেষণ করিয়া ঘৃত বাহির করিয়া লইবে।

(ঘ) 'ক' চিহ্নিত ক্বাথ ৵০ পোয়া পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া স্ফুটিত হইলে নিমপাতা ভাজা ঘৃত, ইহাতে নিক্ষেপ করিবে। কিছুকাল জ্বাল হইলে, সোহাগার খৈ, শ্বেতধুনা চূর্ণ, পাথরকয়লা চূর্ণ, মুদ্রাশঙ্খ চূর্ণ, তুঁতে চূর্ণ, নিক্ষেপ করিবে।

(ঙ) জ্বালে জল শেষ হওয়ার একটু পূর্ব্বে বটের ছালের পরিষ্কার অঙ্গার চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে।

(চ) জ্বালে জল শেষ হওয়া মাত্র, চুল্লী হইতে কড়া নামাইয়া কর্পূর ফেলাইয়া কাঁচা ১০৮ গাছ ডাঁটা পাতা দূর্ব্বা দ্বারা ঘৃত আলোড়ন করিবে। দূর্ব্বাগুলি গরম ঘৃতে ভাজা ভাজা হইলে, দুর্ব্বা ফেলিয়া দিয়া চিক্কণ নেকড়ায় ঔষধগুলি বেশ করিয়া

ছাঁকিয়া লইবে। একখানা পরিষ্কার নেকড়ায় মাখাইয়া এই ঘৃত ঘায় লাগাইলে সন্তোষজনক ফললাভ হইবে।

২। ধূতুরার শিকড়, জবাফুলের শিকড়, শ্বেত করবীর শিকড়, সুপারীর শিকড়, অপামার্গের মূল, হরিতাল, হুকার কাই, বিচাকলার খোলা প্রত্যেক ১ তোলা খাঁটী সর্ষপ তৈল /১ সের। তৈল ব্যতীত প্রাগুক্ত দ্রব্য সকল পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া জলসহ কর্দ্দমাকারে একখানা নেকড়ায় মাখাইয়া প্রদীপের সলিতার আকার করিবে। পরে একখানা তাম্রপাত্রে তৈল /১ সের রাখিয়া এই সলিতার দ্বারা প্রদীপের মত জ্বালাইয়া দিবে। পাত্রটী একদিকে নীচু করিয়া রাখিয়া সলিতা নীচের দিকে বাড়াইয়া ঝুলাইয়া দিবে। জ্বলন্ত সলিতা বাহিয়া যে তৈল পড়িবে তাহা নীচে অন্য পাত্রে সংগ্রহ করিবে। এই তৈল নেকড়ায় মাখাইয়া ঘায় দিলে গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্ত আরোগ্য হইবে।

৩। তিলতৈল /।০ পোয়া মৃদু অগ্নিতে রাখিয়া নিক্ষেন করিবে। পরে তাহাতে ভূষা সিন্দুর, নিমের কচি পাতার গুটী, তুঁতে, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ প্রত্যেক ॥০ তোলা পরিমাণ নিক্ষেপ করিবে এবং আলোড়ন করিতে থাকিবে। পরে বিশুদ্ধ মৌচাকের মোম /০ ছটাক তাহাতে দিবে। মোম দ্রব হইলে কোন পাথর বা মাটীর বাসনে জল রাখিয়া তদুপরে নেকড়া পাতিয়া সেই জলের উপর জ্বালের ঔষধ ঢালিয়া দিবে। ঔষধ নেকড়ায় ছাঁকা হইয়া জলে পড়িবে। পরে ছাঁকনীর নেকড়ায় ফেলিয়া দিয়া জলের উপর দুধের সরের মত যে ঔষধ পাওয়া যাইবে তাহা কোন মৃত্তিকা, পাথর বা কাঁচের পাত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। এই ঔষধ নেকড়ায় মাখিয়া ঘায় দিলে দুরারোগ্য কঠিন ক্ষতও আরোগ্য হয়।

## ব্যবহার প্রণালী।

নিমপাতা সিদ্ধ ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ক্ষত সুন্দররূপ পরিষ্কার করিয়া প্রাগুক্ত ঔষধের যে কোন ঔষধ নেকড়ায় মাখিয়া ক্ষতের উপর সন্নিবেশিত করিয়া দিবে। পরে ক্ষতের বিস্তৃতি পর্য্যন্ত ক্ষুদে মান কসের পাতার ডাঁটা ফেলাইয়া দিয়া উপর দিক নীচে রাখিয়া কতকগুলি পাতা দ্বারা বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিবে। যদি ক্ষতের চতুষ্পার্থ স্ফীত থাকে তবে কচি কদম পাতার শির ফেলাইয়া তদ্দ্বারা আবৃত করিবে। পরে স্থানানুযায়ী পরিমিত একখানা নেকড়ায় মলম মাখিয়া তদুপরি স্থাপন করিবে। তদুপরে তূলার কাপড় অভাবে কার্পাস বা শিমুল তূলা স্থাপন করিয়া কাপড় দ্বারা ঘা জড়াইয়া রাখিবে যেন ভিতরে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। সকালবেলা এমত প্রক্রিয়া করিয়া সমস্ত দিন রাত রাখিয়া পরদিন সকালবেলা ঔষধ লাগাইবে।

শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী।

# সর্পবিষ ও তাহার চিকিৎসা।

## ( ডাক্তার রজার্স সাহেবের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত )

সরকারী মৃত্যুতালিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ সহস্র লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে। এবম্বিধ সংগ্রহে ভ্রম সম্ভবপর হইলেও, এই কারণে মৃত্যু সংখ্যা যে অত্যধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বোধে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের নিদানের ( Pathology ) অধ্যাপক ক্যাপ্টেন্ লিওনার্ড রজার্স মহোদয়ের বক্তৃতা অবলম্বনে এই বিষয়টী লিখিত হইল।

সার জোসেফ ফেরার, ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা অবস্থানকালে সর্পবিষ সম্বন্ধে বহুবিধ পরীক্ষা করেন। পরে ইনি এবং ডাক্তার সার লডার ব্রাণ্টন, উভয়ে লণ্ডন নগরীতে এ বিষয় আলোচনা করিয়া প্রমাণ করেন যে, কৃষ্ণসর্প-বিষ ( Cobra venom ) শ্বাসরোধ জন্মাইয়া মৃত্যু আনয়ন করে এবং সেই জন্যই কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত সঞ্চালন করাইতে পারিলে, সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে অনেক সময় পর্য্যন্ত জীবিত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ চিকিৎসা কিয়ৎপরিমাণে উপকারী হইলেও আশানুরূপ ফলপ্রদ নহে।

পরে ওয়াল রিচার্ড ও ভিন্‌সেণ্ট রিচার্ড, জীবশরীরে কোব্রা ও রাসেলস ভাইপার বিষের ( Cobra & Russell's Viper venom ) ক্রিয়ার স্পষ্ট পার্থক্য প্রদর্শনে সমর্থ হন। অল্প দিন হইল রক্তের উপর বিষের ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব ডাক্তার কানিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপরে অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী মার্টিন সাহেব সর্পবিষের উক্ত শ্বাসাবরোধক ও রক্ত সঞ্চালনরোধক উভয়বিধ ক্রিয়ার পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে রক্তবহা নাড়ীতে রক্ত সংযত ( জমাট ) হইয়া যাওয়াই "ভাইপার" জাতীয় সর্পবিষজনিত আক্ষেপের কারণ। তিনি ইহাও বলেন যে রাসেলস্ ভাইপার জাতীয় সর্পবিষের ক্রিয়াও ঠিক এইরূপ। ডাক্তার ল্যান্স, কিছুদিন পরে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপে সর্পবিষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মতে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পথ প্রশস্ত হইতে থাকে।

দন্ত সন্নিবেশ অনুসারে সর্পজাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। নির্ব্বিষ ( ঢোঁড়া প্রভৃতি ) সর্পের উভয়মাড়ীর দন্তই প্রায় সমানাকার ও পূর্ণগর্ভ ( নিরেট )। কিন্তু

বিষধর সর্পের উপরের মাড়ীর দুই পার্শ্বে মাত্র, দুইটী বৃহৎ দন্ত থাকে ; ইহাই বিষদন্ত এবং ইহাদের মধ্য দিয়া এক একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। দংশনকালে ঐ ছিদ্রপথেই বিষ নির্গত হইয়া থাকে। মেজর এ্যালকক্ ও ক্যাপ্টেন রজার্স পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, উপরিউক্ত বিষধর ও নির্ব্বিষ সর্পের মধ্যবর্ত্তী অপর এক শ্রেণীর সর্পও বিদ্যমান আছে। নির্ব্বিষ সর্পের ন্যায় ইহাদিগেরও দুই পংক্তি দন্ত থাকে। কিন্তু বহিঃস্থ পংক্তির উপরের প্রান্তভাগে এক বা ততোধিক দন্ত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং এই দন্তগুলির মধ্যভাগ সীতার ন্যায় ঈষৎনিম্ন রেখাবিশিষ্ট। বিষধর সর্পের ন্যায় ইহাদেরও বিষকোষ আছে, এবং এই পথেই বিষ নির্গত হইয়া থাকে।

বিষক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে বিষধর সর্পগুলিও দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত।

১ম। ইহাদের বিষ মস্তিষ্কের নিম্ন দেশস্থিত ( base of the brain ) শ্বাস কার্য্য পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্রকে ( Respiratory Centre ) সম্পূর্ণ অবসন্ন করে বলিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার রোধ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষ্ণসর্প ও সামুদ্রিক সর্প এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু সামুদ্রিক সর্পের বিষ প্রায় দশগুণ অধিকতর তীক্ষ্ণ। এই জাতীয় সর্পবিষের ক্রিয়া রক্ত সঞ্চালনকার্য্যের উপরিও সামান্যভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু শ্বাসাবরোধই মৃত্যুর প্রধান কারণ।

২য়। রক্ত সঞ্চালক স্নায়ুকেন্দ্রও ( Circulatory centre ) শ্বাস কার্য্য পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্রের পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা শরীরস্থ ধমনী সকলকে যথোচিত পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া প্রয়োজনানুসারে সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে। এই রক্ত-সঞ্চালক কেন্দ্রের কার্য্য কোন প্রকারে স্থগিত হইলে, সমস্ত রক্তবহা নাড়ী ( Blood vessels ) এক সময়েই প্রসারিত হওয়ায় বৃহত্তর শিরা গুলিতে এত অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয় যে, হৃৎপিণ্ডে অতি অল্পরক্তই ফিরিয়া আসে, সুতরাং রক্ত প্রবাহ সম-ভাবে চলিতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকার বিষধর সর্পের বিষ, রক্ত সঞ্চালক স্নায়ুকেন্দ্রকে অবসন্ন করিয়া উপরিউক্ত প্রকারে রক্তপ্রবাহ রোধ করিয়া থাকে। ডাক্তার মার্টিন যে রাসেলস্ ভাইপার জাতীয় সর্পের বিষে রক্ত সংযত হইয়া যায় বলিয়া পরীক্ষা করিয়া-ছেন, ঐরূপ ক্রিয়া কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীতেই প্রকাশ পায়। প্রফেসার কানিংহামও পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিয়া স্থির করেন যে, উহাতে ক্রমশঃ আক্ষেপ উপস্থিত হইলেও রক্তস্রাব জনিত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়াই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে, মনুষ্যাদি বলবান্ জীব, এই জাতীয় সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, তাহাদের রক্ত সংযত হইয়া আক্ষেপ জন্মে না। কিন্তু রক্তস্রাব



হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। কারণ, রক্ত সংযত হইবার গুণ গুলি তখন তাহাদের রক্তে বিদ্যমান থাকে না। যাহা হউক স্নায়ুকেন্দ্রের অবসন্নতা বশতঃ রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার রোধই, রক্ত সংযত হইয়া আক্ষেপ বা রক্তস্রাব জনিত উভয় প্রকার মৃত্যুর কারণ।

## চিকিৎসা।

এক্ষণে চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইতেছে। প্রোফেসর কানিংহাম সর্প বিষ নাশক বলিয়া প্রচলিত অনেক গুলি ঔষধই পরীক্ষা করিয়া কোন বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। একদা এইরূপ একটী ঔষধের আবিষ্কারক জনৈক ইয়োরোপ বাসী ভদ্রলোক তাঁহার নিজ শরীরে সর্প বিষ প্রবেশ করাইয়া উক্ত ঔষধের অব্যর্থ বিষয় শক্তি পরীক্ষার জন্য ডাক্তার ফেরারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ডাক্তার ফেরার তাহা না করিয়া কুকুর শরীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া দুইবার পরীক্ষা করতঃ কোনই ফল পান নাই। অল্পদিন হইল ডাক্তার রোজার্স মহোদয়ের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে 'এলিক্সার অব লাইফ' (Elixer of Life) নামক একটী ঔষধ প্রেরিত হইয়া-ছিল। দংশনের একাধিক বৎসর পরেও দষ্ট ব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইবে বলিয়া ঔষধ আবিষ্কারক স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। কিন্তু রজার্স পরীক্ষা করিয়া উহাতে উগ্র এমোনিয়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই। যাহা হউক এই প্রকার ঔষধ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এমন কোনও খনিজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা সর্পবিষ সম্পূর্ণরূপে রক্তে মিশ্রিত হওয়ার পরেও উহা নষ্ট করিতে পারে।

প্রকৃত সর্পবিষ নাশক একটী ঔষধ ফরাসী দেশীয় কামেটী (Calmette) সাহেব প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এক্ষণে আমাদের দেশে পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে (Pasteur Insti-tute) নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে।

প্রথমতঃ। অশ্বশরীরে সর্পবিষ এত অল্প পরিমাণে প্রবেশ করান হয় যে, তাহা অশ্বের পক্ষে মারাত্মক নহে। তৎপরে বিষের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া কয়েক মাস পরে দেখা যায় যে, অত্যধিক পরিমাণে বিষ প্রবেশ করাইলেও উহার কোন অনিষ্ট হয় না। পরন্তু ঐ অশ্বের রক্ত মধ্যে এক প্রকার বিষনাশক পদার্থ জন্মায়, যাহা কোব্রা ( Cobra )বিষের সহিত পরিমিত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া জীবশরীরে প্রবেশ করাইলে কোন প্রকার অনিষ্টকর হয় না। ইহা প্রকৃতপক্ষে কোব্রা জাতীয় সর্পবিষ নাশক বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ইহাকে আবশ্যক মত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিষনাশক শক্তি-সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত ইহার ব্যবহারে কতকগুলি অন্তরায় আছে।

ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ ফল পাইতে হইলে প্রোফেসর কানিংহাম এবং প্রোফেসর রজার্স মহোদয়গণের মতে প্রায় এক পাইণ্ট উক্ত রক্তাম্বু (Serum) শিরা মধ্যে প্রবেশ করান আবশ্যক। শিরা (Vein) মধ্যে প্রবেশ না করাইলে উহা ফলপ্রদ হয় না। ইহার মূল্য ও অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীয় অর্থাৎ ভাইপারাইন জাতীয় সর্পের বিষ নাশ করিতে পারে না।

ইহার আবিষ্কারও কার্য্যতঃ বিশেষ উপকারী না হওয়ায় এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, এমন কোন পদার্থ প্রয়োগ করা যায় কি না যাহা দংশন-স্থানেই বিষের শক্তি নষ্ট করিতে পারে। ক্লোরাইড্ অব্ গোল্ড্ ( Chloride of Gold ) অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং হাইপোক্লোরাইট্ অব্ লাইম্ (Hypochlorite of lime) অস্থায়ী পদার্থ বলিয়া সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী নহে।

অধুনা একমাত্র পারম্যাঙ্গানেট অব পটাশ (Permanganate of Potash) সর্প-বিষঘ্ন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার জোসেফ ফেরার সর্ব্বপ্রথম উহা জলে দ্রব করতঃ দংশন স্থানে বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা এবং শিরামধ্যে প্রবেশ করাইয়া সুবিধাজনক ফল প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ডাক্তার কৌটী ও ল্যাসারডা ( Couty & Lacerda ) এবং ভারতে ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট রিচার্ডস্ (Vincent Richards) জন্তু শরীরে ইহার প্রয়োগ করিয়া অধিকতর ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রিচার্ডস্ সাহেবের মতে দংশনের ৪ মিনিটের মধ্যে ইহা জলে দ্রব করিয়া শিরামধ্যে প্রবেশ করান আবশ্যক। এইরূপে পরীক্ষা-কার্য্য সম্ভবপর হইলেও, চিকিৎসা স্থলে এত অল্প সময়ের মধ্যে উহা দ্রব করিয়া প্রয়োগ করা একান্ত অসম্ভব। সুতরাং ইহাকে চিকিৎসাকালে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য সার্ লডার ব্রাণ্টন (Sir Lauder Brunton) এক প্রকার ছুরিকা উদ্ভাবন করেন। এই ছুরিকার ক্ষুদ্র ফলকটীর চতুর্দ্দিকে একটী আবরণ এবং নিম্ন অংশে পটাশ পারম্যাঙ্গেনেটের দানা ( Cryatals of Potash Permanganate ) রাখিবার স্থান আছে। কর্ণেল রজার্স এই অস্ত্রসাহায্যে ইংলণ্ডে ও কলিকাতায় অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে পারম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ কেবল কোব্রা-বিষ নষ্ট করিতে সমর্থ। উক্ত ডাক্তার রজার্স মহোদয় উভয় শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন বিষধর সর্পের বিষের উপরই উহা পরীক্ষা দ্বারা কোব্রা বিষের ন্যায় অন্যান্য বিষেও ইহার বিষঘ্নতাগুণ সমভাবে দেখিতে পান।

নিম্নলিখিতরূপে তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যে জন্তুর শরীরে পরীক্ষা করা হইবে তাহাকে প্রথমতঃ 'ক্লোরফরম' সাহায্যে অজ্ঞান করিয়া এক একবারে



মারাত্মক পরিমাণের দশগুণ পর্য্যন্ত বিষ উহার কোন অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। পরে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর ক্ষতস্থানের কিঞ্চিৎ উপরের অংশ এরূপ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইত যে, তদূর্দ্ধে যেন আর বিষ উঠিতে না পারে। তৎপরে ব্রাণ্টন সাহেবের অস্ত্রসাহায্যে, বিষ প্রবেশ স্থানটী এক হইতে দুই ইঞ্চি পরিমাণ লম্বভাবে চিরিয়া দেওয়ার পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব মৃদু চাপ দ্বারা বন্ধ করিয়া অস্ত্রমধ্যস্থিত দানাকার পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ক্ষতমধ্যে প্রয়োগ করতঃ সামান্য জল বা তদভাবে লালা দ্বারা ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপে উহার সাহায্যে রক্তের সহিত অবিমিশ্রিত বিষের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইত। ইহার পর উপরিস্থিত দৃঢ়বন্ধনী খুলিয়া ফেলিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দেওয়ায় ডাক্তার রজার্স সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মারাত্মক পরিমাণের দশগুণ কোব্রা-বিষ প্রবেশ করাইয়া অর্দ্ধ মিনিট, ৫ গুণ প্রবেশ করাইয়া ৫ মিনিট, ৩ গুণে ১০ মিনিট এবং দ্বিগুণে অর্দ্ধঘণ্টা পরে চিকিৎসা আরম্ভ করা হইয়াছিল। কিন্তু রাসেল ভাইপার বিষের ৫ গুণে অর্দ্ধ মিনিট এবং তিন গুণে ১০ মিনিট পরে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার রজার্স ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোব্রা জাতীয় সর্প মনুষ্যের পক্ষে মারাত্মক পরিমাণের ১০ গুণ বিষ একবার দংশনে উদ্গীরণ করিতে পারে, রাসেল ভাইপার জাতীয় সর্প দ্বিগুণের অধিক একবারে উদ্গীরণ করিতে পারে না। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ব্রাণ্টন সাহেবের অস্ত্র (snake-lancet) দংশনের অল্প সময় মধ্যে পাইলে পারম্যাঙ্গেনেট অব্ পটাশ বাহ্য প্রয়োগ করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে রক্ষা করা যাইতে পারে।

অনেকেই এই প্রকার চিকিৎসায় সর্পাহত ব্যক্তির জীবনদান করিয়াছেন। আলিপুর পশুশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর আর, বি, স্যান্যাল মহাশয় রাসেল ভাইপার জাতীয় সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট কোন এক ব্যক্তির জীবন এই উপায়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। চিৎপুরস্থ অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এস, সি, ঘোষ মহাশয় ও কোব্রা জাতীয় বৃহৎ সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট একটী লোককে দংশনের ২০ মিনিট পরে, পারম্যাঙ্গানেট অব পটাশ ব্যবহারে আরোগ্য করেন। অবশ্যই দংশনের পর দংশন-স্থানের উপরি অংশ উত্তমরূপ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তিনি বলেন যে ৮ দিনেই ক্ষতস্থান শুকাইয়া গিয়াছিল। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, এইস্থলে সর্প মারাত্মক পরিমাণে বিষ উদ্গীরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু যে সর্প সচরাচর মারাত্মক পরিমাণের ১০ গুণ বিষ উদ্গীরণ করে, সে একগুণও উদ্গীরণ করে নাই ইহা অসম্ভব। বিশেষ দষ্ট ব্যক্তিতে

বিষ-লক্ষণও কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছিল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর মহাশয়ও প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত প্রকারে পারম্যাঙ্গানেট অব্ পটাশ ব্যবহার করিয়া ৪ ফিট দীর্ঘ কৃষ্ণ-সর্প-কর্ত্তৃক দষ্ট একটী ১০ বৎসরের বালকের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইহাই একমাত্র সর্পবিষনাশক ঔষধ।

## সর্পবিষ-চিকিৎসা-বিষয়ে উপদেশ।

এই চিকিৎসার জন্য প্রধানতঃ ৪টী জিনিস আবশ্যক (১) পারম্যাঙ্গানেট অব্ পটাশ। ইহার মূল্য অতি সামান্য ১টী রোগীর জন্য এক আনা মূল্যের জিনিষেই চলিতে পারে। (২) একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। লডার ব্রান্টনের আবিষ্কৃত ছুরিকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ইহাতে পটাশ পার ম্যাঙ্গানেট থাকে; মূল্যও আট আনা মাত্র। (৩) দংশনস্থানের উর্দ্ধভাগ দৃঢ়রূপ বাঁধিবার উপকরণ (৪) সামান্য জল। সর্পদংশনের পর মূহূর্ত্তেই দংশনস্থানের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে। বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য বন্ধনের ভিতর একটী শক্ত কাঠী (পেন্সিল, কলম ইত্যাদি) প্রবেশ করাইয়া পাক দেওয়া আবশ্যক। পরে দংশনের স্থানটী দৈর্ঘ্যে ১ হইতে ২ ইঞ্চি এবং প্রায় সিকি ইঞ্চি গভীর করিয়া লম্বাভাবে কাটিয়া ক্ষতমধ্যে পটাশিয়ম পারম্যাঙ্গেনেটের দানা প্রয়োগ করিবে এবং অল্প জল বা তদভাবে লালা সহ উহা ভিজাইয়া কিছুক্ষণ মর্দ্দন করতঃ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। যদি শ্বাস রোধের লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বুকে ও মুখে ভিজা গামছা বা কাপড় দ্বারা মৃদুভাবে আঘাত করিবে এবং কামেটির (Calmette) আবিষ্কৃত পূর্ব্বোক্ত অশ্বরক্তাম্বু (antevenin) পাইলে, চিকিৎসকের সাহায্যে উহা শিরামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। পারম্যাঙ্গেনেট অব্ পটাশ প্রয়োগের কিছু পরে ইহা ব্যবহার করিলেও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

ইহাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত সর্পবিষ-চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদে সর্পবিষ-চিকিৎসা বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। "আগন্তু ব্যাধি ও তাহার সহজ চিকিৎসা" শীর্ষকপ্রবন্ধে বারান্তরে এ বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

কবিরাজ শ্রীপ্রমথনাথ দাস গুপ্ত কবিরঞ্জন।

---


## অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ।

## কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের

### ভারতবর্ষ মধ্যে একমাত্র সুলভ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে স্বনামখ্যাত কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় বহুকালব্যাপী অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও তদীয় চিকিৎসার বহুল প্রচার বিষয়ে ভারতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। এমন কি, তৎকর্ত্তৃক অনূদিত হিন্দি ও ইংরাজী চরকসংহিতা সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ও কবিরত্ন মহাশয়ের যশঃ ঘোষণা করিতেছে। আজি যে দরিদ্র ভারতের প্রতি গৃহস্থ, প্রয়োজনানুসারে আয়ুর্ব্বেদোক্ত অকৃত্রিম ঔষধসমূহ যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইতেছেন, কবিরাজ অবিনাশচন্দ্রই তাহার একমাত্র কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদেশীয় কড্-লিভার অয়েল অপেক্ষা চ্যবনপ্রাশ যে অধিকতর ফলপ্রদ ভারতবাসীর হৃদয়ে কবিরত্ন মহাশয়ই এই বিশ্বাস জন্মাইয়াছেন। **অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের 'চ্যবনপ্রাশ' ভারত বিখ্যাত।**

পীড়িত ব্যক্তি রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইলে বিশেষ যত্নের সহিত **বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে ব্যবস্থা পাঠান হইয়া থাকে।**

সাধারণের অবগতির জন্য আয়ুর্ব্বেদের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে কয়েকটী অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধের মূল্য লিখিত হইল :—

| | | |
|---|---|---|
| চ্যবনপ্রাশ | (একমাস ব্যবহারোপযোগী) | মূল্য ২৲ টাকা। |
| শ্রীমদনানন্দ মোদক | " " | " ২৲ |
| অমৃতপ্রাশ ঘৃত | " " | " ৫৲ |
| বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত | " " | " ৪৲ |
| বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত | " " | " ৪৲ |
| ষড়্গুণ বলিজারিত স্বর্ণ মকরধ্বজ | (প্রতি সপ্তাহ) | " ১৲ |
| অমৃতাদি কষায় সালসা | (এক শিশি) | " ১৲ |
| প্রমেহান্তক যোগ | " | " ১৷৷০ |
| মহাসুগন্ধি শীতাংশু তৈল | (এক পোয়া) | " ১৲ |

(কেশ ও মস্তিষ্কের উপকারী বলিয়া এই তৈল শিক্ষিত-সমাজে বিশেষ আদরণীয়)

একত্রে ১০৲ টাকার ঔষধ লইলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

এই ঔষধালয় সুলভ মূল্যে অকৃত্রিম ঔষধের জন্য বহুকাল হইতে সর্ব্বত্র পরিচিত। ঔষধের উপাদান ও প্রস্তুতিপ্রণালীসম্বলিত মূল্যনিরূপণ পত্রিকা (ক্যাটালগ্) বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে প্রেরিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত সকল প্রকার তৈল, ঘৃত, অরিষ্ট, বটী, মোদক, মকরধ্বজ, ধাতুভস্ম প্রভৃতি অকৃত্রিম ঔষধ যথা-সম্ভব সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

## চিকিৎসা-সম্মিলনী।

অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন সম্পাদিত চিকিৎসা-সম্মিলনী (চিকিৎসা সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকা) ২০ বৎসর যাবৎ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সম্পাদিত ও পরিচালিত। আয়ুর্ব্বেদীয়, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি একাধারে ত্রিবিধ চিকিৎসা-বিষয়িণী এরূপ একখানি মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। মূল্য ডাক-মাসুল সহ ৩।৵০ আনা, অসমর্থ ও ছাত্রদিগের পক্ষে ২।৵০ আনা।

## চরকসার বা জীবন-বন্ধু।

চরকসার বা জীবন-বন্ধু, কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সুবৃহৎ চরকসংহিতার সার। ইহা অতি উপাদেয় গ্রন্থ, গৃহস্থ মাত্রেরই ইহার একখানা গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। ইহা চিকিৎসাসম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া যে কেবল চিকিৎসাব্যবসায়ী-দিগেরই আবশ্যক তাহা নহে, সকল শ্রেণীর লোকেরই পাঠোপযোগী। এই পুস্তকে স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রণালী, আহার-বিহারের নিয়ম, কি প্রকারে সুখে ও সুস্থদেহে জীবন যাপন করিতে পারা যায় ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সরল বঙ্গ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

## ঔষধ বিতরণ।

প্রত্যহ প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত এই ঔষধালয়ে উপস্থিত রোগীকে গর্ম্মি ঘা, পারার ঘা, নালী, শোষ, কারবাঙ্কল ইত্যাদি সকল প্রকার ঘায়ের এবং খোস্, পাঁচড়া ও দাদের অব্যর্থ ঔষধ সকল বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

এই সকল ঔষধে পারদাদি কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নাই। পার্শেল খরচের জন্য দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে মফস্বলেও বিনামূল্যে ঐ সকল ঔষধ পাঠান হয়।

ম্যানেজার, কবিরত্ন ঔষধালয়।

## চিকিৎসা-সম্মিলনীর নিয়মাবলী।

১। চিকিৎসা-সম্মিলনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কলিকাতা সহরে ৩৲ টাকা ও মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহ ৩।৵০ আনা মাত্র। শিক্ষার্থী ও অসমর্থ পক্ষে সহরে ২৲ দুই টাকা ও মফঃস্বলে অগ্রিম মূল্য ২।৵০ আনা ধার্য্য রহিল। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। আশা করি এই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াই সকলে স্ব স্ব দেয় বার্ষিক মূল্য আমার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

২। 'সম্মিলনীর' কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা গ্রাহকগণ প্রাপ্ত না হইলে এক মাসের মধ্যে তাঁহারা পত্রযোগে ঐ কথা সম্মিলনীর ম্যানেজারের গোচর করিবেন এবং পত্রে সংখ্যা ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৩। কবিরাজ, ডাক্তার বা গৃহস্থ অনুগ্রহপূর্ব্বক চিকিৎসা-সম্মিলনীর জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ পাঠাইলে, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং এই পত্রিকায় লেখকের নাম ধাম সহ মুদ্রণ করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, প্রবন্ধ ভাল হইলে, প্রবন্ধলেখককে আবশ্যক-মত পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়া থাকে। আশা করি, বঙ্গের সুলেখক ও সুপণ্ডিত ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়গণ তাঁহাদের স্ব স্ব লিখিত প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। গৃহস্থগণ তাঁহাদের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগগুলি লিখিয়া পাঠাইলে, তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
শিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা,
স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার, চিকিৎসা-সম্মিলনী।

## সচিত্র গৃহ-চিকিৎসক (যন্ত্রস্থ)

চরকসুশ্রুত প্রভৃতির হিন্দি, বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদক, চিকিৎসা-সম্মিলনী সম্পাদক, 'চরকসার' প্রণেতা—কবিরাজ ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সার ও পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞান (Anatomy and Physiology) ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery), শিশুচিকিৎসা, প্রসূতির কর্ত্তব্য, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় এরূপ সরল বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে যে অর্দ্ধশিক্ষিত এমন কি স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ২৲ টাকা।

পত্র লিখিয়া সত্বর গ্রাহক হউন।

এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নাই। গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় সকলের গৃহেই ইহা রাখা আবশ্যক।

COLOUR PAPER

# কবিরত্ন ঔষধালয়।

## ভারতবর্ষ মধ্যে একমাত্র সুলভ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

২০০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শিমলা, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই যে ভারতবাসীর পক্ষে একমাত্র উপযোগী, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঔষধের মূল্য অনুচিতরূপে অত্যধিক বৃদ্ধি করায় পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের পক্ষে এক প্রকার সাধ্যাতীত। স্বনামখ্যাত কবিরাজ অবিনাশ-চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় ঐরূপ অনুচিত মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায় ত্রিশ বৎসরাধিক কাল যাবৎ, দরিদ্র ভারতবাসীর প্রয়োজনানুসারে অমৃত তুল্য অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকল যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে প্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। আজ কাল নানা প্রকারের অসংখ্য বিজ্ঞাপনের প্রচার হওয়ায় মফস্বল বাসিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে—

(১) বাস্তবিক বিশুদ্ধ কবিরাজী ঔষধ সুলভে পাওয়া যায় কোথায় ?

(২) রোগ বিবরণ লিখিলে বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে সুব্যবস্থা পাওয়া যায় কোথায়।

ইহার একমাত্র প্রকৃত উত্তর—ঔষধ ও সুব্যবহার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখিবেন।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কবিরত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয়ের কার্য্য পূর্ব্বরূপ চলিতেছে না সন্দেহ করিয়া যে যে সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকগণ আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত লিখিতেছি যে, ভিষককুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহোদয়গণের ভাগিনেয় ও ছাত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষিত ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয় বিধ চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীপ্রমথনাথ দাস গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের সহায়তায় এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্ রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কবিরত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা দ্বারা ঔষধালয়ের কার্য্য পূর্ব্ববৎ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। ফলতঃ 'সত্যমেব জয়তি, সত্যং নাস্তি ভয়ং ক্বচিৎ' এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যে ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত, তাহার উন্নতি, অবশ্যম্ভাবিনী।

ম্যানেজার—
কবিরত্ন ঔষধালয়,
২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

COLOUR PAPER